Contents

পঞ্চম বর্ষ

৭—৮ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ১৲

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। সমস্যার সমাধান পদ্ধতি ও অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	২৭৭
২। "আল-ফাতিহা"	সৈয়েদ রশীদুল হাসান, এম, এ, বি, এল	২৮৯
৩। নবীজীর জন্মদিনে (কবিতা)	আবদুস্ সাত্তার	২৯৫
৪। ভূ-স্বর্গে দাসত্ব	মূল : আবু উবায়দ অনুবাদ : ইব্‌নে সিকন্দর	২৯৬
৫। আহলেহাদীছ আন্দোলন বনাম বর্তমান আহলেহাদীছ "জামাত"	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি	৩০৩
৬। আশ্চর্য প্রদীপ (কবিতা)	আতাউল হক তালুকদার	৩১০
৭। মুছলিম বীরজায়া	আবুল কাছেম কেশরী বিদ্যাবিনোদ	৩১১
৮। জিজ্ঞাসা ও উত্তর :	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	
(৫১) প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ		৩১৩
(৫২) অনাত্মীয় নরনারীর অবাধ যোগাযোগ		৩১৩
(৫৩) বাদ্যভাণ্ডের মুখে আল্লাহর গুণগান		৩১৩
(৫৪) মুছাফাহা—এক হস্তে না দুই হস্তে ?		১১৩
৯। বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	৩১৯
১০। "ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন"	মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি	৩২৪
১১। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৩২৮
১২। পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সাহায্য ভাণ্ডার		৩৩২
১৩। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	সেক্রেটারী	৩৩৪

খুলনা যিলার প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের বৃদ্ধ বয়সের চারিটি অবদান :

১। **ছালাতে মোস্তফা বা আদর্শ নামায শিক্ষা।**
মূল্য—১।০ মাত্র।

২। **তাহারৎ**
কবিতার ছন্দে তাহারৎ সম্বন্ধে যরূরী—জ্ঞাতব্য বিষয়। মূল্য—॥০ আনা মাত্র।

৩। **নিয়ত ও দরূদ সমস্যা বা বিতর্ক ও বিচার।**
মূল্য—।৵০ আনা মাত্র।

৪। **সংসার পথে**
নব দম্পতির উদ্দেশে সুললিত ছন্দে লিখিত অমূল্য উপদেশাবলী। মূল্য—॥০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি
ও
অনুসরণীয় ইমামগণের রীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

ইমাম শাফেয়ীর মযহব ও অভিমত

(প) রুবাইয়অ্ বলেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, এমন কোন ব্যক্তি যাহার বিদ্যার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে অথবা জনগণ যাহাকে বিদ্বজ্জন—মণ্ডলীর পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে অথবা যিনি স্বয়ং নিজেকে বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তিনি কখনও এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করেন নাই যে, আল্লাহ তদীয় রছুলের (দঃ) আদেশ অনুসরণ করা এবং তাঁহার শাসন মান্য করা ফরয করিয়াছেন, কারণ—রছুলুল্লাহর (দঃ) পর এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননাই যিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হন নাই এবং আল্লাহর গ্রন্থ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত ছাড়া কোন ব্যক্তির উক্তিই অবশ্যপ্রতিপালনীয় বলিয়া নির্দেশিত হয় নাই। সমস্ত কথাকেই কোরআন ও ছুন্নতের অধীনস্থ বিবেচনা করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদের প্রতি এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের প্রতি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ গ্রহণ করা ফরয করিয়াছেন। মাত্র একটি দল এই ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। রছুলুল্লাহর (দঃ) যে হাদীছ দুই একজন মাত্র রাবীর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রামাণিকতা সম্পর্কে আহ্‌লেকালামের দল বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাবে জনগণ যাঁহাদের ফকীহ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদেরই কেহ কেহ সত্যানুসন্ধিৎসার পথ পরিহার করিয়া গতানুগতিকতা (তক্‌লীদ), বিভ্রান্তি ও প্রাধান্য-স্পৃহার পথ গ্রহণ করিয়াছেন।

(ফ) ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল বলেন যে, একদা ইমাম শাফেয়ী আমাকে বলিলেন যে, দেখ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যদি কোন হাদীছ তোমাদের কাছে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে সেই হাদীছের কথা জ্ঞাপন করিবে, যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি। ইমাম আহমদ আরও বলিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর যে আচরণ আমার চক্ষে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বিবেচিত হইত তাহা এই যে, তাঁহার অজ্ঞাত কোন হাদীছ যদি তিনি শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিতেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমত প্রত্যাহার করিয়া— লইতেন।

(ব) রুবাইয়অ্ বলিলেন যে, ইমাম শাফেয়ী একদা আমাকে আদেশ করিলেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ কোনক্রমেই পরিহার করিওনা, উহার ভিতর কিয়াছের স্থান নাই এবং কোন অবস্থাতেই কিয়াছ ছুন্নতের সম-আসন অধিকার করার যোগ্য নয়।

(ভ) রুবাইয়অ্ বলেন, আমি একদা ইমাম শাফেয়ীকে নমাযে হস্তোত্তোলন (রফ্উল ইয়াদায়েন) করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, নমাযীযখন নমায— আরম্ভ করিবে তখন সে তাহার উভয় হস্ত স্কন্ধ পর্যন্ত উত্তোলন করিবে এবং যখন রুকূ করিতে উদ্যত হইবে এবং রুকূ হইতে মস্তক উত্তোলন করিবে তখনও অনুরূপ ভাবে রফ্উলইয়াদায়েন করিবে। কিন্তু ছিজ্দার প্রাক্কালে এরূপ করিবেনা।

يرفع المصلى يديه اذا افتتح الصلوة حذو منكبيه واذا اراد ان يركع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود —

রুবাইয়অ্ বলিলেন, একথার প্রমাণ কি?

ইমাম শাফেয়ী বলিলেন, ছুফ্য়ান ইবনে উয়ায়না আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী আবদুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র ছালিমের প্রমুখাৎ এবং তিনি— স্বীয় পিতার বাচনিক অবগত হইয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের এই উক্তির অনুরূপই আদেশ করিয়াছেন।

انبانا ابن عيينه عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل قولنا —

রুবাইয়অ্ বলিলেন, আমরা কিন্তু বলিয়া থাকি যে, নমাযী কেবল নমাযের সূচনাতেই হস্তোত্তোলন করিবে, পুনশ্চ আর করিবেনা।

ইমাম শাফেয়ী: ইমাম মালিক আমার নিকট নাফেয়ের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে উমর যখন নমায আরম্ভ করিতেন, তখন স্কন্ধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেন এবং যখন রুকূ হইতে মাথা তুলিতেন তখনও। শাফেয়ী বলিলেন, তুমি দেখিতেছ ইমাম মালিক স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিতেছেন যে, হযরত (দঃ) নমাযের প্রারম্ভে স্কন্ধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিতেন এবং রুকূ হইতে মস্তক উঠাইবার সময়েও হস্ত উত্তোলিত করিতেন। কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) এবং ইবনে-উমরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ আর বলিতেছ যে, নমাযের সূচনা ব্যতীত অন্য সময়ে হস্তোত্তোলন করা হইবেনা। অথচ তোমরাই রেওয়ায়ত করিতেছ যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং ইবনে উমর নমাযের সূচনায় এবং রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় হস্তোত্তোলন করিতেন। কোন বিদ্বানের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত মতের অনুসরণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং ইবনে উমরের আচরণের অনুসরণ বর্জন করা কি জায়েয হইতে পারে? তারপর তৃতীয় ক্ষেত্রে ইবনে উমরের কথা সূত্রে তিনি স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ যাহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া ছাড়া হইল? তাঁহার বর্ণিত হাদীছের কতকাংশ গৃহীত আর কতকাংশ পরিত্যক্ত হইল কেন? রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ দুইবার অথবা তিনবার হস্তোত্তোলন করার হাদীছ রেওয়ায়ত করা যদি ইমাম মালিকের পক্ষে বৈধ হইয়া থাকে এবং ইবনে উমরের প্রমুখাৎ যদি দুইবার হস্তোত্তোলন করা তিনি রেওয়ায়ত করিয়া থাকেন এবং তন্মধ্যে একবারকার হস্তোত্তোলন করার হাদীছ যদি তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন কাহারও পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বা যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বর্জন করা সংগত হইবে কি? সর্বোপরি রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ যাহা বর্ণিত হইয়াছে অন্য কাহারও পক্ষে তাহা পরিহার করা বৈধ হইবে কি? রুবাইয়অ্ বলিলেন, আমাদের ইমাম মালিক বলিয়াছেন,—হস্তোত্তোলন করার তাৎপর্য কি? শাফেয়ী বলিলেন, হস্তোত্তোলন করার তাৎপর্য হইতেছে, আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহর রছুলের (দঃ) ছুন্নতের অনুসরণ। নমাযের সূচনায় হস্তোত্তোলন করার যে অর্থ, রুকুতে যাইবার প্রাক্কালে এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইবার সময়েও (অর্থাৎ যে দুই ক্ষেত্রে হস্তোত্তোলন করা সম্পর্কে তোমরা আল্লাহর রছুলের (দঃ) বিরোধ করিয়াছ) তাহার অর্থ উহাই। অধিকন্তু তোমরা রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং ইব্নে উমর উভয়ের প্রমুখাৎ তোমাদেরই রেওয়ায়তের তোমরা একই সংগে—বিরোধ করিতেছ। অথচ রফ্উলইয়াদায়েনের হাদীছ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ তেরজন ছাহাবী রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং হযরতের (দঃ) বহু গণ্যমান্য ছাহাবী ইহার অনুসরণ করিতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রফ্উলইয়াদায়েন পরিত্যাগ করিবে সে ছুন্নতের পরিত্যাগকারী হইবে।

ইমাম আহ্মদ ইমাম শাফেয়ীর প্রমুখাৎ এই রেওয়ায়তই করিয়াছেন যে, ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, রুকুতে যাওয়ার প্রাক্কালে এবং রুকু হইতে ওঠার সময়ে যে রফ্উলইয়াদায়েন বর্জনকারী, সে আল্লাহর রছুলের (দঃ) ছুন্নতের বর্জনকারী।

(ম) হজ্জের সময়ে ইহ্রামের পূর্বে যদি সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় এবং উহার গন্ধ যদি ইহ্রামের পর অথবা জম্রাতে প্রস্তরাঘাতের পর অথবা মস্তকমুণ্ডনের পর অথবা তওয়াফে ইফাযার পূর্ব পর্যন্ত—অবশিষ্ট রহিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা সম্পর্কে রুবাইয়অ্ ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ইহ্রামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয। আমি ইহা পছন্দ করি এবং আমি ইহাকে দোষনীয় মনে করিনা। কারণ রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতে ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে এবং একাধিক বিশিষ্ট ছাহাবা এরূপ করিয়াছেন। রুবাইয়অ্ একথার প্রমাণ চাহিলে ইমাম শাফেয়ী হাদীছ এবং আছর আবৃত্তি করিয়া শোনান এবং বলেন, ইবনে উমায়না আমার নিকট আম্র বিনে দীনারের প্রমুখাৎ এবং তিনি ছালিমের বাচনিক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর বলিয়াছেন, জমরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রী-সহবাস ও সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সমুদয় নিরুদ্ধ কার্যকলাপ হালাল হইয়া যায় এবং মা আয়েশা বলিতেছেন, তওয়াফে ইফাযার পূর্বেই (জমারায় প্রস্তর নিক্ষেপের পর মীনা হইতে আসিয়া বয়তুল্লাহ শরীফ প্রদক্ষিণ করার কার্যকে তওয়াফে ইফাযা বলা হয়) আমি স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ)কে সুগন্ধি মাখাইয়াছিলাম। আবদুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র ছালিম বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতই অনুসরণের অধিকতর যোগ্য। অর্থাৎ ছালিম স্বীয় পিতামহ দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুকের ফত্ওয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের সমকক্ষতায় বর্জন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেননা। ইমাম শাফেয়ী ছালিমের উক্তি প্রসংগে বলিতেছেন, সাধু সজ্জন এবং বিদ্বানগণের আচরণ এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় আর যাহারা ব্যক্তিগত অভিমতের অনুসরণ করিয়া ছুন্নতের নির্দেশ বর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ বিদ্বানগণের উক্তি স্ব স্ব বিদ্যা ও বিবেচনা অনুসারে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হইবে।

(য) ইমাম শাফেয়ী ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে যে ফত্ওয়া প্রদান করিয়াছিলেন তদুত্তরে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আপনার কোন কোন উছ্তাযের বিরোধ করিলেন। ইমাম শাফেয়ী স্বীয় পুরাতন গ্রন্থ (যাআফ্রাণীর মধ্যস্থতায় যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে) এই কথার জওয়াব লিখিয়াছেন যে, যিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের অনুগমন করিয়াছেন আমি তাঁহার সহযোগী হইয়াছি এবং যিনি ভুল করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন আমি তাঁহার বিরোধ করিয়াছি। যে সহচরকে আমি কখনও বর্জন করিবনা তাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) সুদৃঢ় এবং সুপ্রমাণিত সাহচর্য এবং যিনি রছুলুল্লাহর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) হাদীছ অনুসারে ব্যবস্থা প্রদান করেন না তিনি আমার নিকটতম ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহাকে পরিহার করিব—ই'লামুল মুআক্কেয়ীন, ঈকাযুল হিমম, ১০৪—১০৭পৃঃ।

ইমাম শাফেয়ীর সমাধান পদ্ধতি

সমস্যার সমাধানকল্পে ইমাম শাফেয়ী যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ংগম করিতে হইলে ইমাম ছাহেবের প্রাক-কালীন—ফিক্‌হ শাস্ত্রের (Islamic Jurisprudence) অবস্থা অবগত হওয়া আবশ্যক। তৎকালীন ফিক্‌হ শাস্ত্রের মোটামুটি অবস্থা ছিল এই যে, তখন পর্যন্ত ফিক্‌হের বাঁধাধরা নিয়ম ও মূলনীতি (Principles) সমূহ—আবিষ্কৃত হয় নাই। ভুল ও সঠিক মছ্‌আলা সমূহের মধ্যে পার্থক্য করার কোন মানদণ্ডও স্থিরীকৃত ছিল না। বিভিন্নরূপী হাদীছসমূহের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার এবং তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ দূরীভূত করার কোন নিয়মও ছিল না। তৎকালীন ফকীহগণ সাধারণতঃ মুর্ছল ও মুন্‌কাতা হাদীছ সমূহের সাহায্যে মছ্‌আলাসমূহ আবিষ্কার করিতেন * এবং বিরোধ ক্ষেত্রে স্বীয় ধীশক্তি ও মানসিক—প্রবণতার (Mental tendency) উপর নির্ভর করিয়াই একটি হাদীছকে অগ্রাহ্য এবং অপরটিকে অগ্রগণ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেন। বহুক্ষেত্রে ছহীহ্ হাদীছ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া যঈফ হাদীছ সমূহের আশ্রয় লইতেন এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত নিজেদের সিদ্ধান্তের পোষকতায় উপস্থাপিত করিতেন! শরীঅত বিরোধী কাল্পনিক অভিমতকে শরীঅতের অনুকূল বিশুদ্ধ কিয়াছের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেন এবং এই কার্যকে ইছ্‌তিহ্‌ছান নামে অভিহিত করিতেন। সংশোধক (নাছিখ) ও সংশোধিত (মনছুখ), ব্যাপক (মুত্‌লক্) ও নির্ধারিত (মুকাইয়দ), সাধারণ (আম) ও বিশেষ (খাছ) শর্ত ও পরিচয় (ওয়াছ্‌ফ) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইতনা, ফলে তৎকালীন বিদ্বানগণের ইজ্‌তিহাদ ও আবিষ্কারে নানারূপ বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইত এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর অসংলগ্ন হইয়া পড়িত। ইমাম শাফেয়ী হানাফী ও মালেকী মযহবের অছুল ও ফরূ' (Principles & details) সমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া যে সকল বিষয়ের উক্ত দুই মযহবে অভাব ঘটিয়াছিল সেগুলি পূর্ণ করেন এবং নূতন পদ্ধতিতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূলনীতি ও বিধানগুলি সুসম্পাদিত করেন। সর্ব প্রথম তিনিই অছুলে ফিক্‌হের একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহাতে বিভিন্নরূপী হাদীছ সমূহের মধ্যে সমন্বয় সংঘটিত করার নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। মুর্ছল ও মুনকাতা হাদীছ সমূহ গ্রহণ করার জন্য তিনিই যথোপযুক্ত শর্ত আবিষ্কার করেন। যে সকল মূলনীতিতে ইমাম শাফেয়ী হানাফী ও মালেকী মযহবের সহিত বিরোধ করিয়াছেন আমরা সেগুলির মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

(১) মুর্ছল ও মুনকাতা হাদীছের উপর নির্ভর না করা। হানাফী ও মালেকী মযহবে মুর্ছল ও মুনকাতা হাদীছে নির্ভর করা হয় দেখিয়া ইমাম শাফেয়ী এই নিয়ম স্থিরীকৃত করিলেন যে, যথোপযুক্ত শর্তের উপস্থিতি ব্যতিরেকে উল্লিখিত হাদীছ সমূহ পরিগৃহীত হইবেনা। কারণ হাদীছের তরিকাগুলি † একত্রিত করার ফলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, কতিপয় মুর্ছল হাদীছ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উহা কতকগুলি মুছনদ হাদীছেরও বিপরীত।

(২) বিভিন্ন হাদীছ সমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার নিয়ম প্রণয়ন করা। ইমাম শাফেয়ীর সময়ে হাদীছের যেরূপ প্রাচুর্য ঘটিয়াছিল তাঁহার পূর্বে হাদীছের অবস্থা সেরূপ ছিলনা। তাঁহার পূর্বে প্রত্যেক নগরের অধিবাসীবৃন্দ শুধু স্ব স্ব নগরের বিদ্বান ও ইমামগণের নিকট

* যে হাদীছের ছনদে বর্ণনাদাতা ছাহাবীর নাম উল্লিখিত নাই অথচ হাদীছটি রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ হাদীছকে মুর্ছল বলা হয়। আর যে হাদীছের ছনদের মাঝখানে রাবীগণের সংলগ্নতা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা মুনকাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† একই হাদীছ বিভিন্ন ছনদে বর্ণিত হইলে প্রত্যেকটি ছনদের হাদীছকে একটি তরিকার হাদীছ বলা হয়। এইরূপ বিভিন্ন তরিকার বহু হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন।— ইমাম শাফেয়ীর যুগে হাদীছ সংকলনের কার্য আরম্ভ হইলে এক নগরের বিদ্বানগণ অপর নগরে গমন করিয়া হাদীছ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যান। এই ভাবে বিভিন্ন নগর ও জনপদের ইমাম ও বিদ্বান-গণের নিকট যে সকল হাদীছ মওযুদ ছিল সেগুলি একত্রিত হওয়ায় হাদীছের প্রাচুর্য ঘটার সংগে সংগে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্যও পরিদৃষ্ট হয়। এই বৈষম্য বিদূরিত করার উপায় অপরিহার্য হওয়ায় ইমাম ছাহেব শুধু এই উদ্দেশ্যেই একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহাতে বিভিন্ন হাদীছ সমূহের বৈষম্য বিদূ-রিত করার উপায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

(৩) ছহীহ্ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার রীতি রহিত করা। পূর্বে যে— সকল বিদ্বান ফিক্হ শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি-লেন এবং যাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব মযহব স্থাপিত করিয়াছিলেন অনেকগুলি ছহীহ্ হাদীছ তখন পর্যন্ত তাঁহারা হস্তগত করিতে পারেন নাই। সুতরাং যে সকল হাদীছে স্পষ্ট ভাবে মছ্আলা বিদ্যমান ছিল সেগুলি অবগত না থাকার ফলে তাঁহারা কিয়াছ ও রায় এবং ইজ্তিহাদ ও আবিষ্কারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইমাম শাফেয়ী দেখিতে পাইলেন যে, একান্ত বাধ্য হইয়াই পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ অনেক ছহীহ্ হাদীছের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ইমাম শাফেয়ী দ্ব্যর্থহীন ভাষায়— প্রচার করিলেন যে, ছহীহ্ হাদীছ প্রাপ্ত হওয়ার সংগে সংগে কিয়াছ বর্জন করিয়া ছহীহ্ হাদীছের অনু সরণ করিতে হইবে। তিনি ইহাও প্রমাণিত করি-লেন যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীগণও এই নিয়মের অনু-সরণ করিয়া চলিতেন। তাঁহারা সর্বদাই রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অনুসন্ধান করার কার্যে ব্যাপৃত— থাকিতেন এবং শুধু হাদীছ না পাওয়ার ক্ষেত্রেই তাঁহারা বাধ্য হইয়া কিয়াছ, ইজ্তিদ্লাল এবং প্রতি-পাদনের আশ্রয় লইতেন এবং পরেও যদি তাঁহারা হাদীছ প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে অবলীলাক্রমে স্বীয় কিয়াছ পরিহার করিয়া উক্ত হাদীছ গ্রহণ করিয়া লইতেন।

হযরত ইমামে আ'যম অথবা জনাব ইমাম মালিক যে কতকগুলি বিশুদ্ধ হাদীছ শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই এবং খুব দাবে ঠেকিয়াই যে তাঁহারা অনেকগুলি হাদীছের অনুসরণ করিতে— পারেন নাই, কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সে কথা অস্বী-কার করিবেন না। কারণ হযরত ইমাম শাফেয়ী হাদীছের যে বিরাট সম্ভার অধিকার করার সুযোগ পাইয়াছিলেন উল্লিখিত মহামতি ইমামদ্বয় তাঁহা-দের জীবদ্দশায় সে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। হানাফী মযহবের বিখ্যাত ফকীহ ও সাধক ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, যে সময় শরীঅতের হাদীছ সমূহ সংকলিত হই-য়াছিল এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ চয়ন করার উদ্দেশ্যে হাদীছ-তত্ত্ব বিশারদগণ পৃথি-বীর বিভিন্ন নগর— নগরী ও সীমান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, ইমাম— আবু হানীফা যদি সে যুগে বাঁচিয়া থাকি-তেন এবং ঐ সকল হাদীছ তিনি শ্রবণ করার সুযোগ পাই-তেন তাহা হইলে— নিশ্চয় সেগুলি তিনি গ্রহণ করিতেন এবং সমুদয় কিয়াছ পরি-ত্যাগ করিতেন এবং তাঁহার মযহবের তুলনায় অন্যান্য মযহবে যেরূপ— কিয়াছের পরিমাণ কম ঘটিয়াছে সেইরূপ তাঁহার মযহবেও কিয়াছের স্বল্পতা পরিদৃষ্ট হইত। কিন্তু যেহেতু তাঁহার যুগে শরীঅতের দলীলগুলি তাবেয়ী

انه لو عاش حتى دونت احاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ فى جمعها من البلاد والثغور و ظفربها لاخذبها وترك كل قياس كان قاسه و كان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب غيره بالنسبة اليه لكن لما كان ادلة الشريعة مفرقة فى عصره مع التابعين وتابع التابعين فى المدائن و القرى و الثغور كثرالقياس فى مذهبه بالنسبة الى غيره من الائمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيها -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও তাবে-তাবেয়ীগণের নিকট বিভিন্ন জনপদ ও ইলাকায় সুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহারই ফলে তাঁহার মযহবে অন্যান্য ইমামগণের তুলনায় কিয়াছের আধিক্য ঘটিয়াছিল। যে সকল মছ্আলায়—স্পষ্ট নছ বিদ্যমান ছিলনা সেই সকল মছআলার মীমাংসার জন্যই তাঁহার পক্ষে কিয়াছের আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়াছিল।

(৪) ছাহাবাগণের যে সকল উক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের প্রতিকূল, সেগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ না করা। ইমাম শাফেয়ীর সময়ে ছাহাবাগণের ফতাওয়া ও উক্ত সমূহও সংকলিত হইয়াছিল। এই উক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের—বিরোধী পরিদৃষ্ট হইত। কতকগুলি উক্তি ছহীহ্—হাদীছেরও প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যাইত। ইমাম শাফেয়ী ছহীহ্ হাদীছের সমকক্ষতায় তাঁহাদের প্রতিকূল উক্তি সমূহ দলীলরূপে গ্রাহ্য করার রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে ছাহাবাগণও মানুষ هم رجال و نحن رجال ছিলেন আর আমরাও মানুষ। সুতরাং আমাদের মত তাঁহাদের পক্ষেও ভুলভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। অতএব ছহীহ্ হাদীছ প্রাপ্ত হইবার পর ছাহাবাগণের ইজ্তিহাদের অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। অধিকন্তু উহা বর্জন করা এবং হাদীছ অবলম্বন করিয়া চলাই কর্তব্য।

(৫) শরীঅত-বিরোধী অভিমত (রায়) আর শরীঅত অনুমোদিত কিয়াছের মধ্যে পার্থক্য করা। ইমাম শাফেয়ীর যুগে কতক বিদ্বান স্বকীয় ইজ্তিহাদের ভিতর অবলীলাক্রমে স্বীয় রায় প্রয়োগ করিয়া চলিতেন এবং এই রায়কে শরীঅতের অন্যতম দলীল,—কিয়াছ মনে করিতেন। এবম্বিধ রায় তাঁহাদের পরিভাষায় ইজ্তিহছান নামে কথিত হইত। অথচ ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে যে শরীঅতসংগত কিয়াছ প্রচলিত ছিল তাহার তাৎপর্য ছিল কোরআন ও হাদীছের কোন প্রত্যক্ষ আদেশ নিষেধের কারণ আবিষ্কার করা এবং যে সকল বস্তু বা কার্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নির্দেশ নাই সেগুলির মধ্যে উক্ত কারণ পরিদৃষ্ট হইলে সেই সকল কার্য বা বিষয় সম্বন্ধে উপরিউক্ত আদেশ বলবৎ করা। যেমন কোরআনে মদ্য হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু অন্যান্য মাদক দ্রব্যের কোন উল্লেখ-নাই। এক্ষণে মদ্য হারাম হওয়ার আদেশ স্পষ্ট দলীলের ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা হারাম হওয়ার কারণ হইতেছে মাদকতা। অতএব এই মাদকতার কারণ যে-সকল বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাইবে সেগুলিকে হারাম বলিয়া নির্দেশিত করার কার্য শরীঅতসংগত কিয়াছ বলিয়া অভিহিত হইবে। এইরূপ কিয়াছই ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর নিজের কপোল-কল্পিত কথাকে হালাল বা হারাম হইবার কারণ রূপে গ্রহণ করার কার্য রায় নামে কথিত হইয়া থাকে। যথা, ব্যাপক সুবিধা বা অসুবিধাকে কোন আদেশের কারণ রূপে গ্রহণ করা। ইমাম শাফেয়ী এই ধরণের কিয়াছকে যাহা আদৌ শরীঅতসংগত কিয়াছ নয় এবং যাহা বুদ্ধজীবীদের কল্পনা বিলাস মাত্র, সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিয়াছিলেন। আর খোলাখুলিভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি ইছ্তিহ্ছানের আশ্রয় গ্রহণ করিল সে পয়গম্বর সাজিবার ইচ্ছা করিল। من استحسن فقد اراد ان يكون شارعاً -

ফলকথা, এই পাঁচটি বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী পূর্ববর্তীগণের পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনিই মধ্যবর্তী অবলম্বনগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া সরাসরিভাবে মূল উৎস হইতে ফিক্হ শাস্ত্র নূতন ভাবে প্রণয়ন করেন এবং নির্দিষ্ট কোন দলের ফকীহ্ বা মুজ্তাহিদ অথবা নির্দিষ্ট কোন নগর নগরীর বিদ্বানগণের উক্তি এবং নীতির উপর ইজ্তিহাদের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া সরাসরিভাবে কোরআন ও ছুন্নতের উপর স্বীয় মযহব প্রতিষ্ঠিত করেন। সমস্ত ঐতিহাসিক এবং পূর্ব ও পরবর্তী সমুদয় মুছলিম বিদ্বানের এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, ইমাম শাফেয়ী সর্ব প্রথম ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতিগুলি—আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই উহাকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনিই সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ এবং শ্রেণীভেদ বর্ণনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছিলেন, তিনিই কোরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াছের সাহায্যে দলীল গ্রহণ করার নিয়ম ও শর্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনিই নাছিখ, মনছুখ মুতলক্, মুকাইয়দ, আম ও খাছ প্রভৃতির আলোচনা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, তিনিই দুর্বলতা ও বলিষ্ঠতার দিক দিয়া কিয়াছ ও ইছ্‌তিদ্‌লালকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

এরিস্টোটল যেরূপ ন্যায় শাস্ত্রের আবিষ্কর্তারূপে আর খলীল বিনে আহ্‌মদ, যেরূপ কাব্য ছান্দের আবিষ্কারকরূপে অমর হইয়া রহিয়াছেন, ইমাম শাফেয়ীও তদরূপ অছুলে ফিক্‌হের আবিষ্কারকরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে ফিক্‌হ শাস্ত্রের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। আভিধানিক অর্থ ছাড়া ফিক্‌হের কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ছিলনা। যে বিদ্যাকে আজ আমরা ফিক্‌হ নামে অভিহিত করিয়া থাকি এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও আবিষ্কারক হইতেছেন ইমাম শাফেয়ী।

ইজ্‌তিহাদের যে সকল নীতি তিনি নির্ধারিত করিয়াছিলেন আমরা অতঃপর সেগুলিরও উল্লেখ করিব।

ইমাম শাফেয়ীর আলোচনায় এরূপ বিস্তৃত ভাবে মনঃসংযোগ করার দুইটি প্রধান কারণ। প্রথম, ইমাম শাফেয়ীই আহ্‌লে হাদীছগণের অন্যতম প্রধান ইমাম। দ্বিতীয়, ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁহার মযহব সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত দলের অজ্ঞতা মারাত্মক ভাবে সীমাবদ্ধ। এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়া যদি আমি ইমাম শাফেয়ীকে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিচিত করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

(ক) ইমাম শাফেয়ীর ইজ্‌তিহাদের প্রথম বুনয়াদী নীতি (Basic principle) এই যে, দ্বীনের মূল হইতেছে কোরআন ও হাদীছ আর উহাদের—অবিদ্যমানতায় কোরআন ও হাদীছের অনুকূল—কিয়াছ।

(খ) যে হাদীছের ছনদ রছুলুল্লাহ (দঃ) পর্যন্ত সংলগ্নভাবে প্রমাণিত এবং যাহার ছনদের ভিতর কোনরূপ ত্রুটি নাই তাহা ছহীহ।

(গ) এককভাবে বর্ণিত হাদীছ অপেক্ষা ইজ্‌মার আসন উর্ধ্বতর।

(ঘ) সকল সময় হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন অর্থবোধক হাদীছ সমূহের মধ্যে উহার যে অর্থ প্রকাশ্য হাদীছের অনুরূপ সেই হাদীছকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

(ঙ) সমান শ্রেণীর বিভিন্ন হাদীছের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলে যে হাদীছের ছনদ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহাই অগ্রগণ্য বিবেচিত হইবে।

(চ) বিখ্যাত তাবেয়ী ছঈদ বিন্‌ল মুছাইয়েব ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাদাতার মুর্ছল হাদীছ গ্রহণ যোগ্য নয়।

(ছ) একটি মৌলিক আদেশকে অপর কোন মৌলিক আদেশের সংগে কিয়াছ করা চলিবেনা। শরীঅতের মূলনীতির ভিতর একথা বলা চলিবেনা যে, এই আদেশের কারণ কি এবং কি ভাবে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। একথা বিস্তৃত আদেশ নিষেধের (ফরূআৎ) বেলাতেই বলা চলিতে পারিবে। ফরূআতের কিয়াছ যদি মৌলিক আদেশের সহিত—সুসমঞ্জস হয় তবেই সে ইজ্‌তিহাদ সঠিক এবং উহা দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(জ) যে নির্দিষ্ট কারণে আদেশ অবতীর্ণ—হইয়াছে সেকারণটি কোন ক্রমেই আদেশের আওতার বহির্ভূত বিবেচিত হইবেনা। আদেশের শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুসারে অনবতীর্ণ কারণ সমূহের উপর উক্ত আদেশ প্রযোজ্য হইলেও মূলতঃ যে কারণে আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাকে কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত নির্দেশের বহির্ভূত গণ্য করা চলিবেনা।

শেষোক্ত নিয়মটি অনুসরণ নাকরার ফলে বিদ্বানগণের মধ্যে বহু গোলযোগ ঘটিয়াগিয়াছে! আমরা এস্থলে মাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ছুরত আল-বাকারার বিখ্যাত আয়ত "এবং তোমরা আল্লাহর তকবীর ولتكبروا الله على ما هداكم ধ্বনি কর, যেভাবে তিনি তোমাদিগকে আদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন"—রামাযানের ছিয়াম প্রসংগে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী এই আয়ত অনুসারে ঈদুল ফিত্‌রের তক্‌বীর সমূহকে ওয়াজিব বলিয়া থাকেন। তাঁহার বক্তব্য এইযে, ঈদুল ফিত্‌র সম্পর্কে এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ ঈদুল ফিত্‌রের তক্‌বীর এই আদেশের বহির্ভূত গণ্য হইবে না এবং আদেশের শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুসারে ঈদুল আযহার তক্‌বীর উহার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে তক্‌বীরের আদেশ শুধু ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে অবতীর্ণ হইলেও ইমামে আ'যম আবু হানীফা ঈদুল ফিত্‌রের তক্‌বীরগুলিকে মকরূহ বলিয়াছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত এইযে, রছুলুল্লাহর (দঃ) কাছে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর শয্যায় অপর কোন পুরুষকে দেখিতে পায় তাহা হইলে সে কি তাহাকে হত্যা করিবে এবং আপনি অতঃপর খুনের দায়ে তাহাকেও হত্যা করিবেন? না, সে কি করিবে? এ সম্পর্কে কোরআনে 'লিআনের' আয়ত অবতীর্ণ হয় এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ব্যক্তিকে বলেন যে, তোমার এবং তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ বিচার করিয়া দিয়াছেন। হাদীছের রাবী ছহল বিনে ছঅদ বলিতেছেন যে, অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়েই 'লিআন' করিল এবং আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট থাকিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) 'লিআনের' পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দেন এবং এই ভাবে 'লিআনের' পর বিচ্ছেদের রীতি ছুন্নত হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী ছিল, কিন্তু তাহার স্বামী উক্ত সন্তানকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং উক্ত সন্তান তাহার জননীর নামে পরিচিত হইয়াছিল। অতঃপর এই রীতি প্রবর্তিত হয় যে, এরূপ সন্তান মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এবং জননীও আল্লাহর নির্দেশিত ব্যবস্থামত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইবে।

এই হাদীছ সূত্রে ইমাম শাফেয়ী তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও বিনা গর্ভে স্ত্রীর সহিত 'লিআন' চলিতে পারে কিন্তু যেহেতু 'লিআনের' অনুমতির আয়তটি গর্ভবতী নারী সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, অতএব গর্ভবতী নারীর সংগেও 'লিআন' করা বৈধ হইবে। পক্ষান্তরে শানে নযুলকে আদেশের অন্তর্ভুক্ত গণ্য না করায় ইমাম আবু হানীফা গর্ভবতী নারীর সহিত 'লিআন' করাকে অবৈধ বলিয়াছেন।

ইমাম শাফেয়ী এই মৌলিক নীতিও স্থিরীকৃত করেন যে, কোরআনের যে সকল পাঠ-পদ্ধতি বিরল এবং সুপ্রসিদ্ধ ও সার্বজনীন পাঠ-পদ্ধতির বিরোধী, তাহা অনুসরণীয় হইবেনা। এই নীতির অনুসরণ করিয়া কাফ্‌ফারার কছম সম্বন্ধে তিনি উপর্যুপরি তিনটি রোযা রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ কিরআতে উপর্যুপরি ছিয়ামের উল্লেখ করা হয় নাই। শুধু তিনটি রোযার আদেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, আবদুল্লাহ বিনে মছউদের বিরল কিরআতে 'উপর্যুপরি' فصيام ثلاثة ايام متتابعات শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব শপথের কাফ্‌ফারায় তিনটি রোযাই উপর্যুপরি ভাবে পালন করিতে হইবে।

(ঝ) ইমাম শাফেয়ী বলেন, কোন আদেশ নির্দিষ্ট অবস্থার শর্তাধীনে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে সেই শর্ত বা অবস্থার অবিদ্যমানতায় উক্ত আদেশ প্রযোজ্য রহিবেনা আর ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, শর্ত বা অবস্থার অবলুপ্তির দ্বারা মূল আদেশ রহিত হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোরআনে কথিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যাহাদের স্বাধীন মুছলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা নাই তাহারা মুছলিম দাসীকে বিবাহ করিবে। ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات -

এই আয়ত সূত্রে ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তির স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার পক্ষে দাসীকে বিবাহ করা বিধেয় হইবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না। কারণ দাসীকে বিবাহ করার অনুমতি এই শর্তে আবদ্ধ রহিয়াছে যে, সে ব্যক্তির স্বাধীন নারী গ্রহণ করার ক্ষমতা নাই। পুনশ্চ এই আয়ত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী অমুছলিম দাসীকে বিবাহ করাও অসিদ্ধ বলিয়াছেন। কারণ দাসীকে আয়তের ভিতর বিবাহ করার অনুমতি ঈমানের শর্তাধীনে রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা স্বাধীন মুছলিম নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও দাসী বিবাহ করার অনুমতি দিয়াছেন এবং দাসীর জন্য মুছলমান হওয়ার শর্ত অবশ্য প্রতিপালনীয় বলেন নাই।

(ঞ) ইমাম শাফেয়ী মৌন ইজ্‌মার (اجماع سكوتى) প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই। * কারণ একজন ছাহাবীর কোন কার্যের অপর ছাহাবী ভয়ের বশবর্তী হইয়া উক্ত কার্য অবৈধ জানা সত্বেও উহার প্রতিবাদে বিরত থাকিতে পারেন। সুতরাং ছাহাবাগণের মৌনভাব এবং কোন কার্যের প্রতিবাদে তাঁহাদের বিরত থাকা তাঁহাদের সম্মতির প্রমাণ হইতে পারেনা। হাদীছের পাঠকবর্গের ইহা অবিদিত নাই যে, কতিপয় ছাহাবা বিভিন্ন কারণে অনেক গুলি ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

(ট) মুতলক [General] আদেশকে সীমাবদ্ধ আদেশ রূপে ধরিয়া লওয়া। যথা, ছাদাকাতুল—ফিত্‌র সম্বন্ধে দুই প্রকার নছ্‌ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটিতে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হইতে ফিত্‌রা আদা' কর। এই আদেশটি সাধারণ। কিন্তু দ্বিতীয় আদেশে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক স্বাধীন ও দাস মুছলিমের তরফ হইতে ফিত্‌রা আদা' কর। এই আদেশটি সীমাবদ্ধ। কারণ ইহা দ্বারা শুধু মুছলমানগণই—ফিত্‌রা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, প্রথম সাধারণ আদেশটিকে দ্বিতীয় আদেশ সূত্রে সীমাবদ্ধ রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রথম হাদীছে কথিত স্বাধীন ও দাসের অর্থ স্বাধীন ও দাস মুছলিম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব কাফের দাসের জন্য ফিত্‌রা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, ফিতরার জন্য ইছলামের কোন শর্ত নাই। সুতরাং বিধর্মী দাসের জন্যও ফিত্‌রা পরিশোধ করা ওয়াজিব।

(ঠ) ইমাম শাফেয়ী বলেন, সাধারণ আদেশ সকল অবস্থায় এবং সকল ক্ষেত্রে অকাট্য ভাবে সাধারণত্বের পর্যায়ভুক্ত থাকিতে পারেনা। এমন কোন সাধারণত্বই নাই যাহার মধ্যে কোন ব্যতিক্রমই [Exception] নাই। এই মূলনীতির ফলে ইমাম শাফেয়ীর কাছে শাকপাতা প্রভৃতি তরকারীর উশর ওয়াজিব নয়। যদিও হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন সকল বস্তুর জন্যই উশর আছে। কিন্তু অন্যতম হাদীছ 'শাক সব্জীর উপর উশর নাই', প্রথমোক্ত— হাদীছের ব্যাপকতা- কে সীমাবদ্ধ করিয়াদিয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা একসের পরিমাণ তরিতরকারীতেও উশর ওয়াজিব করিয়াছেন।

ما اخرجت الارض ففيه عشر -

ليس فى الخضروات صدقة -

এই সকল মৌলিক নীতি ছাড়াও ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম শাফেয়ী একটি বিশেষ কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি কিয়াছকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(ক) যদি উপপাদ্য বিষয়টি মূল আদেশ অপেক্ষা যোগ্যতর হয় তাহা হইলে আদেশের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে না। পরন্তু মূল আদেশটি উপপাদ্য সমাধানের জন্য অবলীলাক্রমে ব্যবহৃত—হইবে। যথা, দাসীদের সম্বন্ধে মূল আদেশ এই যে, তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে স্বাধীন নারীর অর্ধেক দণ্ড ভোগ করিবে। আয়তে শুধু দাসীদের দণ্ডবিধি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআনের কুত্রাপি এ সম্পর্কে দাসদের দণ্ডের

ادوا عن كل حر و عبد من المسلمين -

فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

* যে মছ্‌আলা সম্বন্ধে পৃথিবীর সমুদয় মুজ্‌তাহিদের স্পষ্ট ভাবে একমত হওয়ার কথা জানা যায় নাই, অথবা দ্বিমতেরও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই মোটামুটি ভাবে তাহাকে মৌন ইজ্‌মা বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, সাধারণ জ্ঞান অনুসারে দাসীগণ অপেক্ষা দাসদের উপর দণ্ড তাহাদের সামর্থের আধিক্য অনুসারে—প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং দাসগণও উল্লিখিত আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়টি যদি মূল আদেশ অপেক্ষা স্পষ্টতর না হয়, তাহা হইলে দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি দ্বারা উহার সমাধান করিতে—হইবে। প্রথমতঃ মূল আদেশের কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে এবং প্রতিপাদ্যের ভিতর উক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে তাহার জন্যও মূল আদেশ বলবৎ করা হইবে। যথা, কোরআনে মদ্য হারাম হওয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু অপরাপর মাদক দ্রব্যের কথা কথিত হয় নাই। অথচ মদ্যের নিষিদ্ধতার—কারণ হইতেছে উহার মাদকতা। সুতরাং মদ্যের মাদকতা যেকোন বস্তুর ভিতর পাওয়া যাইবে তাহাও হারাম বলিয়া অবধারিত হইবে। ইমাম শাফেয়ী এই রূপ কিয়াছকে কিয়াছুল-মা'না (قياس المعنى) নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

(গ) দুই প্রকার উল্লিখিত আদেশের মাঝখানে যদি এমন একটি তৃতীয় প্রকারের অবস্থা—সৃষ্টি হয় যাহার আদেশ স্পষ্টতঃ জানা নাই—এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থাটিকে উল্লিখিত উভয়বিধ অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তন্মধ্যে যে অবস্থার সহিত উহার সৌসাদৃশ্য অধিকতর এবং প্রকটতর দেখা যাইবে উপপাদ্য বিষয়টি সম্বন্ধে সেই আদেশই প্রযোজ্য হইবে। যথা, তায়াম্মুমের জন্য নিয়ত বা সংকল্প অন্যতম শর্ত কিন্তু বস্ত্রের পবিত্রতার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তায়াম্মুম আর বস্ত্রের পবিত্রতা এই দুই প্রকার আদেশের মধ্যভাগে ওযুর স্থান। কিন্তু বস্ত্রের পবিত্রতা অপেক্ষা তায়াম্মুমের সংগেই ওযুর সৌসাদৃশ্য অধিকতর এবং প্রকটতর। কারণ ওযু এবং তায়াম্মুম একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ নমাযের শুদ্ধতার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপার এরূপ নয়। অধিকন্তু যে সকল কারণে ওযু নষ্ট হইয়া যায় তায়াম্মুম ভংগকারী কারণগুলিও তাহাই। সুতরাং বস্ত্রের পবিত্রতা অপেক্ষা ওযুকে তায়াম্মুমের পর্যায়ভুক্ত করা অধিকতর বিধেয়। ইমাম শাফেয়ী এইরূপ কিয়াছকে "কিয়াছে শুবাহ" (قياس الشبه) নাম দিয়াছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁহার সমস্ত জীবন কিয়াছের প্রামাণিকতায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপক্ষের দল সকল সময় তাঁহার বিরুদ্ধে হাদীছের অনুথাচরণ এবং কিয়াছ-অনুসরণের অভিযোগ আরোপ করিতেন। ইমাম জা'ফর ছাদিক তাঁহার কাছে কিয়াছ বাতিল হওয়ার অনেকগুলি দলীল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম আবু হানীফা এই সকল অভিযোগের কখনও উত্তর প্রদান করেন নাই এবং কিয়াছের—প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন দলীল দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই। এই বিদ্যার একটি পৃষ্ঠাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীই সর্ব প্রথম কিয়াছের প্রামাণিকতা প্রকাশ করেন এবং এই শাস্ত্রে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বিদ্বানদিগকে উপকৃত করেন। অথচ তাঁহার স্বভাবে হাদীছের অনুসরণ-রীতিই অধিকতর প্রবল ছিল। যে গভীর গবেষণা ও অধ্যবসায়-শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইমামুল আয়েম্মাহ শাফেয়ী স্বকীয় মযহবের নীতি ও নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই একটি ঘটনা দ্বারাই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, ইজমার প্রামাণিকতার দলীল অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিন শতবার কোরআন পাঠ করিয়াছিলাম এবং সর্বশেষে একটি আয়ত দ্বারাই আমি সকল—সন্দেহের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

ইমাম শাফেয়ীর ইজ্‌তিহাদ

যে সকল মছ্‌আলায় হানাফী মযহবের সহিত ইমাম শাফেয়ী বিরোধ করিয়াছেন শিক্ষিত সমাজের অবগতির জন্য আমরা সেগুলির কতকাংশ নিম্নে সংকলিত করিয়া দিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১) ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযুর জন্য সংকল্প (নিয়ৎ) করা ওযুর বিশুদ্ধতার অন্যতম শর্ত, ইমাম আবু হানীফার নিকট নয়।

(২) ইমাম শাফেয়ীর নিকট পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ তরতীব রক্ষা করিয়া ওযু করা ফরয। হানাফী মযহবে ফরয নয়।

(৩) ইমাম শাফেয়ীর নিকট মাথা মছহ্ করার নির্ধারিত কোন পরিমাণ নাই। ইমাম আবু হানীফার নিকট এক চতুর্থ মস্তক মছহ্ করা ফরয।

(৪) ইমাম শাফেয়ীর নিকট সমুদয় নমায প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। ইমাম আবু হানীফার নিকট মগরিব ব্যতীত সমুদয় নমায বিলম্ব করিয়া পড়াই উত্তম।

(৫) যে সকল নমাযে কিরআত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে হয় ইমাম শাফেয়ীর নিকট সেই সকল নমাযে 'বিছমিল্লাহ'ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা আবশ্যক কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট মকরূহ্।

(৬) ইমাম শাফেয়ীর নিকট উচ্চ ও নিম্নস্বরের সকল নমাযে ছুরত-আল্‌ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক, ইমাম আবু হানীফার নিকট নয়।

(৭) ইমাম শাফেয়ীর নিকট রুকূ ও কওমার সময় রফ্‌উলইয়াদায়েন করা ছুন্নত, ইমাম আবু—হানীফার নিকট নয়।

(৮) নমাযের প্রাক্কালে ইকামতের বাক্যগুলি 'কাদ্‌কামাতিছ্‌ছালাত' ছাড়া আর সমস্তই ইমাম শাফেয়ীর নিকট একবার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, ইকামত—আযানেরই মত।

(৯) ইমাম শাফেয়ীর নিকট গৃহপালিত পশুর যাকাতের বিনিময়ে উহার মূল্য প্রদান করা জায়েয নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা উহা জায়েয বলিয়াছেন।

(১০) ইমাম শাফেয়ীর নিকট যে স্ত্রীকে পুরুষ তাহার মৃত্যুশয্যায় তালাক প্রদান করিয়াছে সে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবেনা কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট অবশ্যই হইবে।

(১১) ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু বা গোছলের ব্যবহৃত পানি না-পাক নয় কিন্তু ইমাম আবু-হানীফার নিকট না-পাক।

(১২) ইমাম শাফেয়ীর নিকট ব্যভিচারের ফলে মুছাহরতের হুরমত সাব্যস্ত হয়না অর্থাৎ—যে নারীর সহিত পুরুষ ব্যভিচার করিয়াছে তাহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ সন্তানের সহিত উক্ত পুরুষের—ঔরস-জাত বৈধ সন্তানের বিবাহ সিদ্ধ হইবে কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ইহাকে হারাম বলিয়াছেন, এমন কি সকাম অবস্থায় কোন নারীর দেহ স্পর্শ করিলে অথবা তাহার প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও উক্ত নারীর জননী ও কন্যাগণ উক্ত পুরুষের পক্ষে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যাইবে এবং উক্ত—পুরুষের জননী ও ভগ্নিরাও উল্লিখিত নারীর স্বামী এবং পুত্রগণের পক্ষে অনন্তকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

(১৩) ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওলী ব্যতীত নারীর বিবাহ সিদ্ধ নয় কিন্তু ইমাম আবু হানীফা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর পক্ষে ওলীর অনুমতি গ্রহণ করাও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

(১৪) অট্টহাস্য করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু নষ্ট হয়না কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট নমাযে অট্টহাস্য করিলে ওযু নষ্ট হইয়া যাইবে।

(১৫) দেহ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা বমন করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু নষ্ট হয়না কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট নষ্ট হইয়া যায়।

(১৬) খেজুরের রসে ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওযু জায়েয নয়, তাঁহার মযহবে পানির অভাবে তায়াম্মুম করিতে হইবে কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট খেজুরের রস মওজুদ রহিলে তায়াম্মুম জায়েয হইবেনা, খেজুরের রস দিয়াই ওযু করিতে হইবে।

(১৭) ওযুর মধ্যে কুল্লির সময়ে হঠাৎ ভুল করিয়া যদি পানি গলার নীচে চলিয়া যায় তাহা-হইলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট রোযা নষ্ট হইবেনা কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট রোযা চলিয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৮) মুছলমান প্রভুর পক্ষে কাফের গোলামের ফিত্‌রা ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওয়াজিব নয় কিন্তু ইমাম আবু হানীফা উহা ওয়াজিব বলিয়াছেন।

(১৯) নফল রোযার কাযা ইমাম শাফেয়ীর নিকট ওয়াজিব নয় কিন্তু ইমাম আবু হানীফা কাযা করিতে বলিয়াছেন।

(২০) ইমাম শাফেয়ীর নিকট কুড়ি মণের কম উৎপন্ন খাদ্য শস্যে যাকাত ওয়াজিব নয় কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট বাড়ীর জাঙ্গলায় এক সের পরিমাণ শাক-তরকারী উৎপন্ন হইলেও উশর ওয়াজিব হইবে।

(২১) ইমাম শাফেয়ীর নিকট ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত নাই কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট ব্যবহৃত অলংকারেও যাকাত ওয়াজিব।

(২২) ইমাম শাফেয়ীর নিকট সকল স্থানেই জুমা'র নমাজ দুরস্ত হইবে কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট শহর ছাড়া ও শাসনকর্তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে জুমা' দুরস্ত হইবেনা।

(২৩) ঈদের দিন রোযার নযর মান্য করা ইমাম শাফেয়ীর নিকট জায়েয নয় কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট জায়েয।

(২৪) বলপূর্বক কেহ যদি কাহারও নিকট হইতে তাহার স্ত্রীর তালাক আদায় করিয়া লয় আর সে প্রাণের ভয়ে যদি তালাক দিয়া বসে তাহা হইলে সে তালাক ইমাম শাফেয়ীর নিকট সংঘটিত হইবেনা কিন্তু ইমামে আ'যমের নিকট প্রাণের ভয়ে তালাক দিলেও উহা সংঘটিত হইবে।

(২৫) নিয়ৎ ছাড়াই শুধু মৌখিক তালাক শব্দ উচ্চারণ করিলে ইমাম শাফেয়ীর নিকট তালাক ঘটিবেনা কিন্তু ইমাম আবু হানীফার নিকট নিয়ত না থাকিলেও তালাক ঘটিয়া যাইবে।

(২৬) ইমাম শাফেয়ীর নিকট মুছলমান গোলাম কাফেরের প্রতিভূ হইতে পারিবে কিন্তু মুছলমান গোলামের এ অধিকার ইমামে আযম স্বীকার করেন নাই, বরং প্রভুকে চুক্তি ভংগ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

(২৭) কোন ব্যক্তি জনৈকা নারীকে বিবাহ করিল এবং নারীর অংগ স্পর্শ করার পূর্বেই বিবাহ মজলিছের ভিতর কাযী এবং সাক্ষীদের সম্মুখে উক্ত স্ত্রীলোককে তালাক প্রদান করিল কিন্তু এই ঘটনার ছয় মাস পর উক্ত নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব— করিল। ইমাম শাফেয়ী বলেন উক্ত সন্তানকে উল্লিখিত পুরুষের বংশধর বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবেনা। কিন্তু ইমামে আ'যম বলেন যে, উক্ত সন্তানকে উল্লিখিত— পুরুষের পুত্ররূপে গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শাফেয়ীর সমুদয় মছ্‌আলাই যে সঠিক অথবা ভ্রান্তিপূর্ণ ইহা প্রমাণিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উভয় ইমামের ইজ্‌তিহাদের স্বরূপ বিচার করিয়া— দেখার জন্যই আমরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানগনের সম্মুখে বহি পুস্তক ঘাটিয়া উল্লিখিত বৈষম্যগুলি উপস্থাপিত করিলাম। উত্তরকালে শাফেয়ী মযহবের যে সকল মছ্‌আলা হানাফীগণের মধ্যেও চালু হইয়াগিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা অতঃপর পেশ করিব।

(১) নিয়ৎ ও তরতীব ছাড়া ওযু সিদ্ধ না হওয়ার অভিমত হানাফী শাফেয়ী সকলেই মানিয়া— লইয়াছেন।

(২) খেজুরের রসে ওযু সিদ্ধ না হওয়ার— সিদ্ধান্তও সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(৩) যবহ্ করা বা না-করা কুকুরের চামড়া সকল অবস্থায় অপবিত্র হওয়ার অভিমতও সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

(৪) ছুরত আল ফাতিহা ব্যতীত নমায অসিদ্ধ হওয়ার উক্তিও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(৫) সমস্ত রাক্‌আতেই কিছু না কিছু কোরআন পাঠ করার উক্তিও সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) প্রথম দুই রাক্‌আতের পর তশহ্‌হুদ পড়ি

(৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

'আল ফাতিহা'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সৈয়দ রশীদুল হাসান, এম, এ, বি, এল,
[ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশন জজ]

যে ছুরত পাকের আলোচনা করতে গিয়ে নমাজ সম্বন্ধে উপরোক্ত কথা কয়টি বলা হলো সেই সুরতটি নমাজের জন্য অনিবার্য্য। নমাজে এই সুরত বাদ দিয়ে আদ্যপান্ত সমস্ত কোরান পাক পড়ে নিলেও নমাজ হবে না—হাদিসে আছে :—

لا صلوٰة الا بفاتحة الكتاب

"ফাতেহাতুল কেতাব"—অর্থাৎ সুরত ফাতেহা ছাড়া নমাজ হয় না।" এই নির্দ্দেশটি অর্থ শূন্য নয়। এই পবিত্র সুরতের অর্থ জানলে নমাজের উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

"সুরতের 'আয়াত' বা শ্লোক"

এই সুরায় সাতটি 'আয়াত' আছে। প্রথম তিনটি আয়াতে আছে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর বিশিষ্ট—গুণাবলীর উল্লেখ, তাঁর তারীফ। তাঁর চারটি প্রধান এবং বিশেষ গুণের ভিতর দিয়ে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে চারটি গুণ হলো :—(১) "রবুবীয়ত ربوبيت তিনি সমস্ত জগতের ও জগতে যা কিছু আছে সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা ও পরিবর্দ্ধক, (২) "রহমানীয়ত" رحمانيت তিনি রহমান—দয়ালু। তাঁর দয়ার চিহ্ন স্বরূপ তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে সকলকে আলো, বাতাস, রোদ, পানি দান করেছেন, (৩) "রহীমীয়ত" رحيميت তিনি রহিম বার বার দয়া করে থাকেন। তাঁর দয়ার উৎস সদা প্রবাহমান এবং তিনি আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য ক্ষমাশীল। এবং (৪) "মালিকীয়ত" مالكيت তিনি শেষ বিচার দিবসের, হিসাব নিকাশের দিনের, রোজকিয়ামতের সর্ব্বশক্তিমান হাকিম, বাদশাহের বাদশাহ.—আহকামুল হাকেমীন—احكم الحاكمين এই হলো প্রথম তিনটি 'আয়তের' বিষয় বস্তু।

মাঝের আয়তটিতে রয়েছে আল্লাহ ও বান্দার সম্বন্ধ। "হে আল্লাহ একমাত্র তোমারই উপাসনা আমরা করি ও একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য ভিক্ষা চাই।" এখানে আছে আল্লাহর কাছে বান্দার এবাদতের প্রতিশ্রুতি ও তাঁর কাছেই সাহায্যের প্রার্থনা ও আশা।

শেষের তিনটি আয়াতে আছে আল্লাহর কাছে সর্ব্বোত্তম প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতম দোওয়া যা আল্লাহই—আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন (হে প্রভু) "আমাদেরকে সেরাতুল মুস্তাকীমে—সরল সুদৃঢ় সুপথে চালাও, হেদায়েত কর—সেই পথে যে পথ ধরে তোমার করুণা ও নেয়ামত প্রাপ্ত মনীষীগণ চলেছেন এবং সেই পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখ, দূরে রাখ যে পথে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টগণ চলেছে।"

এই হলো সুরতের সাতটি আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু ও সাধারণ ব্যাখ্যা।

এখন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার পূর্ব্বে এই পবিত্র সুরতের যে সমস্ত নাম আছে তার বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

"সুরতের নাম"

الفاتحة الكتاب	যা দ্বারা বই বা কিতাব আরম্ভ করা হয়। এই সুরত দ্বারা কোরান মজীদ আরম্ভ করা হয়েছে, সুতরাং ইহা কোরানের সূচনা বা আরম্ভ।
ام القران	কোরানের উৎস, এই—পবিত্র সুরা সমগ্র কোরানের সারাংশ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

سبعا من المثانى	সাত 'আয়াত' যা বার বার পড়া হয়। নমাজে এই সুরাই বার বার পড়া হয়।
الشفاء	আরোগ্য, রোগ মুক্তি, এই পবিত্র সুরা মানুষকে রোগ হইতে মুক্ত করে, তাদের শারীরিক ও মানসিক ব্যধি দূর করে, আধ্যাত্মিক—উন্নতি দান করে।
الدعاء	প্রার্থনা এর চেয়ে বড় এবং উন্নততর প্রার্থনা আর হতে পারেনা।
الكنز	ধন ভাণ্ডার, অমূল্য রত্ন।
الصلوة	দোওয়া প্রার্থনা। পুড়ে—খাঁটি করা, সোনা রূপা ধাতু যেমন পোড়ালে খাঁটি হয় এই সুরা মানুষকে তেমনি খাঁটি করে।

এ ছাড়া আরও অনেক নাম আছে,

স্বয়ং রসুলে করিম (দঃ) এর মারফত এই সমস্ত পবিত্র নাম শুনা গেছে। সে জন্য এই সমস্ত নাম আল্লাহর তরফ হতে আগত বলেই স্বীকার করতে হবে। এই সমস্ত নাম থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে এই পবিত্র সুরত অতীব মোবারক।

بسم الله الرحمن الرحيم *

(বিস্‌মিল্লাহের রহমানের রহীম)

আল্লাহর নামের সহায়তায়—তাঁরই নামের সাহায্য নিয়ে, আরম্ভ করছি—যিনি রহমান অশেষ দয়াময়, করুণাময় ও রহীম—বার বার দয়া, করুণা ও ক্ষমা করে থাকেন।

الحمد لله رب العلمين	(১) যাবতীয় তা'রীফ—প্রশংসা আল্লাহ তা'লার যিনি সারা জাহানের রব্ব, সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও পরিবর্দ্ধক।
الرحمن الرحيم	(২) (যিনি) রহমান, দয়াময়, করুণাময় এবং রহীম, বার বার দয়া ও ক্ষমা—করেন।
مالك يوم الدين	(৩) তিনি হিসাব নিকাশের (কেয়ামতের) দিনের মালিক—বাদশাহ, আহকামুল হাকেমীন।
ايالك نعبد وايالك نستعين	(৪) একমাত্র তোমারই আমরা এবাদত (উপাসনা) করি ও একমাত্র তোমার—কাছ থেকেই সাহায্য চাই।
اهدنا الصراط المستقيم	(৫) আমাদিগকে সোজা পথে—সেরাতুল মোস্তাকিমে চালনা কর—হেদায়েত কর—সুপথগামী কর।
صراط الذين انعمت عليهم	(৬) যাঁহাদের উপর—তোমার করুণা,—নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে তাঁদের পথ।
غير المغضوب عليهم ولا الضالين	(৭) তাদের পথে নয়, যাদের উপর তোমার গজব নাজেল হয়েছে, অর্থাৎ—অভিশপ্ত এবং তাদের—পথেও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।

মোটামুটি শব্দার্থ-জ্ঞাপক ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হলো। এখন নিম্নে একটু বিশেষ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করছি—

الحمد لله رب العلمين যাবতীয় তা'রীফ বা প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের। حمد হাম্‌দ অর্থ প্রশংসা এবং الحمد (আল্‌হাম্‌দ) অর্থ সমুদয়-যাবতীয় প্রশংসা বা প্রশংসার সমষ্টি। অর্থাৎ প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের। অন্য কথায় বলতে গেলে প্রশংসা বা তারীফের যোগ্য আর কেহই নয় আল্লাহ পাক ছাড়া। সাধারণতঃ কাহারও মধ্যে প্রশংস-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নীয় কিছু থাকলে অর্থাৎ কাহারও মধ্যে কোন গুণ দেখ্‌লে আমরা তার প্রশংসা করে থাকি। কাহারও মধ্যে দয়ার বিকাশ দেখলে আমরা বলি সে বড় দয়ালু। কাহারও মধ্যে ক্ষমার পরিচয় পেলে আমরা বলি সে বড় ক্ষমাশীল। কিন্তু বস্তুতঃ দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি আল্লাহরই গুণ বিশেষ, আল্লাহর গুণাবলীই সমস্ত গুণের উৎস বা Fountain Head, মানুষ যে কোন গুণে গুণান্বিত হোক, তাহা আল্লাহরই গুণের কিঞ্চিৎ বিকাশ মাত্র। সুতরাং তা'রীফ ও প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহই; মানুষের মধ্যে আল্লাহরই গুণের কিঞ্চিৎ বিকাশ পায় বলে মানুষও প্রশংসার পাত্র হয়।

رب العلمين সমস্ত জগতের—সারা জাহানের রব। "রব" শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। এক শব্দে বাংলায় বা ইংরেজিতে এই শব্দের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। "রব" বলতে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং পরিবর্দ্ধনের মালিক ইত্যাদি বুঝায়। তিনি কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নাই, সৃষ্টি ক'রে লালন—পালনের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। মানুষকে উন্নতির চরম সীমায়ও তিনিই পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ্ কেবল মুছলমানের রব নহেন, তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, মুছলমান যাবতীয় মানব—জাতির রব, তিনি পশু, পক্ষী, জীন, ফেরেশতা, গাছপালা, নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত সমস্তেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, সমস্তেরই মালিক। তাঁর এই রবুবীয়তের চিহ্ন স্বরূপ তিনি সকলকে প্রতিপালন করছেন এবং তিনি প্রতিপালন না করলে কার শক্তি আছে বেঁচে থাকতে পারে? মানুষকে তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি অপার শক্তি দিয়েছেন। এই সমস্ত প্রয়োগ ক'রে সে তার জীবিকা অর্জ্জন করবে। কিন্তু শক্তিদাতা একমাত্র তিনিই। বিবেক, জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত বলিয়াই মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই মানুষকে পশু হতে প্রভেদ ক'রে, তাকে অতি উচ্চে স্থানে সমাসীন করেছে—সঙ্গে সঙ্গে এক সুমহান গুরুদায়িত্বের বোঝাও তাঁর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর রবুবীয়তের অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও প্রতিপালন শক্তির কিঞ্চিৎ অংশ সীমাবদ্ধ ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেও দান করেছেন।

প্রত্যেক মানুষ আল্লাহরই হুকুমে সন্তান সন্ততি জন্ম দেয়। প্রত্যেকের একটি ছোট কিম্বা বড়—পরিবার থাকে এবং সেই হয় তার কর্ত্তা—গৃহস্বামী। পরিবারের সকলের প্রতিপালনের ভার থাকে তারই উপর। তাই সে তার ছোটখাট সংসারের কর্ত্তা বা রব্—অবশ্য সীমাবদ্ধ ভাবে। আল্লাহর সৃষ্টির ও প্রতিপালনের শক্তি অসীম এবং তাঁরই অসীম শক্তির অধীনে মানুষের এই সীমাবদ্ধ সৃষ্টির বা জন্মদানের ও প্রতিপালনের ক্ষমতা। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মানুষ আল্লাহরই খলীফা বা প্রতিনিধি। তাই মানুষকে তার প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত সীমাবদ্ধ শক্তি আল্লাহরই ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা ক'রে সৃষ্টি ও প্রতিপালনের কর্ত্তব্য সমাধা করতে হবে।

সুতরাং পবিত্র সুরায় সর্ব্বপ্রথম আয়াত এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর নিজ নিজ সংসারে ও সমাজে আল্লাহর সেই রবুবীয়তের গুণকে অবলম্বন ক'রে সকলের সঙ্গে সেই ভাবেই ব্যবহার করবে। কাজেই পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের সর্ব্ব স্তরে মানুষ তার প্রভু আল্লাহর এই সমস্ত গুণের প্রতি লক্ষ্য ও সামঞ্জস্য রেখে নিজ জীবন গড়ে তুলবে। সুরত—ফাতেহা এবং নমাজের ইহাই প্রথম শিক্ষা।

الرحمن "আররহমান" দয়াময় করুণাময়—যাঁর দয়ার উৎস, সব সময়ই প্রবাহিত হচ্ছে। رحم শব্দের অর্থ দয়া, করুণা এবং "রহমান" শব্দের অর্থ এমন দয়াময় যিনি কোন প্রকার বিনিময়ের বা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে দান করে থাকেন। আল্লাহই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—কাজেই তাঁর সাধারণ দান সকলের প্রতিই সমান। তাঁর দান সমস্ত জগতকে বেষ্টন করে আছে। তিনি আলো বাতাস, রোদ, পানি এই সমস্ত ধনী দরিদ্র, হিন্দু-মুছলমান, মোমেন, কাফের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সকলকেই সমান ভাবে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিনা বিনিময়ে দান করেছেন। তাঁকে কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক, এই সমস্ত দান থেকে তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন না। তিনি এমনি দয়াময় যে তিনি আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হতেই আমাদের লালন—পালনের ব্যবস্থা করেছেন। শিশু সন্তানের জন্য মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে তিনি ছাড়া কার সাধ্য? তবুও আমরা এত অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর এই সমস্ত নিয়ামত বা দানের বিষয় একটু চিন্তাও করিনা বরং মানুষের মধ্যে এমনও অনেক আছে, যারা তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যেমন কাফের বা নাস্তিক। কিন্তু তবুও তিনি এমনই রহমান বা দয়ালু যে, তিনি তাঁর সাধারণ দান সকলকে সমান ভাবেই দিয়ে যাচ্ছেন। বাতাস, পানি এমনই আল্লাহর দান। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য বাতাস দুনিয়াতে বন্ধ হয়ে যায় বা যদি অল্পক্ষণের জন্য দুনিয়াতে পানি না থাকে তবে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। কোন বৈজ্ঞানিকের সাধ্য নাই কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে বা কারও সাধ্য নাই এই সমস্ত দানের স্থান অধিকার করার জন্য তাঁরই দানের সহায়তা গ্রহণ না করে অন্য কিছু প্রস্তুত করিতে পারে। এই গুলো সমস্ত সেই রহমানেরই দান।

আল্লাহ পাকের এই গুণ আমাদেরও অবলম্বন ক'রে আমাদিগকেও তাঁরই মত জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কোন প্রকারের বিনিময়ের প্রত্যাশা না রেখে দান করতে হবে ও দয়া পরবশ হতে হবে। আমাদের নমাজ, যদি প্রকৃত নমাজ হয় তা হলে নমাজই আমাদের এই শিক্ষা দিবে। পবিত্র রসুলের (দ) জনসেবার শিক্ষা, তাঁর দান, তাঁর ত্যাগ, তাঁর দয়া, তাঁর ভালবাসা ও তাঁর সহানুভূতি ইত্যাদি সমস্ত মানব জাতির জন্য একটা অতি মহত ও উচ্চ আদর্শ। তিনি এসেছিলেন সমস্ত জগতের জন্য মঙ্গল স্বরূপ।

وما ارسلناك الا رحمة للعلمين -

(হে রসুল) "আপনাকে আমি সমস্ত জগতের জন্য রহমত ছাড়া আর কিছু করে প্রেরণ করি নাই," নবী এ করিম (দঃ) এর যে পরিচয় আল্লাহ পাক পবিত্র কোরানে দিয়েছেন তা হলো এই :—

لقد جاءكم رسول من انفسكم.....الخ

"তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রছুল এসেছেন, যিনি তোমাদের দুঃখ কষ্টে অতিব বিচলিত এবং যিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় অতিশয় আগ্রহান্বিত।" এই পরিচয় থেকেই নবীর আদর্শ উপলব্ধি করা যায়, এই মহানবীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বিশ্বের যাবতীয় মানব জাতির জন্য। মানবজাতির ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলই ছিল তার একমাত্র কাম্য, বিশ্ব জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর ক'রে শান্তি আনয়ন করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তাই তাঁর পরিচয় আল্লাহ্ এই বলে দিয়েছেন যে "তিনি তোমাদের জন্য অতিশয় বিচলিত।" কারণ মানুষের মঙ্গল ও সুখের জন্য তিনি বরণ করেছিলেন অসহনীয় অত্যাচার, তাদের জন্য তিনি তাঁর নিজ জীবন পর্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين

"যেহেতু তারা ঈমান আনছেনা সেই জন্য হয়ত তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করবে!" একমাত্র মানবের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বিশ্ব প্রভু রব্বুল আলামিন স্বীয় বিশেষ গুণ রহিমিয়তের পূর্ণ বিকাশ সাধন ও উহার রূপায়ণের আদর্শ সংস্থাপনের জন্য পাঠিয়েছিলেন রহমাতুল্লিল্ আলামিন রছুলুল্লাহ (দঃ)কে রাওফুর রহিম رؤف الرحيم আখ্যা দিয়ে।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

"যথার্থই তোমাদের জন্য রসুলের মধ্যে অতি সুন্দর আদর্শ (বিদ্যমান)। আমাদের জীবনের প্রতিপদক্ষেপে এই আদর্শ গ্রহণ করতে পারলেই আল্লাহর রহমানীয়তের গুণকে রূপায়িত করা যেতে পারে।"

رحيم রহীম অর্থ-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, দাতা ও করুণা নিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহতালাকে স্বীকার করে এবং তাঁর আইন কানুন মেনে চলে আল্লাহ্ তার পুরস্কার স্বরূপ বিরাট অনুগ্রহ ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আল্লাহতালা সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি রহমান, কাফেরই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হউক আর মোমেনই হউক। কিন্তু বিশেষ করে মোমেনদের প্রতি, তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি তিনি রহীম, বার বার দয়া করেন ও ক্ষমাশীল। খোদার রহমানীয়তের অর্থাৎ তাঁর দয়ার পরিচায়ক দানসমূহ গ্রহণ ক'রে খোদা তালার উপর অটল বিশ্বাস রেখে তাঁকেই সন্তুষ্ট রাখার জন্য সেই সমস্ত দানের সদ্ব্যবহার করাই হইল মোমেনদের কাজ; তেমনি আবার সে সমস্ত দানের অপব্যবহার অবিশ্বাসী কাফেরদের বা বেদ্বীনদের কাজ—যেমন মানব জাতিকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে ও উদ্দেশ্যে আণবিক বোমার ব্যবহার, কিন্তু পুনঃ সেই আণবিক শক্তিকে মানব জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করাই হ'ল আল্লাহর ইচ্ছা ও মোমেনদের কাজ। আল্লাহর এই সমস্ত দানের সদ্ব্যবহার যে সব মোমেনগণ করেন, তাদের প্রতি আল্লাহ রহিম, দয়াপরবশ, বার বার দয়া করেন ও তাঁকে তাঁর পুরস্কার বা اجر দেন, এই ভাবে আল্লাহর মরজি মত জীবন ধারণ করা সত্ত্বেও আমাদের দ্বারা যে দোষত্রুটী সংঘটিত হয় ও হতে বাধ্য—যেহেতু আমরা মানুষ—আল্লাহ আমাদিগকে তা পরকালে ক্ষমা করে দিবেন তার সেই রহীমিয়তের গুণ বলে। আমরা দুনিয়াতে যতই সৎ ও নেক হয়ে চলিনা কেন, আমাদের দ্বারা কিছু কিছু দোষত্রুটী, গুনাহ, ও পাপ হওয়া স্বাভাবিক। জগতে নবীগণ ছাড়া কেহই 'মা'সুম' বা একে বারে নিষ্পাপ নন। খোদা রহিম—ক্ষমাশীল। আমরা অজানিত ভাবে বা অসতর্কতায় যে গোনাহ করি তিনি তা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন—তিনি গফুরুর রহিম।

দয়া ও ক্ষমা এই দুইটি অতি বিশেষ গুণ এবং এই দুইটি গুণের সঙ্গে মানব জাতির সম্বন্ধ সব চেয়ে বেশী। অন্যান্য বহুবিধ গুণের উৎসও হলো এই দুইটি গুণ। আল্লাহর গুণ বাচক নাম আরও আছে। কিন্তু এই দুইটি নামকে (রহমান ও রহিম) এই পবিত্র সুরায় রবুবিয়তের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। রবুবিয়ত বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের সঙ্গে এই দুইটি গুণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মানুষকে আল্লাহর এই গুণাবলী অবলম্বন করতে হবে কর্ম জীবনে। মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করছে এই দুইটি গুণের উপর। বিশ্ব নবী ছিলেন এই দুইটি বিশেষ—গুণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, বিশ্বপ্রভু রব্বুল আলামীন স্বীয় বিশেষ গুণ রহীমিয়তের পূর্ণ বিকাশ ও আদর্শ স্বরূপ সারা জাহানের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় হবীব রহমতুল্লিল্ আলামীনকে—رؤف الرحيم রাওফুর রহীমের আখ্যা দান করে। নমাজের ভিতর দিয়ে এই পবিত্র সুরার মারফত আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত গুণ জীবনে অবলম্বন করতে। এখানেই হলো নমাজের বৈশিষ্ট্য।

مالك يوم الدين তিনি হিসাব, নিকাশ সাজা ও যাজা, কেয়ামতের দিবসের—শেষ বিচারের দিনের মালিক—আহকামুল হাকেমিন। আল্লাহর প্রশংসা—তাঁর সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি, তাঁর করুণা, দয়া ও ক্ষমতাশীলতার পরিচয়ের পর তাঁর সার্ব্বভৌম রাজত্ব, সৃষ্টি থেকে নিয়ে প্রলয় পর্য্যন্ত তাঁর আধিপত্যের কথা এই আয়াত পাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাঁর হুকুমের অবমাননা, তাঁর দানের অমর্য্যাদা ও অপব্যবহারের জন্য সেই বিচারের দিনে তাঁর হাত থেকে কেহই নিষ্কৃতি পাবেনা। তাঁর অনুগত ব্যক্তিরা যেমন তাঁর নৈকট্য লাভ ক'রে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করবে তেমনি তাঁর অবাধ্য দুষমনেরা চিরকাল দোজখের কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করবে। সেই দিন তাহাদের কাহারও নিষ্কৃতি লাভের উপায় থাকবে না। কারও ওকালতি চলবেনা—

هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون –

আজকের দিন তাদের মুখ থেকে কথা বের হবেনা আর কাউকেও কোন ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কেবল মাত্র তাঁরাই সুফারিশ করতে পারবেন, যাদের আল্লাহ অনুমতি দিবেন।

আল্লাহর হুকুমতের ও ইন্সাফের আদর্শ আমাদের জীবনে, আমাদের ব্যবহারের মধ্যে অবলম্বন করতে হবে, বিশেষতঃ যাঁরা শাসন কার্য পরিচালনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেন তাঁদের অন্যায় ও বেইন্‌সাফী আল্লাহ বরদাশ্‌ত করবেন না। এই শাসনের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে প্রত্যেকেরই আছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং শাসনতান্ত্রিক। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহরই—ইন্‌সাফের আদর্শ অবলম্বন ক'রে জীবন পথে অগ্রসর হতে হবে—যে আদর্শ পবিত্র রসুল ও খুলাফায়ে রাশেদীন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

ايّاك نعبد وايّاك نستعين -

কেবল মাত্র তোমারই আমরা এবাদত ও উপাসনা করি এবং কেবল মাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা, তাঁর তারিফ, তাঁর সিফত, গুণ ও তাঁর শাহী জালাল ও হুকুমতের পরিচয় লাভের পর আমরা এখন এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, "হে আল্লাহ, একমাত্র তোমারই আমরা এবাদত করি, তোমরই আমরা উপাসনা করি এবং (হে আল্লাহ) একমাত্র তোমারই নিকট আমরা সহায়তা ও সাহায্য চাই।" এই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তিকতার, অংশীবাদের, 'শের্ক' ও পৌত্তলিকতার গোড়ায় কুঠারাঘাত হানা হচ্ছে।

প্রথম তিনটি আয়াত যদি ভাল করে বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ পাকের একটা Idea Concept বা একটা ধারণা মানস নয়নে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেই।

সেই সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহ, আহ্‌কামুল হাকেমিন বাদশাহের বাদশাহ যখন মনের চোখের সাম্‌নে উপস্থিত, তখন স্বভাবতই মোমেন একাগ্র চিত্তে, আবেগ ভরে বলে উঠবে, "হে আল্লাহ একমাত্র তোমারই আমরা এবাদত ও উপাসনা করি ও একমাত্র তোমারই কাছে আমরা সাহায্য চাই।

এখানে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই আয়ত পাকে আল্লাহকে সরাসরি প্রথম পুরুষে (first person) সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু প্রথম তিনটি আয়াতে তৃতীয় পুরুষে (third person) তাঁর প্রশংসা, তাঁর তারিফ, তাঁর গুণগান—করা হয়েছে, দূর থেকে। এই প্রশংসার ভিতর দিয়ে তাঁর পরিচয় পাওয়ার পর, তাঁকে আমরা চিন্‌তে পেরে সরাসরি সম্বোধন করার অধিকারী—হয়েছি। তাই এখন তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে আরজ করছি,— "হে আল্লাহ একমাত্র তোমারই এবাদত আমরা করি ও একমাত্র তোমার —কাছেই সাহায্য ভিক্ষা চাই।" কোরআন পাকে ইহা একটি সাধারণ সামাজিক আচরণ (Etiquette) এর শিক্ষা। অপরিচিত জনের সঙ্গে সাধারণতঃ কেহ সরাসরি আলাপ জুড়ে দেয় না।

প্রথম একটু পরিচয় করে নিয়ে একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। তাই আল্লাহর তারিফের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমরা তাঁর সঙ্গে এবাদতের সম্বন্ধ স্থাপন করছি ও সরাসরি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হচ্ছি যে, "হে মাবুদ তুমি ছাড়া আর কাহারও উপাসনা আমরা করি না, তুমি ছাড়া আর কাহারও কাছে সাহায্য চাইনা।"

এই যে আল্লাহর সাম্‌নে হাজিরা, এই হলো প্রত্যেক মুসলমানের মে'রাজ, আল্লাহর দিদার, তাঁর সাক্ষাৎ, ইহাই তার নমাজ—الصلوٰة معراج المومنين "নমাজ মুসলমানদের জন্য আল্লার মে'রাজ।" পবিত্র নবীর (দঃ) যেমন মেরাজ হয়েছিল, তেমনি নবী (দঃ) সেই মে'রাজের রাত্রে তাঁর সমস্ত উম্মতের জন্য এই মহাদান—নমাজ খোদার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে এই আয়াত-পাক অংশিবাদের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে প্রত্যেক মুসলমানকে এই শিক্ষা দেয় যে, ইবাদত একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, কোন মুসলমান আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে কষ্টে, অভাব অনটনে আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে সাহায্য বা সহায়তা চাইতে পারে না, আর কাহারও স্মরণাপন্ন হইতে পারে না। যদি হয় তবে তাঁর ইমানের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়।

www.ahlehadeethbd.org

অবশ্য দুনিয়াবী—পার্থিব তদ্‌বীর করতে হবে, কিন্তু পূর্ণ ভরসা ও অটল নির্ভরশীলতা থাকবে—একমাত্র আল্লাহতালারই উপর। যে উপরোল্লিখিত এবাদতের একরার ও সাহায্যের প্রার্থনা আমরা করি—তা যদি সত্য সত্যই অন্তরের সহিত হয় তা'হলে আমাদের পক্ষে আল্লাহর সহায়তা—তাঁর মেহেরবানী ও সাহায্য লাভ অবশ্যম্ভাবী।

—চলবে।

নবীজীর জন্ম দিনে

॥ আবদুস্ সাত্তার ॥

জমাট আঁধার ভেঙে প্রভাতের প্রান্তে এসে যেন
একটি আলোক দ্যুতি মূর্ত্তিমান ঃ জীবন্ত প্রকাশ ;
সে আলো দিনের নয় পৃথিবীর কালো হতাশ্বাস
জান্নাতী পরশ দিয়ে ধুয়ে দেয় সূর্য্যের মতন।

ফুলের বাগিচা আজ ফোটা ফোটা হীরকের ক্ষেত,
ভোরের সতেজ বায়ু দিকে দিকে খোশবু ছড়ায়
জালালী কপোতগুলো ঘুরপাক দিয়ে নেচে যায়
গগনে ভুবনে কাঁপে অপরূপ সুর সংকেত।

নীরস মরুর বালু চোখ মেলে মিটি মিটি হাসে
উটের কাফেলা চলে সারি বেঁধে সোনালী আলোয়
খুরের দাপটে যতো বালুকণা রেণু রেণু হয়
খেজুর পাতারা দোলে খুশী ভরা নবীন উল্লাসে।

সহসা ধরণী বুকে সাইমুম ঃ বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির বিমল স্পর্শে ধুয়ে মুছে দিগন্তে বিলীন ;
জালিম জুলুমবাজি কোথা কোন সমুদ্রে নিশ্চিন্
পিয়াস কাতরা ধরা পান করে শহদ আশ্বাস।

* * *

আজকে সোনালী ভোরে ফেরেশতা জিন ইনসান ঃ
খুশীর আবেগে গায় নবীজীর দরুদ অম্লান।

www.ahlehadeethbd.org

"ভূ-স্বর্গে" দাসত্ব

মূল : আবু উবায়দ
অনুবাদ : ইব্‌নে সিকন্দর

সোভিয়েট রুশের কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিক এবং নেতৃবৃন্দ দিনের পর দিন বিচিত্র পদ্ধতিতে বিরামহীন প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে জনমনে এই ধারণা সৃষ্টিরই প্রয়াস পাচ্ছেন যে, অ-কম্যুনিস্ট দুনিয়ার প্রতি প্রান্তে যখন বঞ্চিতের চক্ষু বেয়ে অশ্রু-ধারা আর মযলুমের বুক ঝরা খুনের নদী দিকে দিকে বয়ে চলেছে, বর্বরতা আর হিংস্রতার বীভৎস নৃত্যে মানুষ মেতে উঠেছে আর মানব দেহধারী সেই হিংস্র জানোয়ারগুলো তাদের বন্য প্রকৃতির লালসা পরিতৃপ্তির জন্য স্বগোত্রীয় মানব সন্তানদের দেহ রক্ত শুষে খাচ্ছে, তখন রুশীয় নাস্তিকবৃন্দের কল্যাণ হস্তে সোভিয়েট ভূমিতে সুখ ঐশ্বর্যময় প্রাচুর্যভরা এক স্বর্গ রাজ্য রচিত হয়ে গিয়েছে, সে এমনই এক অভিনব স্বর্গ যেখানে সম্পদের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠিত ভাগ্যবান আর নিম্নতলার হতগর্ব সর্বহারার দলকে একই—সারিতে এনে দাঁড় করান হয়েছে, যেখানে মনিব আর গোলামের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে, যেখানে আজ দাসও নেই, দাস-প্রতিপালকও নেই, যেখানে মনুষ্য-জীবন উদ্বেগ আর দুর্ভাবনা থেকে চির মুক্তি লাভ করেছে, যেখান যুল্‌ম ও পীড়ন অতীতের গল্প কথায় পরিণত হয়েছে, যার সুবিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি চির আশ্রয় লাভ করেছে এবং যে নন্দন কাননের সুবিমল ছায়ায় দুঃস্থ ও ব্যথিত মানবতা সমস্ত দ্বিধা, সংশয় আর উদ্বিগ্নচিত্ততার কবল থেকে স্থায়ী আযাদী লাভ করেছে!

কিন্তু প্রপাগাণ্ডার এই বিভ্রান্তিকর ও মনোহর আবরণীর অন্তরালে এই 'ভূস্বর্গে'র যে অদ্ভুত তামাশা দৃষ্টিগোচর হবে তা এতই হৃদয় বিদারক, এমনই ভয়াবহ এবং মর্মন্তুদ যে সম্ভবতঃ মানব গোষ্ঠির আদি অন্ত ইতিহাসের কোন পাতাতেই তার নযির—মিলবে না।

ইতিহাসের পাঠক মধ্যযুগে মানব সমাজে—প্রচলিত নিষ্ঠুর দাস প্রথার ভয়াবহ কাহিনী পড়ে থাকবেন, কিন্তু এ যুগের এই 'ভূস্বর্গে' গোলামীর যে নমুনা তারা দেখতে পাবেন, তাতে এর পাশবিকতার বীভৎসতায় এবং দুঃখ ও কষ্টের বিভীষণ বিচিত্রতায় সে অতীত কাহিনীর বাস্তব ভয়াবহতা ম্লান হয়ে আসবে।

'ভূস্বর্গ' সোভিয়েট রুশের সেই ভয়াবহ তামাসার চিত্রগুলোই আমরা নিয়ে উন্মোচিত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

মধ্য যুগের ন্যায় বর্তমান সোভিয়েট রুশের—বড় বড় সহরগুলোতে দাস ব্যবসায়ের জন্য নির্দিষ্ট বাজার এবং তথায় ক্রেতা, বিক্রেতা আর দালালদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে না বটে কিন্তু এ যুগের 'সুসভ্য' দেশগুলোতে অতীতের সর্বনিন্দিত অনেক অন্যায় এবং সামাজিক অপরাধসমূহ যেমন সংস্কৃতায়িত আকারে ভদ্রতার চাকচিক্যময় আবরণে সমাজ জীবনে চালু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি 'ভূস্বর্গ' সোভিয়েট ভূমিতে দাসত্বের এক ঘৃণিত—সংস্করণকে সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত করে চালু করা হচ্ছে। তাই আজ সেখানে দাস দাসী ক্রয়—বিক্রয়ের প্রকাশ্য হাটের পরিবর্তে দেখতে পাওয়া যাবে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত অসংখ কয়েদখানা আর রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে অগণিত সুপ্রশস্ত বন্দীশিবির (Concentration Camp) যেখানে লক্ষ লক্ষ কয়েদীকে মধ্যযুগের ক্রীতদাসের চাইতেও শোচনীয়তর বর্বরতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে।

'ক্রেমলীন' স্বয়ং এই বন্দী শিবিরগুলোর একমাত্র ঠিকাদার। অতীতের সমস্ত ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের তারা তাদের সর্বগ্রাসী ব্যাদানে গিলে খেয়ে এই 'লাভজনক ব্যবসায়'কে নিজ হস্তে গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করেছে। এই ঠিকাদাররা ব্যক্তি বিশেষের নিকট তাদের ধৃত দাসদিগকে বিক্রয় করে না। বরং প্রাদেশিক সরকার এবং রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী—প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সোপর্দ ক'রে দেয়। এ সব প্রাদেশিক সরকার এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান এই হতভাগ্য গোলামদের পরণের জন্য কাপড় আর আহারের জন্য রুটী সরবরাহ করে; বিনিময়ে কয়েদীগণ তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাধ্যমে 'ক্রেমলীনের' সেই অভিপ্রায়টিকেই সফল ক'রে তুলতে বাধ্য হয়' যার ফলে একমাত্র ঐ ঠিকাদারের সম্পদ ও ঐশ্বর্য, শক্তি ও জাঁকজমক বৃদ্ধির পথই প্রশস্ত হয়। 'ভূ-স্বর্গ' সোভিয়েট রাজ্যের অভিধানে এই কারবারকে 'দাসত্ব' নামে কলঙ্কিত না ক'রে 'সংশোধক শ্রম' (corrective labour) এর ভদ্রোচিত আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

সরকারী স্বীকৃতি

এটা শত্রুপক্ষের কোন স্বকপোলকল্পিত কথা নয়, সোভিয়েটের সরকারী মুখপাত্রদের স্বীকৃতি থেকেই এর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। ইং ১৯৩১ সালের ৮ই মার্চ অল ইউনিয়ন কংগ্রেসের মস্কো অধিবেশনে কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিশনার্সের তদানীন্তন সভাপতি ভি, এম মলোটভ এই বন্দী শিবিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

"আমরা কস্মিনকালে এই বাস্তব সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করিনি যে, আমরা সুস্থ, কর্মক্ষম বন্দীদেরকে কোন কোন কাজে খাটিয়ে থাকি। আমরা অতীতে তাদের দ্বারা কাজ করিয়েছি, এখনও করাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও করাতে থাকব।"

মলোটভ উপরোক্ত বর্ণনায় বন্দীদের শ্রমে—নিয়োজিত রাখার মৌলিক নীতিকেই কেবল স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'ভূ-স্বর্গে'র হর্তাকর্তা বিধাতৃবৃন্দ বন্দী শিবিরের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদি বহির্জগত থেকে চির দিন লুক্কায়িত রাখারই কোশেশ করে এসেছেন। একটা কঠিন লৌহ যবনিকা সোভিয়েট দেশটিকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাহিদা করে রেখেছে। আমরা সেই লৌহ যবনিকার বিশেষ বিশেষ ছিদ্র পথে ভিতরের যে সামান্য দৃশ্য দেখবার—সুযোগ মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি—আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার কিছু কিছু তথ্য আমরা পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা পাচ্ছি।

এ ব্যাপারে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সোভিয়েট রুশের সরকারী দলিল পত্রসমূহেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ দলিলগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রথম, সেই সব আইন কানুন যার বলে কোন ব্যক্তিকে বিনা মোকদ্দমায় অর্থাৎ আইনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না করেই বন্দী শিবিরগুলোতে প্রেরণ, কয়েদীদের নিকট থেকে জবরদস্তী শ্রম আদায়, কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে শিবিরসমূহের পরিচালনা প্রভৃতি তথ্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে। এই আইনগুলো ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়েছে এবং সে সব আজও বলবৎ আছে।

দ্বিতীয়, সেই সব ঘোষণা পত্র যা সোভিয়েট শাসকবৃন্দ মাঝে মাঝেই গর্বের সংগে প্রচার করে থাকেন। এ গুলোর কোন কোনটিতে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাধ্যতামূলক শ্রমের কল্যাণে—কিরূপে বক্র পথ অনুসারী নাগরিকদিগকে সোজা পথে আনয়ন করা সম্ভবপর হয়েছে। বিভিন্ন গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে এই বাধ্যতামূলক শ্রম কিরূপ কাজে লেগেছে তাও স্পষ্টভাবে ঘোষণাগুলোতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয়, ১৯৪১ সালে বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের—অব্যবহিত পূর্বে সোভিয়েট সরকার যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাতে ঘটনাক্রমে উহার বাস্তব রূপায়ণে বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে কি পরিমাণ কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

চতুর্থ, যুদ্ধের প্রারম্ভিক সময়ে বন্দী শিবিরগুলো থেকে কয়েদীদের মুক্তি দান কালে যে সব বিবৃতি ও বক্তৃতা প্রদান করা হয় তাতে অগণিত বন্দীশিবিরের অস্তিত্বের কথা স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয়।

চাক্ষুষ প্রমাণ

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের হৈ হুল্লোড়ে সোভিয়েট 'ভূ-স্বর্গ' থেকে অ-কম্যুনিস্ট দুনিয়ার 'জাহান্নামে'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বহু লোক পালিয়ে আসতে কামিয়াব হয়। এ সব লোকের মধ্যে খাস রুশীয়, ইউক্রেনীয়, আজার-বাইজানী, পুলিস্তানী এবং 'ভূ-স্বর্গে'র অন্যান্য—জাতির বেশুমার লোক ছিল। তাদের ভিতর এমন লোকও ছিল যারা বন্দীশিবিরগুলোতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—কাটিয়ে এসেছে। এই ভুক্তভোগীর দলই বন্দী শিবির-গুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বহির্জগতকে ওয়াকেফহাল করার চেষ্টা করে। বিস্তৃত বিবরণসহ তাদের মধ্যে কেউবা দুই একখানা বইও প্রকাশ করেন। একখানা বইয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার নাম—"চাঁদের অন্ধকার দিক"।

বিশ্বযুদ্ধের মধ্য পর্যায়ে হিটলারের ঝটিকা—বাহিনীর দুর্দম গতি বেগের সামনে তিষ্ঠিতে না পেরে যখন রুশীয় ফৌজ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য অবস্থায় পলায়নরত আর সমগ্র রুশের ভাগ্য আশা ও আশ-ঙ্কার মাঝে দোদুল্যমান তখন সোভিয়েট ফৌজ ও নাগরিকদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ক্রেমলীন-এর পক্ষ থেকে জনসাধারণের সামনে আশা—আলোকময় নূতন যিন্দগীর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয় এবং আটলান্টিক চার্টারে বর্ণিত ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি অত্যন্ত যোরে শোরে সাম্রাজ্যের সর্বপ্রান্তে প্রচার করা হয়। এই ঘোষণাবলীতে নিজেদের ব্যক্তি—স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, প্রভৃতির পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নিরীক্ষণ করে কম্যুনিস্ট শৃঙ্খলার ভিতর অবস্থান করেই হিটলারের বিরুদ্ধে নব উদ্যমে জনগণ রুখে দাঁড়ায় এবং মিত্র শক্তির সহায়তায় পরাজিত-প্রায় যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে বিজয় মাল্য গলে ধারণ করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধ শেষে প্রতিশ্রুত—আযাদীর বহু প্রতীক্ষিত উৎসব-দিবস পানে তারা অধীর আগ্রহে দিন ক্ষণ গণতে থাকে! কিন্তু ক্রেমলীন তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ঘোষণা বাণী প্রচার করেনি। কার্য সমাধার পর তাদের নিকট একটা কাগজের টুকরো অপেক্ষা অধিক মূল্য আটলান্টিক সনদের ছিলনা। সেই কাগজের টুকরোর মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের স্বরচিত 'ভূ-স্বর্গে'র আসমান জমিনের বেহেশতী আবহাওয়াকে তারা কলুষিত করতে রাযী হবে কেন? ফলে অবস্থা রয়ে গেল ঠিক যথা পূর্বং তথা পরং। ইচ্ছা শক্তি রহিত সোভিয়েট নাগরিকদের হাতে পায়ে চিরস্থায়ী হয়ে রইল সেই শত বন্ধনের গিরা, সেই কারাগারের আঁধার ঘেরা সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ আর দিকে দিকে ছড়ান বলপূর্বক শ্রম আদায়ের সেই অগণিত বন্দীশিবির! শুধু তাই নয়, প্রাক-যুদ্ধকালে যে ঘন আঁধার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল—সোভিয়েট রুশের চতুর্সীমায়, তা-ই পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে আবৃত করে ফেলল সমগ্র পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট কবলিত অথবা রুশ প্রভাবিত হতভাগ্য দেশগুলোকেও। কিছু দিন পূর্বে সোভিয়েট রুশের বন্দী শিবিরগুলো থেকে যে সব জার্মান যুদ্ধ বন্দীরা-ছাড় পেয়ে দেশে ফিরবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে তারা তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলেছে যে, "ভূ-স্বর্গের বন্দীশিবিরগুলোতে বাধ্যতামূলক শ্রম পূর্বের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আজও চালু রাখা হয়েছে।"

অল্প দিন পূর্বে হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্ট সরকারের এক পরিবর্তন ঘটে। নতুন সরকার দেশের শান্তিশৃঙ্খলার বল্গা দৃঢ় ভাবে ধারণ করার পর পরই যে ঘোষণা বাণী প্রচার করেন, তাতে সমর্থন মিলবে আমাদের এই দাবীর যে, বিশ্ব যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব ইউরোপের আসমান জমিনে নেমে এসেছে সেই একই অমানিশার গাঢ় আঁধার—যে আঁধারে রুশের হতভাগ্য অধিবাসীগণ প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ আবৃত রয়েছে। হাঙ্গেরীর নতুন কম্যুনিস্ট সরকার তাদের ঘোষণায় বলেন, তাঁরা বাধ্যতামূলক শ্রমের বন্দী শিবিরগুলোকে বন্ধ ক'রে দেবেন এবং তথাকার সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দান করবেন।

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এই অবস্থা দৃষ্টে যদি বলা যায় যে, বাধ্যতামূলক শ্রম কম্যুনিষ্ট জীবন পদ্ধতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলে সম্ভবতঃ কিছুই অতিরঞ্জন করা হবে না। অক্টোবর বিপ্লবের পর—বল্‌শেভিকরা শাসন কর্তৃত্ব হস্তে ধারণ করার পর এক অস্বাভাবিক যরূরী পরিস্থিতির মোকাবেলা করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থাটিকে একান্ত প্রয়োজন বলে ধরে নেয়। তখন এ কথাই বুঝান হয় যে, নূতন—সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ কার্যে পুরাতন ব্যবস্থার অনুরাগী, রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিপোষক বিপ্লবের দুশমনদের অন্তরীণাবদ্ধ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নূতন কারাগার নির্মাণ আর বন্দী শিবিরের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য বিবেচিত হয়। আটক বন্দীদেরকে কম্যুনিস্ট সরকারের বিভিন্ন গঠনমূলক পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু যতই দিন পেরিয়ে যেতে লাগল, বিরূপ অভিজ্ঞতায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতৃদল ততই এটা উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, তাদের আবিষ্কৃত নূতন জীবন দর্শন আর সমাজ ব্যবস্থা রুশীয় জনসাধারণ—কৃষক আর মযদুর শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বন্দী শিবির আর—বাধ্যতামূলক শ্রমের স্থায়ী প্রয়োজন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ যে জীবন পদ্ধতি তারা জনগণের উপর চাপাতে চায় তা স্বকীয় স্বভাব ধর্মে এবং ব্যবহারিক রূপায়ণে মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ—বিপরীত। রুশীয় জনগণ নিজেদের জন্মগত অধিকার আর মানবীয় দাবীর হেফাযত কল্পে প্রতি পদক্ষেপে কম্যুনিস্টদের অসুবিধার সৃষ্টি করতে থাকে। অন্যদিকে লেনিনের মৃত্যুর পরে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় উত্থিত এক ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের তরঙ্গ লক্ষ লক্ষ—লোককে তার নিষ্ঠুর ক্রূর আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলে। যে বন্দীশিবিরগুলো সাময়িক ভাবে যরূরী পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রথম স্থাপিত হয় তাই অবশেষে কম্যুনিস্ট সমাজ জীবনের এমন এক অপরিহার্য—স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের রূপ ধারণ করে যে, সোভিয়েট রুশের বিশ্বস্ত এবং নিরপেক্ষ ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে তা কস্মিনকালে উপেক্ষা করা সম্ভব নহে।

বন্দী সংখ্যা

'ভূস্বর্গের' কর্মকর্তাগণ নিজেদের কাজকর্ম বহির্জগত থেকে লুকিয়ে রাখার কঠোর সতর্ক ব্যবস্থা—অবলম্বন করায় বন্দী শিবির সমূহের তথ্য এবং তাতে অন্তরীণাবদ্ধ গোলামদের প্রকৃত সংখ্যা সঠিক ভাবে অবগত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু 'ভূস্বর্গ' থেকে প্রচারিত অর্থনৈতিক রিপোর্ট সমূহের আলোকে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সংখ্যা অনুমান করেছেন। ডালিন [Dullin] এবং নিকোলাভেস্কি [Nikolavesky] তাঁদের সঙ্কলিত "সোভিয়েট রুশে বাধ্যতামূলক শ্রম" গ্রন্থে এই সব অনুমানের বিস্তৃত বর্ণনা উধৃত করেছেন। এই সব অনুমান মোতাবেক বন্দী শিবিরগুলোর কয়েদীদের মোট সংখ্যা ২ কোটিরও উপর। গ্রন্থকারদ্বয়ের নিজস্ব অনুমানে প্রকৃত—সংখ্যা ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষের মধ্যে। * খুব হুশিয়ারীর সঙ্গে গণনা ক'রে কয়েদীদের সংখ্যা যদি কম পক্ষে ২০। ৩০ লক্ষও ধরা হয় তবু জার আমলের বন্দী অপেক্ষা এই সংখ্যা অনেক গুণ বেশীতে দাঁড়াবে। জার শাসনে ১৯০৩ খৃঃ যে সব কয়েদীদের নিকট থেকে শাস্তিমূলক শ্রম গ্রহণ করা হত তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার। এর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দী ছিল মাত্র ৫ হাজার। †

এন্দ্রোভিসেনেস্কির বর্ণনা মতে জার শাসিত রুশে বন্দীদের সব চাইতে বেশী সংখ্যা ছিল ১৯১২ সালে আর সে বছরের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৪৮ হাজার। এটা সাধারণ কয়েদী এবং রাজনৈতিক বন্দী উভয়ের মিলিত সংখ্যা। ¶

বিপ্লবের পূর্বে ১৯০৭ খৃঃ ১৭ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং এটাই ছিল নির্বাসিত ব্যক্তিদের সব চাইতে বড় সংখ্যা। §

উপরোধৃত সংখ্যাগুলো 'ভূ-স্বর্গের' নিজস্ব লেখকদের রচিত গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন তারা জার শাসনের অন্যায় কাজগুলোকে বাড়িয়ে এবং ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে বর্ণনা করতে চিরাভ্যস্ত।

সুসভ্য দাসত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাধ্যতামলক শ্রম আদায়ের বন্দী শিবিরগুলো সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। যে যরূরী

* Forced Labour in Soviet Russia, Pages 84 to 87
† Small Soviet Encyclopedia, vol. 5—561
¶ Prison in Capitalist Countries.
§ Soviet Penal repression P, 108 [1934]

www.ahlehadeethbd.org

পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য এবং যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই শিবিরের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত করা হয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯২১ সালে বিভিন্ন ক্যাম্পে অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীর সংখ্যা এক লক্ষের কাছা কাছি গিয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবের অব্যবহিত পর— CHEKA নামে রাজনৈতিক পুলিশের একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়। পরে কয়েকবার উক্ত নামের পরিবর্তন ঘটেছে সত্য কিন্তু বিভাগটির অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই কুখ্যাত বিভাগটি "সুসভ্য" দাসত্বের গোড়াকে সুদৃঢ় করার কাজে চরম উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে। আদালতের রায় ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিদানের ক্ষমতা এই বিভাগ অর্জন করে। প্রথম প্রথম বন্দীদের নিকট থেকে যে শ্রম আদা' করা হত সেটা অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায়ই একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার ছিল মাত্র। তখন পর্যন্ত এর লাভজনক দিকটার প্রতি 'ভূ স্বর্গে'র ভাগ্য— বিধাতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি।

১৯২১ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি সোভিয়েট রুশের ইতিহাসে নূতন অর্থনৈতিক যুগ বলে কথিত। এই সময় বন্দীদের শিবির জীবনে যবরদস্তী মেহনতকে আইনগত ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হয় এবং এর জন্য দস্তুরমত নিয়ম কানুন বেঁধে দেওয়া হয়। এই সময় রাজনৈতিক পুলিশ বিভাগ CHEKA নব নাম GPU-OGPU তে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিদানের ক্ষমতা এদের পূর্ব থেকেই— ছিল। এখন বন্দী শিবিরগুলোর পরিচালনা এবং বন্দোবস্তের কাজ এদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হল।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুরা পাঁচ বছর কম্যুনিষ্ট সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা সংঘর্ষের ভাব বিরাজমান থাকে। সোভিয়েট সরকার ইতিপূর্বে দেশের সমস্ত কৃষিক্ষেত্র জাতীয়করণের— ঘোষণা সিদ্ধান্ত করে। কৃষকরা নিজেদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের জমিতে যুগযুগান্তর থেকে স্বহস্তে চাষাবাদ ক'রে তাদের শ্রমার্জিত ফসলের দ্বারা সপরিবার জীবিকা নির্বাহ করে' আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাদের সে অধিকার ত্যাগ করতে রাযী না হওয়ায় কম্যুনিস্ট সরকার চরম পন্থা অবলম্বন করে। পরিণামে হতভাগ্য কৃষকরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান বন্দুকের গুলীর শিকারে পরিণত হয় আর লক্ষ লক্ষ কৃষককে রাজ্যের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত বন্দী শিবিরগুলোতে টেনে নিয়ে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। Council of People's Commissioners এর চেয়ারম্যান ভি, এম মলোটভের স্বীকৃতি অনুসারে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবারকে রুশ সাম্রাজ্যের প্রান্তিক সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই সময়ে সোভিয়েট রুশের পঞ্চ বার্ষিক— শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং তা' বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ কয়েদীদের সংশোধক শ্রমের নামে কাজে খাটানো হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ অল ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে মলোটভ বক্তৃতা প্রসংগে এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, ৬০ হাজার লোককে সংশোধক শ্রমের ভিলছিলায় তিনটি সড়ক, একটি রেলওয়ে লাইন ও বাল্‌টিক খাল তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন বাল্‌টিক খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয় তখন সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, উক্ত পরিকল্পনায় কর্মরত বন্দীদের ২৭ হাজার ব্যক্তিকে মুক্তি দান অথবা তাদের বন্দীত্বের মীয়াদ-কাল হ্রাস করা হয়েছে। এই ভাবে ১৯৩৭ সালে মস্কো-ভল্‌গা খালের খনন কার্য সমাপ্তিকালে ৫০ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই সময় বাধ্যতামূলক শ্রমের আইনগত ভিত্তিকে দৃঢ়তর ক'রে তোলা হয় এবং রাজনৈতিক পুলিশ বিভাগের ক্ষমতা অত্যাধিক বর্ধিত করা হয়। বিভাগটির নাম GPU এর পরিবর্তে NKVD রাখা হয়।

বিশুদ্ধির যুগ

এই যুগে স্ট্যালিন কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতর ও বাইরের তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে হয় ধরা পৃষ্ঠ থেকে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিঃশেষ করার, নয় নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ক'রে বন্দী শিবিরে আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। লক্ষ লক্ষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, সাধারণ চাকুরীজীবী, উর্ধতন রাজ কর্মচারী,—কম্যুনিস্ট পার্টির বিখ্যাত ও অখ্যাত সদস্য স্ট্যালিনের এই আক্রমণাত্মক উদ্যমের শিকারে পরিণত হয়। এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির সেই সব নামজাদা নেতা যারা লেলিনের বিশ্বস্ত সহকর্মীরূপে রাষ্ট্রে ক্ষমতা—দখলে যথেষ্ট ত্যাগ এবং শ্রম স্বীকার করেছেন তাদিগকেও সোভিয়েটের শত্রু দলের যন্ত্ররূপে অখ্যাত ক'রে গুলীর মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে NKVD যে বর্বরতার পরিচয় দেয় এবং যেরূপ—নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করে চলে তা সোভিয়েট রুশের ইতিহাসে এক ঘোরতম কালিমা লিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত করবে। এই অপচেষ্টার ফলস্বরূপ বন্দীশিবিরের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলে এবং সোভিয়েট সরকার আটক বন্দীদের যবরদস্তী মেহনতের সাহায্যে তাদের গঠনমূলক—পরিকল্পনাগুলোকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সংগে বাস্তবায়িত করার কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ পায়।

যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পর

যুদ্ধের শুরুতে প্রতিটি রণ ক্ষেত্রে যখন জার্মান সৈন্যের আক্রমণে সোভিয়েট বাহিনী পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে থাকে তখন বন্দীশিবিরের প্রশ্নটি সোভিয়েট ভাগ্য-বিধাতাদেরকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তোলে। রণ ক্ষেত্রের অতি নিকটেই যে সব বন্দী শিবির অবস্থিত ছিল,—সেখানকার আটক বন্দীদের স্থানান্তরের সমস্যাতেই তারা সব চেয়ে বেশী বিচলিত হয়ে উঠে। এত অধিক সংখ্যক বন্দীকে অল্প সময়ের ভিতর নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। যদি—তাদের ছেড়ে দেওয়া যায় তাহ'লে "ভূ-স্বর্গের" সব রহস্য আবরণমুক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। দ্বিতীয়তঃ বন্দীশিবির সমূহে দীর্ঘ দিন তারা যে কষ্ট ভোগ ও উৎপীড়ন সহ্য ক'রেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহাও তাদের অন্তরে জেগে উঠবে। এই সব বিষয় গভীর ভাবে চিন্তাভাবনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আশঙ্কার হাত থেকে—বাঁচার একমাত্র উপায় আটক বন্দীদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিঃশেষ ক'রে ফেলা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই লক্ষ লক্ষ কয়েদীকে নির্মমভাবে হালাক করে দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও যুদ্ধ শেষে "ভূ-স্বর্গের" বন্দী শিবিরগুলোতে কয়েদীদের সংখ্যা মোটেই কম ছিল না! কারণ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জার্মান, পোল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য বিজিত রাজ্যের অগণিত যুদ্ধ বন্দী দ্বারা শিবিরগুলোকে ভর্তি ক'রে ফেলা হয়।

যুদ্ধের পর বাধ্যতামূলক শ্রম সোভিয়েট সরকারের নিকট অধিকতর লাভজনক ব্যাবসায় রূপে দেখা দেয়। যুদ্ধের সর্বধ্বংসী ভয়াবহ ডামাডোলে—সোভিয়েট সাম্রাজ্যের যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয় তার পুনর্গঠনের কার্যে এই সব লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ বন্দীদেরকে নিয়োজিত করা হয়।

বিচার প্রহসন

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিচার এবং পুলিশ—এই দুই বিভাগের হস্তেই 'ভূ-স্বর্গের' অধিবাসীদেরকে বাধ্যতামূলক' শ্রমের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। যে সব ব্যক্তিদের বিচারালয়ে সোপর্দ করা হয়—তাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ফৌজদারী আইনের নির্দিষ্ট ধারার নিয়ম মাফিক অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এই সম্পর্কিত আইন অত্যন্ত ব্যাপক। এই আইনের ফাঁদে শুধু তারাই জড়িয়ে পড়ে না যারা সত্য সত্যই কোন বড় রকম অপরাধ করে বসেছে, কিম্বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার বিরোধী কোন কাজে যোগ দিয়েছে, বরং এই কুখ্যাত আইনের বলে এমন—লোককেও ধরে আনা হয়, যারা সরকারের সমর্থনে ঐ পরিমাণ উৎসাহ এবং উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে পারেনি যে পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্যম 'ভূ স্বর্গের' একজন বিশ্বস্ত নাগরিকের জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত করে রেখেছে, অথবা ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পর্কে যাদের মুখ থেকে হঠাৎ কোন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ পাওয়ার মহাঅপরাধ ঘটে গিয়েছে।

পুলিশ বিভাগের উপর যে সব অপরাধীদের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদিগকে পুলিশের দয়া ও কৃপার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভর করতে হয়। অধিকাংশ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ কী—তাও তাদের জানতে দেওয়া হয়না। এমন কি লোক দেখানোর জন্য তাদের বিচার প্রহসনের ব্যবস্থাও করা হয় না। অভিযুক্ত ব্যক্তি নব—উদ্ভাবিত সমাজ জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক—একমাত্র এই অযুহাতেই তার বন্দীশিবিরে শাস্তি ভোগের জন্য যথেষ্ট। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করার প্রয়োজন আছে কি নেই, এ সম্পর্কে সরকারী উকিলের পরামর্শই চূড়ান্ত। মজার কথা এই যে; তার পরামর্শের ভিত্তিস্থল ঐ একমাত্র পুলিশেরই—রিপোর্ট। যে সব 'অপরাধী'কে আদালতে হাযির না ক'রে উপায় নেই তারা কেবল কিছুক্ষণের জন্য বিচার প্রতিষ্ঠানের সংগে নামমাত্র সংযোগের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। আদালত কর্তৃক শাস্তি ঘোষণার পরক্ষণেই পুলিশের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আওতায় তাদেরকে পুনঃ ফিরে আসতে হয়।

রাজনৈতিক অপরাধ

'ভূস্বর্গে'র আইন কানুনে রাজনৈতিক অপরাধের তালিকা অত্যন্ত সুদীর্ঘ। এর সীমা নির্ধারণ একাগুই দুঃসাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্তমানে যে সব ফৌজদারী দণ্ডবিধি বলবৎ রয়েছে তার ১৫৮ ধারার একটা কুখ্যাত দফার উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। এর ভিতর দ্ব্যর্থ ভাব ও ব্যাপক অর্থবোধক বহু বাক্যাংশ—ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, "আন্তর্জাতিক বোর্ড," "সোভিয়েট সরকারকে দুর্বল করার প্রপাগাণ্ডা"—"শ্রমিক শ্রেণী আর বিপ্লব আন্দোলন বিরোধী প্রচেষ্টা," "স্যাবোটেজ" ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১২২ নম্বর ধারায় সেই সব ব্যক্তিদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে যারা সরকারী কিম্বা বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের 'ধর্মীয় শিক্ষা' প্রদানের চেষ্টা করে থাকে।

গোলামীর মেয়াদ

পুলিশ যে কোন ব্যক্তিকে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রদান অথবা বন্দীশিবিরে শাস্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু দণ্ডকাল সমাপ্তির পর যদি স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট সেই ব্যক্তি তখন পর্যন্ত বিপজ্জনক বিবেচিত হয়, অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে তাদের দৃষ্টিতে সোভিয়েটের কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে তার বাধ্যতামূলক শ্রম যদি লাভজনক বিবেচিত হয় তাহলে দাসত্বের মেয়াদ আরও ৫ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশেরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে বাধ্যতামূলক শ্রমের দণ্ডকাল সাধারণতঃ এক থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বিদেশের গুপ্তচরবৃত্তি, গোয়েন্দাগিরি, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং শাসন কর্তৃত্বের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ ব্যক্তিদের ২৫ বৎসর—পর্যন্ত শাস্তিদানের ক্ষমতা আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে আরও কতিপয় অপরাধ এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩ বৎসরের কিম্বা তার চেয়ে অধিক সময়ের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে নিকটস্থ বন্দী শিবিরে আর ৩ বৎসরাধিক কাল দণ্ডপ্রাপ্ত 'অপরাধীদিগকে' দূরবর্তী বন্দী শিবিরে প্রেরণ করা হয়।

বন্দীদের শ্রেণীগত বিভাগ

যেমন ভাবে কম্যুনিস্ট সমাজ জীবনে উঁচু নীচুর শ্রেণী বিভাগ আজও মওযুদ রয়েছে—যদিও তার নাম এবং আকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে—ঠিক তেমনি বন্দীশিবিরে অন্তরীণাবদ্ধ গোলামদের প্রতি ব্যবহারেও তারতম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৩০ সন থেকে এই শ্রেণী বিভাগের উপর বিশেষ যোর দেওয়া—হচ্ছে। কম্যুনিস্ট বিধিমতে তাদিগকে এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

(১) সেই সব শ্রমিক যাদের পাঁচ বৎসরের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্‌লে-হাদীছ আন্দোলন
বনাম—
বর্তমান আহ্‌লে হাদীছ "জামা'ত"

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি-টি।

এ কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, 'আহ্‌লে-হাদীছ' প্রচলিত অর্থে কোন মযহব বা দল বিশেষের নাম নয়। উহা একটি তহরীক ব একটি আন্দোলনের নাম। অতীতে এই তহরীকের একটা হরকত ছিল—এ আন্দোলনের একটা প্রবহমাণ গতি ছিল, উহার সম্মুখে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, উহার পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল। আজ এ আন্দোলন মৃতপ্রায়, হরকত, সজীবতা বা প্রাণ-চাঞ্চল্যের কোন নিদর্শন নাই। লক্ষ্যস্থল অস্পষ্ট, উহার নামমাত্র দাবীদাররা বর্তমানে বহু গুণে বর্ধিত কিন্তু পূর্ব পুরুষের আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে—বিচ্যুত—আন্দোলনের গতিবেগ অবিশ্বাস্য রূপে মন্দীভূত।

বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা আহলে হাদীছ আন্দোলনের এই স্তব্ধপ্রায় অচঞ্চল গতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাই এবং উহার পরিণাম স্বরূপ "আহলে হাদীছ" এর বর্তমান দাবীদারগণের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে "আহলে-হাদীছের বৈশিষ্ট-বিরোধী যে জঞ্জালরাশি এবং গাইর-শরঈ কলুষ কালিমা—স্তূপীকৃত হইতে চলিয়াছে এবং সর্বোপরী হীনমন্যতা (Inferiority complex) ও পরানুকরণ বৃত্তি এবং অবসাদ, জড়তা আর সঙ্কীর্ণতার যে মারাত্মক ক্ষয় রোগে তাহাদের প্রাণ শক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে—উহার প্রতি জামা'তের চিন্তাশীল দরদী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনের বর্তমান শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণায় পৌঁছিতে হইলে সর্বপ্রথম জামা'তের উপস্থিত আদর্শ বিচ্যুতি ও লক্ষভ্রষ্টতার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করিতে—হইবে এবং তাহা করিতে হইলে আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ এবং গতিধারা সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে অবহিত হইবে।

ছাহাবাদের যুগেই হযরত আলী মুর্তযার খেলাফত কালে খারেজী এবং শিয়াদের অভ্যুদয়ের ফলে এবং আরও পরে এ'তেযাল ও এর্জার ফেৎনার আবির্ভাবের পরিণামে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর সুনির্দিশিত পথে মুছলমানদিগকে পরিচালিত করার জন্য এবং কোরআন পাক ও আহাদীছে ছহীহাকেই মুছলমানদের দ্বীন ও দুনয়ার ধ্রুবতারা রূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

(৩০২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

দণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং যারা বিপ্লব বিরোধী অপরাধে অপরাধী নয়।

(২) প্রথম শ্রেণীর সেই সব শ্রমিক যাদের পাচ বছরের বেশী দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

(৩) ঐসব ব্যক্তি যারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগে সম্পর্কশূন্য। অথবা যারা বিপ্লব বিরোধী দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

এই ভাবে বন্দীদের শ্রমকেও তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে :

(১) সাধারণ কাজ (২) বিভিন্ন ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ফ্যাক্টরী সমূহের কাজ (৩) বন্দী শিবিরের শান্তি শৃংখলা, বিলি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনার কাজ।

কয়েদীদের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য দ্রব্যেরও চারিটি বিভাগ রয়েছে। (১) মামুলী খাদ্য—(সকলের জন্য) (২) শ্রমনিরতদের খাদ্য (৩) বর্ধিত খাদ্য (৪) শাস্তিমূলক খাদ্য। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফের্কাবন্দী ও দলগত ভিন্ন ভিন্ন গোঠের পরিবর্তে কোরআন ও ছুন্নাহর ভাবকেন্দ্রে সমগ্র উম্মতে মুছলিমাকে একত্রিত করার মহান ব্রতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।

বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উহার গতিধারা সম্বন্ধে আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা। ভারতবর্ষে—আহলে হাদীছ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী হিন্দে উক্ত আন্দোলনের যে তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন এবং যাহা শ্রদ্ধেয় হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেব "আহলে হাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উহাই তর্জুমানুল হাদীছ হইতে পুনঃ উধৃত করিতেছি—লক্ষ ৩টি এই ঃ

১। খিলাফতে রাশিদার আদর্শ অনুসারে হিন্দে ইছলামী রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

২। শির্ক, বিদ্‌আৎ, কুসংস্কার ও মযহবী দলাদলির অবসান ঘটাইয়া হিন্দের বুকে এক ও অখণ্ড অবিমিশ্র মুছলিম জামা'ত কায়েম করা।

৩। ইবাদৎ, রাষ্ট্র, তমদ্দুন, অর্থনীতি ও—দৈনন্দিন আচরণ সম্পর্কে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশাবলীর যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। *

মুহাদ্দেছ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র মওলানা শাহ আবদুল আযীয তাঁহাদের স্বরচিত পুস্তক এবং অধ্যাপনার ভিতর দিয়া ৩নং লক্ষ রূপে উল্লিখিত ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীর—প্রচারণা সাফল্যের সঙ্গে চালাইয়া যান। শাহ ওয়ালীউল্লাহর প্রতিভাসম্পন্ন পৌত্র মুজাহেদে আ'যম আল্লামা ইছমাঈল শহীদ প্রচারণার ক্ষেত্রে ৩য় লক্ষ্যটির যথাসম্ভব আন্‌জাম দানের সঙ্গে সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষটিকে রূপায়িত করিয়া তোলার জন্য তরবারী হস্তে ঝাপাইয়া পড়েন এবং এই মহান ব্রত উদযাপন করিতে গিয়াই শাহাদতের অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া লন।

আল্লামা ইছমাঈল মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং দেহের শেষ রক্তবিন্দু ঢালিয়া যে আন্দোলনের গোড়াপত্তন করিয়া যান এবং পরবর্তী যুগে উহার ধারক ও বাহকগণ সেই আন্দোলনকে সচল রাখার জন্য জেহাদের মাঠে, দ্বিনী বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে, ধর্মীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এবং হিন্দ ভূমির প্রান্তে প্রান্তে যে তবলীগী খেদমত আঞ্জাম দেন উহা আজ আমাদের শুধু পরম গৌরব ও চরম শ্লাঘার বস্তুই নয়, উহা হইতে আজ কোরআন ও হাদীছের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাকামী প্রেরণা লাভ করিতে পারেন। এ আন্দোলনের অবদান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আলেম সুবিখ্যাত ছিরতুন্নবীর স্বনামধন্য লেখক মরহুম আল্লামা সৈয়েদ ছুলায়মান নদভীর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তারাজেমে উলামায়ে হাদীছে-হিন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,

'মওলানা ইছমাঈল শহীদ যে আন্দোলনের উদ্বোধন করেন, উহা ফেকাহর দুই চারিটি মছআলার পরিবর্তনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং ইত্তেবা নবী (দঃ) এর মূলগত শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু আফছোছ, সে প্লাবনের জলরাশি এখন অতিক্রান্ত, যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা শুধু প্রবাহিত স্রোতধারার একটি ক্ষুদ্র রেখা মাত্র।"

"যাহা হোক এই আন্দোলন মুছলিম সমাজ—জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং উহারই প্রভাবে আমাদের পতিত যুগের নিস্তব্ধ আবহাওয়া ও নিস্পন্দ পরিবেশে যে আলোড়ন দেখা দেয়, উহাও আমাদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কল্যাণকর প্রমাণিত হয় এবং এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এই আন্দোলনের ফলে বহুবিধ বেদ্‌আতের মূলোৎপাটন ঘটে, তওহীদের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয়, কোরআন মজীদের শিক্ষাদান ও উহার ব্যাখ্যার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়, ফলে পবিত্র গ্রন্থের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সরাসরি সম্পর্ক নূতন করিয়া স্থাপিত হয়,—রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীছের পাঠন ও অধ্যাপনা, কল্যাণপ্রদ গ্রন্থ রচনা এবং উহার মুদ্রন ও

* তর্জুমানুল-হাদীছ, ৩য় বর্ষ, ৯—১০ম সংখ্যা, ৩৯৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচার-প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয় এবং একথা জোরের সঙ্গেই দাবী করা যাইতে পারে যে, ইছলাম-জগতের মধ্যে একমাত্র হিন্দুস্থানেই এই আহলে হাদীছ আন্দোলনের কল্যাণে এই সৌভাগ্যের গৌরব দাবী করিতে পারে। ফেকাহর বহু মছআলা নূতন করিয়া পরীক্ষিত হয়। কোন কোন স্থলে হয়ত কিছু বাড়াবাড়ি হয়, কিন্তু সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ণ কথা এই যে, মুছলমানদের অন্তর হইতে নবী (দঃ) এর পায়রবীর যে আগ্রহবোধ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল তাহা নূতন করিয়া দীর্ঘ সময়ের জন্য পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই ইছলামের চুল্লীতে জেহাদের যে অগ্নিশিখা নিভিয়া যাইতে বসিয়াছিল উহাতে পুনঃ অগ্নিস্ফুলিংগ নিক্ষিপ্ত হয় এবং উৎসাহের বহ্নি নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ফলে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, ওয়াহাবী ও বাগী (রাষ্ট্রদ্রোহী) এক ও অভিন্ন অর্থবোধক শব্দে পরিণত হইয়া যায়। এই অপরাধে কত লোকের মাথা কাটা পড়িয়া যায়, কত লোককে শূলে চড়ান হয়, কত নিরপরাধ ব্যক্তিকে সমুদ্রের মাঝে সুদূর কালাপানিতে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে এবং কারাগারের সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর বন্ধ থাকিতে হয় তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?"

"এই আন্দোলনের ভিত্তি তিনটি জিনিষের উপর স্থাপিত হইয়াছিল :

(১) এমারত বা খেলাফতের প্রতিষ্ঠা, (২) যাকাতের আদায় ও বিলি ব্যবস্থার একেকেন্দ্রীকরণ, (৩) ইছলামে প্রবিষ্ট যাবতীয় বিজাতীয় উপাদান ও বিধর্মীয় প্রভাব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া উহাকে পুনঃ উহার মূল উৎস কোরআন ও হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তিত করণ।"

অতঃপর আল্লামা নদভী সাধারণ ভাবে আহলে হাদীছ আলেমবৃন্দের তদ্‌রীছী ও তছনীফী খেদমতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং বিশেষ ভাবে ভূপালের নওয়াব আল্লামা ছিদ্দীক হাছান খান, শয়খুল কুল মওলানা ছৈয়েদ নযীর হোছায়ন (রহঃ), মওলানা শামছুল হক, মওলানা আবদুল্লাহ গাজীপুরী এবং মওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরীর বিচিত্র কর্মতৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

"দীর্ঘ দিন হইতে মুছলমানদের অন্তরে গোমরাহীর যে কালিমা মরিচার আবরণে তাহাদের—বিবেকবুদ্ধিকে ক্রমেই আবৃত করিয়া ফেলিতেছিল এই আন্দোলনের ফলেই উহা অপসারিত হইতে লাগিল। মানুষের মনে এই যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সত্য উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তার দ্বার অর্গলাবদ্ধ এবং ইজতেহাদের পথ চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—এই আন্দোলন উক্ত ভ্রান্ত ধারণারও নিরসন করিয়া দিল। কোরআন পাক ও হাদীছ শরীফের পঠন ও পাঠনে লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উহা হইতে সরাসরি দলীল প্রমাণাদি গ্রহণেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কাহারো কথিত কোন বাণীর সত্যাসত্য নির্ধারণ এবং কোন কিছুর প্রমাণ খুজিঁবার জন্য বিভিন্ন দুয়ারে ঘুরার পরিবর্তে হেদায়তের মূল উৎস কোরআন ও হাদীছের দিকেই এখন সকলে তাহাদের দৃষ্টি ও গতির মোড় ঘুরাইয়া দিল।"

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উহার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আরও বহু মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের সহিত সুসঙ্গতি রক্ষা কল্পে আমরা সেই লোভ সংবরণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমান যুগে এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা ও যোগ্যতম বাহক পূর্বপাক জমঈয়তে—আহলে হাদীছের সভাপতি হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের অত্যন্ত উপযোগী দুই একটি মাত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মর্ম কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন,

"কোরআন ও হাদীছের যে অমৃত মৃত পৃথিবীকে একবার পুনর্জীবিত করিয়াছিল, আজও তাহা—অপরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নীতি ও বিধান জগতকে নবরূপ ও বর্ণ প্রদান করিয়াছিল তাহার বৈপ্লবিক শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"কোরআন ও হাদীছের শিক্ষাকে সঠিক ভাবে প্রচারিত এবং তাহার আদর্শকে মুছলিম জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল এবং মানব জীবন সার্থক হইবে। ইহাই আহলে হাদীছ আন্দোলনের মর্মকথা।" *

পুনঃ—

"ইছলামের আমানতকে জগৎ-গুরু মানব-মুকুট বিশ্বনবী খাতেমুল মুর্ছালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে ভাবে, যে আকারে এবং যে উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা (আহলে-হাদীছগণ) দুনয়ার বুকে উহাকে সেই ভাবে ও উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।"

"...কুসংস্কার, গতানুগতিকতা, অন্ধ ভক্তি এবং মূর্খ বিদ্বেষের যে আবর্জনা পুঞ্জ ইছলামের পবিত্র দেহকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, নাস্তিকতা, অংশীবাদ এবং মানুষের রচিত ও কল্পিত নব নব মতবাদ,—থিওরী, সাধন ভজন প্রণালী ও আইন কানুন ইছলামকে যেভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, আমরা (আহলে হাদীছগণ) তাহা সহ্য করিনা। আমরা ইছলামকে চিরঞ্জীব, সর্বযুগোপযোগী এবং ইছলামের বাহক শ্রেষ্ঠতম রছুল (দঃ) কে খাতেমুল মুর্ছালিন বিশ্বাস করি, তাঁহার নবুওতের সাম্রাজ্যকে প্রলয়কাল পর্যন্ত যিন্দা ও অমর প্রমাণিত করিতে হইবে— এই গুরুভার প্রত্যেক উম্মতের স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করি।" †

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উহার বাহকগণের বিশ্বাস ও মতবাদ এবং প্রাণ চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতার যে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে উহাকে সামনে—রাখিয়া আমাদের আজিকার শুষ্কপ্রায় আন্দোলন এবং মৃতপ্রায় জামা'তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, উহার আদর্শ বিচ্যুতি ও লক্ষভ্রষ্টতার পরিমাপ করিতে হইবে এবং রোগের আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহা হইতে রেহাই পাওয়ার পথ আবিষ্কার করিতে হইবে।

আহলে হাদীছগণ মুছলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হইতে শের্ক ও বেদআতের কলুষ কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া খালেছ তওহীদ ও অবিমিশ্র ছুন্নতের প্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক দিকে আল্লাহর শাশ্বত কালাম কোরআন মজীদ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অবিকৃত ছুন্নতের সঙ্গে মুছলমানদের সাক্ষাৎ পরিচয় সাধন ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি—করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইছলামের পূর্ণ রূপায়ণ খেলাফতে রাশেদার আদর্শে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম ইছলামী রাষ্ট্র ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগপৎ ভাবে (১) কোরআন ও হাদীছের ইল্‌মী চর্চা ও উহারই আলোকে মুছলমানদের সংস্কারসাধন এবং (২) ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাধনা—এই দুই খাদেই প্রবাহিত হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টাদ্বয়ের মধ্যে কোন কোন সময় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, কোন সময় হয়ত রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কারণে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হইত কিন্তু সাধনার নিজস্ব স্থান হইতে এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র-প্রস্তুতিতে এবং মুছলমানদিগকে শের্ক ও বেদআতের পঙ্কিল খাদ হইতে উদ্ধার করিতে, কোরআন ও হাদীছের ইল্‌মী চর্চার সমগ্র মুছলিম জামা'তকে উৎসাহিত করিতে, অন্ধ তক্‌লীদ ও গতানুগতিকতার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া ইজ্‌তেহাদ ও স্বাধীন চিন্তার দুয়ার অবারিত করিয়া দিতে, পীর প্রথা ও কবর পূজার অন্ধ আবেগ মুছলিম জনমন হইতে মুছিয়া ফেলিতে এবং সামাজিক সংস্কার ও সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে সঠিক ধর্মীয় প্রেরণা যোগাইতে এই আন্দোলনের নেতা ও সৈনিকবৃন্দ যে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা পাক-ভারতের—ধর্মীয় পুনর্জাগরণ এবং আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু বর্তমানে উক্ত আন্দোলনের অবস্থাটা কী?

* তর্জুমানুল হাদীছ, প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ পৃঃ।
† সভাপতির অভিভাষণ, ঐ, ১৮ পৃষ্ঠা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহলে হাদীছ রূপে পরিচিত বিরাট মোহাম্মদী—জামা'তের সত্যকার চেহারা কী দাঁড়াইয়াছে, উহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কোন্ পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে? যে মহান আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া এবং যে উৎসাহ ও উদ্যম বুকে বাঁধিয়া উহার ধারক ও বাহকগণ, সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ অদম্য তেজে আন্দোলনের বিভিন্ন শাখায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, জামা'তের ছোট বড় অনেকেই যে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দ্বীনী জোশে এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন কিম্বা পিছন হইতে সমর্থন জোগাইয়া চলিয়াছিলেন, যে একাগ্রতা এবং আন্তরিকতার সহিত ইছলামের বিধি বিধান সমূহ প্রতিপালন ও ছুন্নতের পাবন্দী করিয়া এবং নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ হইতে নিজেদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতেও বাহবা অর্জন করিতেছিলেন, আজ সে উৎসাহ ও উদ্যম, সে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা কোন শূন্যে মিলাইয়া গেল! সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহারা মুছলিম সমাজ জীবনে কেতাব ও ছুন্নতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সাধনায় আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের শাশ্বতবাণীর ব্যাপক প্রচার প্রচেষ্টায় অনেকাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়া এবং নিজেদিগকে খাঁটি—মুছলমানরূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরবের যে সুউচ্চ আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন আজ তাহা হইতে কোন্ অধঃস্থলে নামিয়া আসিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করার মত বোধ শক্তি ও অনুভূতিও হারাইয়া—ফেলিয়াছেন।

আমরা আহলে-হাদীছ জামা'তের এই আদর্শ বিচ্যুতি, দ্বিধাবিভক্তি এবং চেতনাহীনতার কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ জামা'তী জীবনে উহার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া আজিকার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

মুহাদ্দেছ শাহ ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত আহলে-হাদীছ আন্দোলনের লক্ষত্রয়কে সম্মুখে রাখিয়া হিন্দে উহার সর্বশেষ আন্দোলনের সক্রিয় নেতা এবং, তৎপরবর্তী বাহকগণ তাঁহাদের কর্মতৎপরতার প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেন। এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং আলেম ও কর্মী প্রস্তুতি, দেশের প্রান্তে প্রান্তে তাঁহাদের মধ্যস্থতায় তবলীগ ও ইছলাহের কার্য পরিচালনা এবং ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দৃঢ় হস্তে তরবারী ধারণ এবং জেহাদের মাঠে শাহাদৎ বরণ একই সময়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে চলিতে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অতি অল্প কাল পরেই নিগূঢ় কোন কারণে এই আন্দোলনের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার যোগাযোগ সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমন্বয় সম্ভাবনার মূলে বিভেদের বিষ ঢুকিয়া যায়। ফলে আন্দোলনের গতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন গতিধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

সর্বগুণ সম্পন্ন, বহুমুখী প্রতিভা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী যশস্বী নেতার অভাব আন্দোলনের দ্বিধা বিভক্তি ও দুর্বলতার পথকে প্রশস্ত করিয়া তোলে। কোন দল নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীন শিখ ও ব্রিটীশের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা-শূন্য, নামমাত্র জেহাদ পরিচালনাকেই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য অথবা—প্রধানতম উদ্দেশ্য রূপে স্থির করিয়া লয়, ফলে অন্যান্য লক্ষ্যগুলি উপেক্ষিত হয়।

কেহ কেহ কেবল ধর্মীয় শিক্ষা-কোরআন ও হাদীছের দর্স ও তদরীছের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং ব্যক্তি জীবন ও জামা'তী যিন্দেগীতে ছুন্নত—মোতাবেক ধর্মের ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের সনিষ্ঠ প্রতিপালনের উপর বিশেষ ঝোর দিতে থাকেন। ফলে দ্বীনী শিক্ষাগারসমূহ হইতে বহু আলেম-ব-আমল বাহির হইয়া আসেন। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রচার ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে দিকে দিকে শরীঅতের পাবন্দ দ্বীনদার বহু 'মোহাম্মদী জামা'ত গঠিত হয়। কিন্তু বেদনাদায়ক হইলেও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, আখেরাতে মুক্তি লাভের চিন্তায় ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ এবং চারিত্রিক সংশোধনের উপর বিশেষ ঝোর দিতে গিয়া ইছলামের—পার্থিব দিক অর্থাৎ মুছলমানদের জাগতিক সুখ শান্তি ও গৌরব বৃদ্ধি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইছলামের মহিমময় অবদান এবং উহার বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নটিকে উক্ত আলেম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমাজ এড়াইয়া যান।

ফলে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে তাঁহারা ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইছলাম বিরোধী বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চিন্তাধারার প্রসার ও প্রচারণার মোকাবেলা করার শক্তি ও যোগ্যতা অনেকটা হারাইয়া ফেলেন। শেষোক্ত মন্তব্য শুধু আহলে হাদীছ আলেমগণের— উপরই প্রযোজ্য নয়। সাধারণ ভাবে সমস্ত আলেম সমাজকেই উহা স্পর্শ করিবে। আহলে হাদীছ বা অন্য কোন দ্বীনী জামা'তের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এই ত্রুটী এবং অবহেলার প্রতিই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে। দ্বীন ও দুনিয়া, মযহব ও ছিয়াছত, আখেরাত ও প্রত্যক্ষীভূত ইহজগত, আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং জীবিকা উপার্জনের অনুমোদিত কার্যকলাপ সমস্তই যে স্বভাব ধর্ম ইছলামের পূর্ণ বিকশিত সামগ্রিক সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ এ কথা যেন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সমাজের স্বাভাবিক নেতা আলেম সমাজ শুধু ইছলামের মযহবী দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখায় অপর অংশের নেতৃত্বে যে শূন্যতা দেখা দেয় তাহা পূরণের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মন্ত্রে দীক্ষিত ইংরাজী পড়ুয়ার দল আগাইয়া আসেন। ফলে সমাজের একক নেতৃত্ব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। শেষোক্ত নেতৃত্বের আওতায় প্রত্যক্ষ লাভালাভ, সরকারের সহিত সংযোগ এবং আর্থিক কিম্বা অন্যবিধ সার্থবোধ বিজড়িত থাকায় পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় এই নেতৃত্বই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসে এবং নিছক ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। অনেক স্থলে ধর্মীয় নেতাদের পরমুখাপেক্ষিতা এবং হীনমন্যতা তাঁহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষিতদের উপেক্ষা ও জনসাধারণের কৃপার পাত্র করিয়া তোলে এবং ক্রমে তাঁহাদের নেতৃত্বের অধীন গণ্ডিবদ্ধ জামা'ত সমূহ প্রবল ভাঙ্গনের সম্মুখীন হইয়া পড়ে।

উপরের আলোচনায় আমরা জামা'ত শব্দের পূর্বে ইচ্ছাপূর্বক **গণ্ডিবদ্ধ** বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছি। ইহার কারণ আমাদের মধ্যে কোন দিন ঐক্যবদ্ধ সুসংহত একক জামা'ত গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অতীতের দিকে যখন আমরা যথাসাধ্য আমাদের দৃষ্ট প্রসারিত করিয়া তাকাই, দেখিতে পাই বাংলার আহলে হাদীছ সমাজ অসংখ্য জামা'তে বিভক্ত! একেক জামা'তের পুরোভাগে একেক জন পীর ছাহেব বিদ্যমান! আনুষ্ঠানিক ইবাদৎ-বন্দেগীর উপর যোর প্রদান, কোরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে মছলা মাছায়েল জারিকরণ, শের্ক ও বেদ্আতের উৎপাটন, সামাজিক শাসন তাম্বি, প্রভৃতি তাঁহারা নিষ্ঠার সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে চালাইয়া যাইতেন এবং ব্যক্তিগত অথবা দলগত ভাবে কোন কোন স্থানে কোরআন ও হাদীছের পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থাও করিতেন। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইল্মী চর্চা, দর্ছ ও তদরিছের উচ্চাঙ্গ ব্যবস্থা এবং তব্লীগের কোন সুষ্ঠু আয়োজন করিয়া যান নাই।

ইছলাহ ও তব্লীগে দ্বীনের ব্যাপারে এক পীরের সহিত অন্য পীরের সহযোগিতা, এক জামা'তের সহিত অন্য জামা'তের মেলামেশা ও হৃদ্যতার সম্পর্কও স্থাপিত হইতে পারে নাই। নীতি হিসাবে কোরআন ও আহাদীছে ছহীহাকেই ইবাদৎ, মছলা মছায়েল এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে শরীঅতের মূল উৎসরূপে গ্রহণ, শের্ক ও বেদ্আতের উৎসাদন, তক্লীদের নিন্দা এবং ইজ্তেহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হওয়া সত্ত্বেও দেশে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জামা'ত গঠন কিম্বা মিলিত কোন সংগঠন কায়েমের চেষ্টা কেহ করেন নাই। বরং ছোট খাট এবং গুরুত্বহীন মছলা মছায়েলে এখতেলাফের উপর হিংসা বিদ্বেষ পাকিয়া উঠে এবং বাদপ্রতিবাদের ঝড় অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠে। এই বেদনাদায়ক সঙ্কীর্ণতা এবং কূপমণ্ডূকতা বংশ পরম্পরায় চলিতে থাকে এবং গদ্দীনশীন পীর ছাহেবানের ক্রমসঙ্কুচিত ইল্মী যোগ্যতা, আমলের শিথিলতা, জামা'ত পরিচালনায় দুর্বলতা এবং জামা'তের জাগ্রত মস্তক কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন আলেমের নূতন পীরগীরি কায়েমের চেষ্টা অভ্যন্তর হইতে এই গণ্ডিবদ্ধ জামা'তের দুর্বল ভিত্তিকে আলোড়িত এবং টলটলায়মান করিয়া তোলে।

প্রচলিত পীর প্রথার যোগ্য-অযোগ্য-নির্বিশেষে বংশানুক্রমিক ছিলছিলা এবং আপন পীরের উপর মুরীদ দলের অন্ধ বিশ্বাস ও বিচারহীন তকলীদ আর যাই হোক আহলে-হাদীছ মতবাদের সহিত যে সুসমঞ্জস নয়, সে কথা না বলিলেও চলিতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধ জামা'ত গঠনের পক্ষে এই পীর প্রথা কোন কালেই সহায়ক প্রমাণিত হয় নাই বরং অধিকাংশ স্থলে প্রতিবন্ধক রূপেই বিরাজ করিয়াছে।

* * * * *

হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সহরের দ্বীনী মাদ্রাছাসমূহ হইতে কোরআন ও হাদীছের শিক্ষা সমাপন করিয়া আমাদের আলেম সমাজের একটি বড় অংশ ব্যক্তিগত ভাবে তবলীগে দ্বীনের কাজ চালাইয়া যাইতেন, ইঁহাদের অনেকে মছজিদের খতীব ও ইমামের দায়িত্বও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু দেশ বিভক্তির ফলে চির দিনের জন্য বাংলার আহলে হাদীছগণের সে সুযোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় গোটা পূর্ব পাকিস্তানের কুত্রাপি কোরআন ও হাদীছের দর্স এবং আহলে হাদীছ মতবাদের শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে কোন খালেছ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নাই। এই লজ্জাস্কর অভাব বর্তমান আহলে হাদীছ সমাজের জন্য যেমন কলঙ্কজনক তেমনই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক নিরাশব্যাঞ্জক বার্তা এবং অশুভ ইংগীত বহন করিতেছে!

পূর্বে পীর এবং আলেম ছাহেবান স্ব স্ব মুরীদ মু'তাকেদ এবং প্রভাবাধীন লোকদের আকীদা ও আমল সংশোধনের জন্য ইছলামের অবশ্যকরণীয় ফরজ কাজ এবং নবী (দঃ) নির্দেশিত ছুন্নত সমূহ নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালনের জন্য প্রচুর তাকীদ দিতেন এবং চেষ্টা তদবীর চালাইতেন। তাঁহাদের নিজেদের ছুন্নতের পাবন্দি ও চারিত্রিক সৌন্দর্য জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত এবং তাঁহাদের অনুকরণ ও অনুসরণের প্রেরণা যোগাইত। কিন্তু সে সব আজ অতীতের স্মৃতিতেই পর্যবসিত! ছুন্নতের অনুসরণ দূরে থাক, আজ অবশ্যকরণীয় ফরয অনুষ্ঠানগুলিও অধিকাংশ আহলে-হাদীছ নামধারীগণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহুবিধ বেদআত, হারাম এমন কি কোন কোন স্থলে শেরেকী কাজে লিপ্ত হইতেও অনেকে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেনা! জামা'তের এক বিরাট অংশ বিশেষ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে সাধারণ ভাবে—সঙ্কোচশীলতা এবং হীনমন্যতার দুরারোগ্য ব্যাধি এমনই ভাবেই পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহারা অনেক স্থলে কথায় কিম্বা আমলে নিজেদের পরিচয় দান—করিতেও দ্বিধাবোধ করিয়া থাকে।

অতীত গৌরবের স্মৃতিবাহক মহিমান্বিত পূর্ব পুরুষদের অযোগ্য বংশাধরগণের আকীদায় এই—দুর্বলতা, ইত্তেবায়ে ছুন্নতে এই শিথিলতা, ঈমানী জোশে এই তেজহীনতা এবং আত্মপরিচয় প্রকাশে এই দ্বীধগ্রস্ততা আহলে হাদীছ জামা'তকে কোন্ অধঃস্তলে নামাইয়া আনিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করার, বেদনা বোধের এবং তজ্জন্য চোখের দুই বিন্দু অশ্রু ফেলার জন্য আজ কোথায় কয়জন লোক অবশিষ্ট রহিয়াছে?

হৃদয়ের আবেগ কাহাকেও স্পর্শ করিবে মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছিনা, জামা'তের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্বয়ং আলেম ছাহেবান তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে দ্বীনী তা'লীম ও আরবী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দ্বীনের হেফাযতের একমাত্র উপায়টিরও মূল কর্তিত করিয়া দিতেছেন! যাঁহারা গত হইতেছেন তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য কেহই অবশিষ্ট রহিতেছেননা! জ্ঞানবৃদ্ধ হক্কানী আলেমের অভাব তীব্র ভাবে দেখা দিয়াছে। এই অভাব অদূর ভবিষ্যতে তীব্রতর আকার ধারণ করিয়া জামা'তী যিন্দেগীতে যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিবে তাহা ভাবিতেও অন্তর কম্পিত হইয়া উঠে।

মড়ার উপর খাড়ার ঘা স্বরূপ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতা, নীতি-হীনতা ও ভোগ—সর্বস্বতার ছয়লাব এবং নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্টিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মতবাদের ঘোর প্রপাগাণ্ডা দুর্বল-আকীদা ও ভাব-প্রবণ যুবকশ্রেণীর অন্তরে এক সর্বনাশা ভাঙনের নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ফলে প্রতিটি গৃহ আজ রক্ষণশীল আর ধ্বংসশীল এই দুই বিরুদ্ধবাদী শক্তিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধ্বংসশীল অংশের কর্ম-তৎপরতায় পুরাতন জামা'তী যিন্দেগীর নিম্নতম—বাঁধনগুলিও আজ ছিন্ন হইতে চলিয়াছে!

এই ধ্বংসশীলতার গতিরোধ করিতে না পারিলে জামা'তকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। জামা'তের অস্তিত্ব রক্ষা, উহার সংশোধন, পুনর্গঠন এবং বিভক্ত জামা'তগুলির ভিতর ঐক্য স্থাপন ও সঙ্ঘবদ্ধতা আনয়ন সঠিক ভিত্তিতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের পরিচালনা, উহার শক্তিবৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি জামা'তের চিন্তাশীল দরদী ব্যক্তিদের বাস্তবদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আজ এখানেই প্রবন্ধের দ্বার টানিতেছি। সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বাস্তব বুদ্ধি লইয়া বিভিন্ন তরফ হইতে এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়।

আশ্চর্য্য প্রদীপ

—আতাউল হক, তালুকদার

'আলেফ-লায়লা' রচয়িতা কবি, তোমার শকতি দিয়া
অত্যদ্ভুত দান 'আলাদীনে' দিলে যাহা এই দুনইয়া
প্রত্যক্ষ করেনি কস্মিন কালেও; 'আশ্চর্য্য প্রদীপ' দিলে,
ক্ষমতার মহাযক্ষপুরী তাহা,—ঘষিলেই সব মিলে!

কিন্তু কবি, সে ত কল্পনার কথা—নিছক স্বপন-খেলা,
এ-বিশ্বেও আছে 'আশ্চর্য্য প্রদীপ—ক্ষমতার সত্য শালা,
তা'রেও ঘষিলে লক্ষ দৈত্য আসে—ঘষিলেই সব মিলে!
এ-সত্য-প্রদীপ দেখ নাই বন্ধু? গিয়েছ তাহারে ভু'লে?

খোদার হাবীব নূর-নবী এসে কোন এক পুণ্য প্রাতে
দিয়ে গেল সেই অমূল্য রতন মানুষের হাতে হাতে!
ঘষিলেই তা'রে লক্ষ লক্ষ দৈত্য গোলামের সাজ ধরি'
দাঁড়ায় আসিয়া; বলে, ওগো প্রভু, বল কী করি কী করি?
ইঙ্গিত মাত্রই পূর্ণ মনস্কাম, যাহা ইচ্ছা তাই হয়;
সত্য কথা ইহা, নহে গো স্বপন, নিছক কল্পনা নয়!

নিঃস্ব বিশ্ববাসী 'আলাদীন' প'ড়ে দীরঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি';
জহুরী ঘুমায়, ঝিনুকের বুকে মাণিক কাঁদিছে তা'রি!

www.ahlehadeethbd.org

মুছলিম বীর-জায়া

—আবুল কাছিম কেশরী বিদ্যাবিনোদ

নর ও নারীর সমবায়ে সমাজ ও জাতির গঠন। যে সমাজে নরের সংগে নারীর সহযোগিতা নেই, সে সমাজ দুর্বল, সে জাতি বীর্যবান নয়। ইছলামের প্রাথমিক যুগের মুছলিম ললনারা সামাজিক, ধর্ম-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সকল স্তরের প্রতি কার্যে পুরুষের সাথে থেকে সমাজ ও জাতিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে সমাসীন ও উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত করতে সহায়তা করেছেন। অত্র প্রবন্ধে মাত্র ৩ জন বীর মুছলিম মহিলার পরিচয় প্রদান করবো। তাঁরা কি ভাবে ইছলামের সেবায় ধর্ম যুদ্ধে যোগদান করে নিজেদের সাহস ও বাহুবলের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন, তার সামান্য পরিচয়দানের চেষ্টা করব।

১

উম্মুল্ মু'মীনিন হযরত আএশা ছিদ্দীকা আঁ-হযরতের (ছাঃ) জীবদ্দশায় বহু যুদ্ধে তাঁর সংগে শরীক হয়েছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি সেবিকা রূপে আহতদের পানী পান করাতেন এবং ঔষধ দ্বারা—আক্রান্ত স্থানে পট্টি বেঁধে দিতেন। তিনি জংগে জমলে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে সৈন্যগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত ও সৈন্য পরিচালনা করতঃ অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

২

উম্মে ছুলাইম সম্বন্ধে ছহী মুছলিম শরীফে উল্লিখিত হ'য়েছে যে, আঁ-হযরত (ছাঃ) প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে উম্মে ছুলাইম ও কতিপয় আনছার রমণীকে সংগে রাখতেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হতেন, তখন এ মহিলাগণ সৈন্যগণকে পানী পান করাতো এবং আহতগণের ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে দিতো। উহুদ যুদ্ধে কাফির সৈন্যগণ সুযোগ পেয়ে যখন সাধারণ আক্রমণ শুরু করে, এবং অবলীলা-ক্রমে আঁ-হযরতের (ছাঃ) সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, তখন এই মহিলা নিজেকে ঢালের মত আঁ-হযরতের (ছাঃ) ছামনে রেখে তীর আর নিযার আঘাত খেয়েও তাঁকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে তিনি অন্তঃসত্বা অবস্থায় যোগদান—করেন। তিনি হাতে খন্জর ধারণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ইত্যাকার অবস্থা দর্শন করে, আঁ-হযরতের (ছাঃ) নিকট গিয়ে এ কথা জানান। আঁ-হযরত (ছাঃ) তখন উম্মে ছুলাইমকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে উম্মে ছুলাইম বল্-লেন—যদি কোন মুশরিক নিকটে আসে, তবে তার পেট ফেড়ে দেবো। আঁ-হযরত (ছাঃ) শুনে হাস্য করলেন। পরে উম্মে ছুলাইম পলায়মান শত্রুদের হত্যার জন্য আদেশ চাইলেন, তদুত্তরে হুযুর (ছাঃ) বল্লেন—আল্লাহই ওদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

৩

ইবনি হিশাম, হালবী, ইছাবা, প্রভৃতি ইতিহাস ও চরিতাভিধানে নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি উল্লিখিত হয়েছে। —উম্মে আম্মারা —প্রকৃত নাম নুছাইবা —উহুদ যুদ্ধে বীবী আএশা প্রভৃতি সহ শুশ্রূষা কারিণী রূপে যোগ দিয়ে আহত সৈনিকদের জল-দান ও অন্য প্রকার সেবায় রত আছেন। এমন সময় খবর পেলেন যে, মুছলমান সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং কুরাইশ সৈন্য হযরতকে (ছাঃ) আক্রমণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র উম্মে আম্মারা কাঁধের মশক ও হাতের আবখোরা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তীর ধনুক ও তরবারী হস্তে দ্রুত আঁ হযরতের (ছাঃ) নিকট ছুটে গেলেন। সে সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত রছুলুল্লাহ্কে (ছাঃ) প্রাণ দিয়েও রক্ষায় ব্যস্ত আছেন। উম্মে আম্মারা সিংহীনি বিক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রু পক্ষের উপর তীর বর্ষণ করে' কুরাইশ কুল ধ্বংস করিতে লাগলেন। যখন তীর ফুরিয়ে গেল, তখন

www.ahlehadeethbd.org

সমস্যার সমাধান পদ্ধতি

(২৮৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

করার অপরিহার্যতাও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(৭) প্রবাসী ও রোগীর জন্য যোহর ও আছর অথবা মগরিব ও এশার নমায জমা করিয়া পড়ার সকলেই অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য রোযা কাযা করার অনুমতিও সর্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

(৮) দরূদ শরীফ পাঠ না করিলে যে নমায সিদ্ধ হয়না ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমত হানাফী ও শাফেয়ী সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

(৯) বস্ত্রে টাকার পরিমাণ স্থানে মলমূত্র প্রভৃতি নাপাকী লাগিয়া থাকিলে যে নমায সিদ্ধ হইবে না, ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমত হানাফীগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

(১০) রুকূ ও ছিজ্‌দায় কিছুটা বিলম্ব করা যে অত্য বশ্যক একথাও উভয় পক্ষই মানিয়া লইয়াছেন।

(১১) ফার্‌ছী অথবা উর্দূ, বাংলা কিংবা অন্য কোন ভাষায় কোরআনের তরজমা পাঠ করিলে নমায যে সিদ্ধ হইবে না পরন্তু নমাযের বিশুদ্ধতার জন্য মূল আরাবী কোরআনই পাঠ করিতে হইবে, ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতও হানাফী বিদ্বানগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

(১২) 'হিবা' বা দান শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হইবেনা, বিবাহের জন্য সুস্পষ্ট ভাবে যে বিবাহ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে একথাও উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্রমশঃ

(৩১১ পৃষ্ঠার পর)

ধনু ফেলে উলঙ্গ তরবারী হস্তে অগ্রগামী শত্রু সৈন্যর উপর আপতিত হলেন। শত্রুর তীর, বর্ষা ও তরবারীর আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত হয়ে গেলো, অথচ সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজ কর্তব্যে তিনি রত, এমন সময় এক ঘোড়-ছওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে আঁ-হযরতকে (ছাঃ) আক্রমণ করতে এলো। উম্মে আম্মারা বিদ্যুৎ গতিতে তার উপর আপতিত হলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তাকে ভূপাতিত করে ফেললেন। উহুদ্ যুদ্ধের বর্ণনা কালে স্বয়ং রছুলুল্লাহ্ (ছাঃ) এ বীরাংগনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই দেখি —উম্মে আম্মারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন।

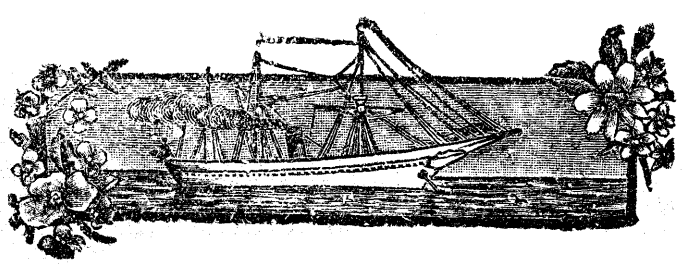

www.ahlehadeethbd.org

الأسئلة والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

نحمد الله العظيم و نصلى و نسلم على رسوله الكريم -

سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم *

৫১। মোঃ আবদুছ্ছালাম মিয়া।
গ্রাম—সারাই বিদ্যাপাড়া
পোঃ—হারাগাছ যিলা—রংপুর (ই, পি)

প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

(১) জেম্‌স (James), জিন্‌স্ (Jeans) প্রমূখ পণ্ডিত-গণ সূর্যের মৃত্যুমুখী অবস্থার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পণ্ডিতের জন্মগ্রহণের প্রায় তেরশত বৎসর পূর্বেই জনৈক বেদুইনের পুত্র প্রচার করিয়াছিলেন যে, মহা প্রলয়ের প্রাক্কালে সূর্য জ্যোতিহীন এবং উর্ধজগত বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। প্রলয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্যের সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও বিধ্বস্তির জন্য কোন স্রষ্টা, নিয়ামক ও সংহারকের প্রয়োজন নাই—এ উক্তির পিছনে হঠ-কারিতা ব্যতীত কোন প্রমাণ নাস্তিকরা উপস্থাপিত করিতে পারে নাই। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন যুগে পণ্ডিতগণ যাহা স্বিরীকৃত করিয়াছেন হাজার বৎসরেরও পূর্বে রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ তাহা উচ্চারিত হওয়ায় বিচারবুদ্ধসম্পন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের কাছে নবুওতের চরম সত্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। কোন জীব বিশেষের পক্ষে সূর্যের কিরণ অসহ্য বোধ হইলে তাহার জন্য সূর্যের অপরাধ কি?

৫২। অনাত্মীয় নরনারীর অবাধ যোগাযোগ

(২) স্বাস্থ্য লাভের জন্য যেরূপ স্বাস্থের কতকগুলি বিধি বিধান অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় তেমনি আত্মশুদ্ধির জন্য কতিপয় নীতি নৈতিকতার ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া চলা অপরিহার্য। যে সকল সমাজের ভিতর নর নারীর অবাধ মিলন প্রচলিত রহিয়াছে সংযমের যত বড় মিথ্যা বড়াই তাহারা করুক না কেন অবৈধ সন্তান ও ভ্রূণ হত্যার বাড়াবাড়ি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার অবৈধ সন্তানদের এবং সমাজের চারিত্রিক অধঃপতনের রপোর্ট যাহারা অবগত আছে তাহাদের পক্ষে এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য যাহারা ব্যভিচার এবং পাপাচরণে লিপ্ত থাকার কার্যকেই সংযমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ঢাক পিটাইয়া বেড়ায় তাহাদের কাছে এসকল উক্তির কোন মূল্য নাই। কারণ তাহাদের পরিভাষায় ও পরিগৃহীত দর্শন শাস্ত্রে নীতি নৈতিকতার মানকে নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৫৩। বাদ্য ভাণ্ডের মুখে আল্লাহর গুণগান

(৩) আল্লাহর গুণগান হৃদয়হীন যন্ত্রের মুখে উচ্চারিত হওয়ার কোন সার্থকতাই নাই। সকল পূণ্য ও সৎকার্যের মূলে ভক্তি, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সর্বা-পেক্ষা অধিক আবশ্যক। গ্রামোফন, হারমোনিয়ম ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রের ভিতর এই নিষ্ঠা ও ভক্তির স্থান কোথায়? এগুলি বেঈমানদের আমোদ প্রমোদের সামগ্রী হইতে পারে বটে, কিন্তু ঈমানদারদের পক্ষে বাদ্য যন্ত্রের চর্চা হৃদয়হীনতার নামান্তর মাত্র।

৫৪। মওঃ মোহাম্মদ ছাআদতুল্লাহ, সাং ইকুরিয়া
পোঃ ধামরাই, যিলা ঢাকা।

মুছাফাহা—এক হস্তে না দুই হস্তে?

কোন মুছলমানের সহিত অন্য কোন মুছলমানের সাক্ষাৎকার ঘটিলে ছালাম ও মুছাফাহার রীতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পালন করা যে মশ্‌রূ ও ছুন্নত সে বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। ইমাম নববী লিখিয়াছেন, সাক্ষাৎকারের মুছাফাহা ছুন্নত হওয়া সম্পর্কে বিদ্বানগণ একমত হইয়াছেন,— ফত্‌হুল-বারী, ১১শ খণ্ড, ৪৩ পৃঃ।

المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقى -

মুছাফা'হার তাৎপর্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সর্বপ্রথম উহার আভিধানিক অর্থ এবং— মুছাফাহার পদ্ধতি অবগত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসংগে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ইহা জানিয়া রাখা ভাল যে, মুছাফাহার রীতি রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবাবিষ্কৃত হয় নাই। আশুরার রোযা ও খত্‌না প্রভৃতি অপরাপর কার্যকলাপের ন্যায় রছুলুল্লাহ— (দঃ) মুছাফাহার পূর্ববর্তী রীতিকে বলবৎ রাখিয়াছিলেন মাত্র। ফত্‌হুলবারী গ্রন্থে রুয়ানীর মছনদের বরাতে হাফিয ইবনে হজর, বরা' বিনে আযিবের প্রমুখাত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিলে তিনি আমার সহিত মুছাফা'হা করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম, হে— আল্লাহর রছুল (দঃ), আমার ধারণা ছিল যে, ইহা আযমীদের (যাহারা আরব নয়) রীতি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, মুছাফাহা করার আমরাই অধিকতর হকদার।—ফত্‌হুলবারী (১১) ৪৩ পৃঃ।

لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فصافحنى - فقلت يا رسول الله ظننت احسب ان هذا من زى العجم - فقال نحن احق بالمصافحة -

(মুছাফাহার আভিধানিক তাৎপর্য)

সুপ্রসিদ্ধ আরাবী শব্দকোষ কামূছ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, মুছাফাহা তাছাফুহের অনুরূপ, উহার অর্থ হইতেছে হস্ত ধারণ করা। —(১), ২৩৪ পৃঃ।

والمصافحة الاخذ باليد كالتصافح -

উহারই ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাজুল অরূছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন মানুষ নিজের হাতের তলা অপর মানুষের হাতের তলায় স্থাপন করে এবং উভয়ের— হাতের তলা মিলিত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের মুখামুখী হইয়া পড়ে সেই অবস্থাকেই বলা হয় এক মানুষ অপর মানুষের সহিত মুছাফাহা— করিতেছে। ইহা ছফহ শব্দের মুফা'আলা ওযনে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে, ইহার অর্থ হইতেছে এক হাতের তলার সহিত অপর হাতের তলাকে আঁকড়াইয়া ধরা এবং পরস্পর মুখামুখী হওয়া। গ্রন্থকার এই অর্থের জন্য আরাবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম শব্দকোষ লিছানুল আরাব, জমখ্‌শরীর আছাছ ও তহ্‌জীবের বরাত প্রদান করিয়াছেন।

و اذا وضع صفح كفه فى صفح كفه و صفحا كفيهما و جهاهما و هى صفا علة من الصفح وهو الصاق صفح الكف بالكف واقبال الوجه بالوجه -

এড্‌ওয়ার্ড উইলিয়ম লেন তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত Lexicon এ মুছাফাহা সম্পর্কে লিখিতেছেন, The taking by the hand হস্তদ্বারা গ্রহণ করা। The putting the hand of one in the hand of another in meeting & saluting or the making the palm of the hand to the hand of another & turnig face to face. صافحته I applied my hand to his hand, I put the palm of my hand upon the palm of his hand, অর্থাৎ একজনের হস্ত অপরের হস্তে প্রদান করা, সাক্ষাৎকার অথবা ছালামের কালে। একজনের হাতের তলা অপরের হস্তে দেওয়া এবং মুখামুখী ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়ান। ছাফাহ্‌তুহু শব্দের অর্থ আমি আমার হস্ত তাহার হস্তে দিলাম। আমি আমার হাতের তলা তাহার হাতের তলায় স্থাপন করিলাম —(১) ৪র্থ ভাগ, ১৬৯৫ পৃঃ।

মিছ্‌বাহুল মুনীর নামক অভিধান গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, আমি তাহার সহিত মুছাফাহা করিলাম অর্থাৎ আমার হস্তকে তাহার হস্তে প্রসারিত করিয়া দিলাম—১৫৬ পৃঃ।

وصافحت مصافحة افضيت بيدى الى يده -

জওহরী ছিহাহ্‌ নামক অভিধান গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মুছাফাহা ও তাছাফুহ্‌ হস্ত ধারণ করা—মুখ্‌তছরুছ্‌ছিহাহ, ৮৫ পৃঃ।

المصافحة والتصافح الاخذ باليد -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুন্তাহাল আরব গ্রন্থে পরস্পরের হাত ধরা-ধরিকে মুছাফাহা বলা হইয়াছে। — دست یکدیگررا گرفتن

মুন্তখব গ্রন্থেও অনুরূপ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। ছুরাহ নামক প্রচলিত ও সর্বজনবিদিত অভিধানে লিখিত আছে, মুছাফাহা ও তাছাফুহ একজনের হস্ত দ্বারা অপরজনের হস্তধারণ করা—ছুরাহ, ১০৪ পৃঃ। — مصافحہ تصافح دست یک دگررا گرفتن

হানাফী মুহাদ্দিছ শয়খ আবদুল হক দেহলভী মিশকাতের ফারছী ভাষা গ্রন্থ আশি'য়াতুল লুমআৎ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুছাফাহা ও তাছাফুহ সম অর্থবোধক, পরস্পরের হাত ধরা। মুছাফাহার অবস্থায় একজনের হাতের তলা অন্যজনের হাতের তলায় মিলিত হয়—(৪), ২২ পৃঃ। — المصافحة والتصافح دست یکدیگررا گرفتن وصفح دراصل بمعنی عرض یعنی پهناست ـ درمصافحه کف یکے بعرض کف دیگرے میرسد ـ

ইবনে আছীর তদীয় অভিধান নিহায়া গ্রন্থে লিখিতেছেন, সাক্ষাতের সময় মুছাফাহার হাদীছ ইহা—মুফাআলার ওযনে গঠিত। ইহার তাৎপর্য হইতেছ, হাতের তলাকে অপর হাতের তলার সহিত মিলিত করা এবং পরস্পরের মুখামুখী হওয়া। — ومنه حديث المصافحة عند اللقاء وهى مفاعلة من الصاق صفح الكف بالكف واقبال الوجه على الوجه ـ

মজমউল বিহার গ্রন্থেও মুছাফাহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—(২), ২৫০ পৃঃ।

মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে মোল্লা—আলী কারী হানাফী লিখিয়াছেন, প্রসারিত হাতের তলায় অপর হাতের তলা ধারণ করাকে মুছাফাহা বলে। — المصافحة هى الافضاء بصفحة اليد ـ

কছ্তল্লানীও বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—(৯), ১৪ পৃঃ।

বুখারীর প্রসিদ্ধতম ভাষ্য গ্রন্থ ফত্হুল বারীতে লিখিত হইয়াছে,—ছফহ হইতে মুফাআলার ওযনে মুছাফাহা ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে এক হাতের তলা দিয়া অপর হাতের তলা আঁকড়াইয়া ধরা—(১১), ৪৩ পৃঃ। — وهى مفاعلة من الصفحة والمراد بها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد ـ

ফলকথা, আভিধানিক ভাবে মুছাফাহার তাৎপর্য হইতেছে এক হস্তের তলা দিয়া আর এক হস্তের তলা আঁকড়াইয়া ধরা। উভয়ের উভয় হস্ত পরস্পরের সহিত মিলিত করার কার্যকে মুছাফাহা বলা যাইতে পারেনা। আরাবী সাহিত্যে যাহার ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে তাহার পক্ষে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত উভয় হস্তকে অপর ব্যক্তির—উভয় হস্তের সহিত মিলিত করিলে এক হাতের পিঠ ও অপর হাতের তলা অন্য ব্যক্তির এক হাতের পিঠ ও অপর হাতের তলার সহিত মিলিত হইবে এবং এইরূপ ভংগীর হস্তপীড়নকে আরাবী ভাষায় মুছাফাহা বলা চলিবেনা। আরাবী ভাষার কোন অভিধানে চারি হস্তের সংযোগকে মুছাফাহা বলিয়া—অভিহিত করা হয়নাই এবং মুছলমান ব্যতীত অন্যান্য আহলে-কিতাব যথা, ইয়াহুদ ও নাছারাগণের মধ্যে মুছাফাহার যে আকৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও চতুর্হস্ত মুছাফাহা নয় আর পূর্বেই একথা বলা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যে মুছাফাহার যে প্রাচীন রীতি প্রচলিত ছিল তাহাও চতুর্হস্ত মুছাফাহা নয়। এক্ষণে দেখা হউক রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে এবং ছাহাবাগণের যুগে মুছাফাহার কিরূপ আকৃতি ও ভংঙ্গী প্রচলিত ছিল।

(১) নাছায়ী, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইব্নে হিব্বান এবং হাকিম স্ব স্ব হাদীছ গ্রন্থে মুছলিম-জননী আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমাকে যখনই—আগমন করিতে দেখিতেন তখনই তাঁহাকে — كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى فاطمة بنته قد اقبلت

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেন, অতঃপর— দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে চুম্বন দান করিতেন। অতঃপর তাঁহার এক হস্ত ধারণ করিতেন এবং স্বীয় কন্যাকে স্বস্থানে উপবেশন করাইতেন। তিরমিযী এই হাদীছকে হাছান এবং ইবনে হিব্বান ইহাকে ছহীহ্ বলিয়াছেন। এই হাদীছের মূলাংশ বুখারীর ছহীহ্তেও রহিয়াছে।

رحب بها ثم قام فقبلها ثم اخذها بيدها حتى يجلسها فى مكانه -

(২) তবরানী মজমে আওছতে এবং বয়হকী তদীয় শো'আ'বুল ঈমানের ৯১ অধ্যায়ে ছফ্ওয়ান বিনে ছুলায়মের মধ্যস্থতায় ছনদ সহকারে হুযায়ফা-বিনুল ইয়ামানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, কোন মুছলমানের যখন অন্য মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে এবং সে তাহাকে ছালাম করে এবং তাহার হস্তটি ধারণ করিয়া মুছাফাহা করে তখন তাহাদের উভয়ের অপরাধগুলি এরূপভাবে ঝরিয়া যায় যেরূপ গাছ হইতে পাতা ঝরিয়া থাকে।

ان المؤمن اذا لقى المؤمن فسلم عليه واخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجرة -

হাফিয যয়লয়ী হানাফীও হিদায়ার তখ্রীজ গ্রন্থে এবং হাফিয মনযরী তরগীব ও তরহীব— গ্রন্থে এই হাদীছের অবতারণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই হাদীছের রাবীগণের মধ্যে কাহারও কোন দোষ নাই।

(৩) ইমাম আহ্মদ ও বয্যার এবং আবু— ইয়োলা প্রভৃতি আনছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে কোন দুইজন— মুছলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় যদি তখন একজন অপর ব্যক্তির হস্ত ধারণ করে তাহা হইলে আল্লাহ অবশ্যই তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন এবং তাহাদের উভয় হস্ত বিচ্ছিন্ন করার পূর্বেই আল্লাহ তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন।

ما من مسلمين التقيا فاخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حقا على الله عزوجل ان يحضر دعاءهما ولا يفرق بين ايديهما حتى يغفرلهما -

(৪) তবরানী ছনদ সহকারে ছলমান ফারছীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, একজন মুছলমানের তাহার অপর মুছলিম ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎকার— ঘটিলে সে যদি তাহার হস্তধারণ করে তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের অপরাধ এরূপ ভাবে বিদূরিত হইবে যেরূপ প্রবল ঝটিকার সময় শুষ্ক বৃক্ষের পাতাগুলি ঝরিয়া যায়।

ان المسلم اذالقى اخاه فاخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يحات الورق من الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف -

(৫) তিরমিযী আনছ বিনে মালিকের— প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, কোন মুছলমান তাহার ভ্রাতা অথবা বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাহার জন্য মাথা নোয়াইবে কি? হুযুর (দঃ) বলিলেন, না। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল তবে কি তাহাকে বগলে ধারণ করিবে ও চুম্বন দিবে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করা হইল তবে কি সে তাহার একটি হস্ত ধারণ পূর্বক মুছাফাহা করিবে? হুযুর (দঃ) বলিলেন, হাঁ! এই হাদীছটি ইবনে মাজার রেওয়ায়তে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই যে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কি পরস্পরের জন্য মাথা নোয়াইব? হুযুর (দঃ) বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, তাহা— হইলে কি আমরা পরস্পরকে বক্ষে ধারণ (মুআনকা) করিব? হুযুর (দঃ) বলিলেন, না! বরং তোমরা পরস্পরের সহিত মুছাফাহা—

الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحنى له ؟ قال : لا - قال افيلتزمه ويقبله ؟ قال لا - قال فياخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم !

اينحنى بعضنا لبعض ؟ قال لا - قلنا ايعانق بعضنا بعضا ؟ قال لا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবে। ইমাম তাহাবী ولكن تصافحوا — হানাফীও তাঁহার শরূহে মআনিউল আছার গ্রন্থে অনুরূপ ভাবে এই হাদীছটির অবতারণা করিয়াছেন।

(৬) ইব্‌নেমাজা আনছ বিনে মালিকের— প্রমুখাৎ ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্তা বলিতে— থাকিলে যতক্ষণ সে স্বয়ং তাহার মুখ— ঘুরাইয়া না লইত হুযুর (দঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় পবিত্র— মুখমণ্ডল ঘুরাইয়া লইতেন না এবং মুছাফাহার সময় তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত সরাইয়া লইতেন না যতক্ষণ না সে স্বয়ং স্বীয় হস্ত সরাইয়া লইত।

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه حتى يكون هو الذي ينصرف واذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها —

হাফিয ইব্‌নেহজর আবদুল্লাহ বিনুল মুবারকের মধ্যস্থতায় হযরত আনছের প্রমুখাৎ অনুরূপ হাদীছ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মিশকাতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

(৭) তিরমিযী আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হস্ত ধারণ করিলেই ছালাম পূরা হইল।

من تمام التحية الاخذ باليد —

(৮) বয়হকী বরা' বিনে আযিবের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন এবং আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, কোন— মুছলমান অপর মুছলমানের সহিত সাক্ষাৎ কালে তাহার হস্তধারণ করিলে তাহাদের উভয়ের অপরাধগুলি বৃক্ষ পত্রের ন্যায় ঝরিয়া যায়।

لا يلقى مسلم مسلما فترحب به وياخذ بيده الا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر —

(৯) হাফিয ইব্‌নে আবদুল বর মুওয়াত্তার ভাষ্য গ্রন্থ তম্‌হীদ নামক পুস্তকে উবায়দুল্লাহ বিনে বছর্ নামক ছাহাবীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন, তোমরা আমার এই হস্ত দেখিতে পাইতেছ, আমি এই হস্ত দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত মুছাফাহা করিয়াছিলাম।

ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

(১০) হযরত আনছ বিনে মালিক বলেন, আমি আমার এই হাতের তলা দিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাতের তলার সহিত মুছাফাহা করিয়াছিলাম। কোন রেশম বা হরীরের কাপড় রছুলুল্লাহর (দঃ) হাতের তলা অপেক্ষা অধিকতর কোমল আমি স্পর্শ করি নাই।

قال صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا الين من كفه —

এই হাদীছটি মুছলছল বিল মুছাফাহা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ ইহার ছনদের প্রত্যেক রাবী স্ব স্ব উছতাযের দক্ষিণ হস্তের সহিত মুছাফাহা করিয়াছিলেন, যেরূপ ভাবে হযরত আনছ রছুলুল্লাহর (দঃ) সহিত মুছাফাহা করিয়াছিলেন। আল্লামা শওকানী এই হাদীছটি আত্‌-হাফুল আকাবির গ্রন্থে আর আল্লামা আবিদ সিন্ধী হছরুশ্‌শারিদ গ্রন্থে এবং আল্লামা ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছান ছিল্‌ছিলাতুল আছ্‌জাদ গ্রন্থে এই মুছলছল হাদীছটির উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) হাকিম কিতাবুল কুনা গ্রন্থে আবু উমামা ছাহাবার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ছালামের পূর্ণতা মুছাফাহা দ্বারা সাধিত হয় এবং মুছাফাহা দক্ষিণ হস্তদ্বারা করিতে হয়।

تمام التحية الاخذ باليد والمصافحة باليمنى —

(১২) ইব্‌নেমাজা হযরত উছমান বিনে আফ্‌ফানের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমি কখনও গান গাহি নাই এবং গান গাহিবার সখও পোষণ করি নাই এবং যখন হইতে আমি আমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা

ماتغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হস্তে বয়আৎ করিয়াছি তখন হইতে আমার এই দক্ষিণ হস্ত আমার গুপ্ত অংগে স্পর্শ করাই নাই।

উল্লিখিত দ্বাদশটি হাদীছ মুছাফাহার পদ্ধতি সম্পর্ক উধৃত করা হইল। যাহাদিগকে আল্লাহ চক্ষু দান করিরাছেন তাহারা অবিসম্বাদিতরূপে মানিয়া লইবেন যে, উল্লিখিত হাদীছগুলির মধ্যে শুধু এক হস্তের মুছাফাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। কুত্রাপি দুই হস্তদ্বারা অপর ব্যক্তির দুই হস্তের সহিত মুছাফাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই। অতএব শুধু দক্ষিণ হস্তদ্বারাই মুছাফাহা করা যে ছুন্নত ও বিধেয় ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল।

বিদ্বানগণের উক্তি

আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী হিদায়ার টীকা বেনায়াতে লিখিয়াছেন যে, সমুদয় সম্মানিত কার্য দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করা মুছ্তহব। যথা—ওযু, গোছল, বস্ত্র পরিধান, জুতা, মোজা ও পাজামা পরিধান, মছজিদে প্রবেশ, মিছওয়াক, ছুরমা প্রয়োগ, হস্ত-পদাদির নখ কর্তন, গোঁফ কর্তন, বগলের লোম অপসারণ, মস্তক মুণ্ডন, নমায শেষ করার ছালাম, পায়খানা হইতে বহির্গমন, পানাহার এবং মুছাফাহা এবং কাবা শরীফের কৃষ্ণ প্রস্তর অভিবাদন এবং দান ও গ্রহণ ইত্যাদি কার্য দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিতে হয় এবং ইহার বিপরীত কার্যগুলি বামদিক হইতে।

আল্লামা যিয়াউদ্দীন হানাফী নকশবন্দী রমূযুল হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, শরীঅতের রীতির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ছুন্নত মুছাফাহার জন্য উভয় পক্ষ হইতে দক্ষিণ হস্ত নিধারিত রহিয়াছে। অতএব যদি উভয় পক্ষ হইতে বাম হস্ত মিলিত করা হয় কিংবা এক পক্ষের দক্ষিণ হস্ত আর অপর পক্ষের বাম হস্ত, তাহা হইলে ছুন্নত মুছাফাহা হইবেনা।

الظاهر من آداب الشريعة تعيين اليمنى من الجانبين لحصول السنة كذلك فلا تحصل باليسرى فى اليسرى ولا فى اليمنى –

আল্লামা অবদুর রউফ মানাবী জামে ছগীরের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—উযর ব্যতীত উভয় পক্ষের দক্ষিণ হস্ত— মিলিত করা ছাড়া মুছাফাহার ছুন্নত আদা হইবেনা।

لاتحصل السنة الا بوضع اليمنى فى اليمنى حيث لاعذر –

আল্লামা আযীযী ছিরাজে মুনীর নামক জামে' ছগীরের টীকায় হাজী গণের সাক্ষাৎকার— প্রসংগে লিখিয়াছেন, কোন হাজীর প্রত্যাবর্তন কালে যদি তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর তাহা হইলে তাহাকে ছালাম করিবে এবং মুছাফাহা করিবে অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হস্ত তাহার দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিবে।

اذا لقيت الحاج اى عند قدومه من حجة فسلم عليه وصافحه اى ضع يدك اليمنى فى يده اليمنى –

আল্লামা ইবনেহজর মক্কীও স্বীয় মিনহজুল-কবীম গ্রন্থে দক্ষিণ হস্তের মুছাফাহার কথা আল্লামা আয়নীর উক্তির ন্যায় বলিয়াছেন।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিনে ছুলায়মান যবীদী রিছালতুল-মুছাফাহা নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, ইমাম নববী বলিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তে মুছাফাহা করাই মুছ্তহব এবং উহাই আফযল।

يستحب ان تكون المصافحة باليمنى وهو افضل –

মাহবুবে ছুবহানী শয়খ আবদুল কাদের জীলানী স্বীয় গ্রন্থ গুনীয়াতুত্তালেবীনে লিখিয়াছেন, মুছলমানগণের পক্ষে কোন বস্তু দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করা এবং দক্ষিণ হস্তে পানাহার করা ও দক্ষিণ হস্তে মুছাফাহা করা মুছ্তহব।

يستحب له تناول الاشياء بيمينه والاكل والشرب.... والمصافحة –

হানাফী মযহবের দুই একটি গ্রন্থ যথা, কিন্য়া ও দুররে মুখতার প্রভৃতি পুস্তকে উভয় হস্তদ্বারা মুছাফাহা করার কথা উল্লিখিত হইলেও হানাফী মযহবের বিশ্বস্ত তিন খানা মতুনে যথা, বেকায়া,— মুখতছর কদুরী ও কনযুদ্দকায়েক এবং সুপ্রসিদ্ধ হিদায়া এবং উহার ভাষ্য গ্রন্থ বেনায়া, এনায়া, কেফায়া, নতায়েজুল আফকার, তকমিলা, ফতহুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কদীর এবং শরহে বেকায়া প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে দুই হাতে মুছাফাহার কোনই উল্লেখ নাই। তথাপি যেসকল হানাফী দুই হাতে মুছাফাহা করাকেই উত্তম বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি সংগত মনে করিনা। অবশ্য যাঁহারা এক হস্তের মুছাফাহাকে নাযায়েয এবং দোষনীয় বলিয়া গলাবাজি করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট হইতে লিখিতভাবে দলীল প্রমাণ আদায় করা উচিত। পূর্বাহ্নেই ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, কোন ইমাম মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্‌—তা তিনি ইমাম বোখারীই হউন না কেন—কাহারও ব্যক্তিগত প্রমাণহীন অভিমত প্রকৃত আহ্‌লেহাদীছদিগকে কখনও বিভ্রান্ত করিতে পারিবেনা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

و الله اعلم بالصواب و عنده علم الكتاب

و انا العاجز الفقير الى عفو ربه القدير

محمد عبدالله الكافي القريشي كان الله له -

বিশ্ব-পরিক্রমা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিঃ

ইউরোপে সমর প্রস্তুতি

কিছুদিন পূর্বে বিশ্বের রাজনৈতিক গগনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কিছুটা প্রশান্ত বলিয়া মনে হইতেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট মুখপাত্রগণ বিশ্বযুদ্ধের আশংকা সাময়িকভাবে তিরোহিত হওয়ার কথাও প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিকে অবলম্বন এবং অমীমাংসিত কতিপয় বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া পারস্পরিক সন্দেহ ও দোষারোপ, সমর প্রস্তুতি এবং স্ব স্ব জোট গঠনের চেষ্টায় কম্যুনিস্ট ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক আসর সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্তে—পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্যারিস চুক্তি সম্পাদন রাশিয়া এবং তৎসহ সাতটি পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশ ও কম্যুনিস্ট চীনকে মস্কোর ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনে একত্রিত হওয়ার অজুহাত জুটাইয়া দিয়াছে। উক্ত সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী,—হাংগেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভেকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনীয়া এবং রোমানীয়া একত্রিত হইয়া এই সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, পশ্চিমী—শক্তিবর্গ কর্তৃক প্যারিস চুক্তি অনুমোদনের পর পূর্ব ইউরোপের "শান্তি প্রিয়" (?) রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিতে পারেনা। উক্ত সম্মেলনে মলোটভ ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্তের পর আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য উক্ত রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, মস্কোতে সমবেত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি এই উদ্দেশ্যে একটি পূর্ব ইউরোপীয় সামরিক জোট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে—এবং উহার প্রধান সেনাপতিরূপে মার্শাল রকোসেভস্কির নির্বাচনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি লৌহ যবনিকার অন্তরালে দীর্ঘদিন হইতে সামরিক শক্তি এবং—মারণাস্ত্রসমূহ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল, এতদিন তাহারা উক্ত তথ্য গোপন রাখাই শ্রেয় মনে করিতেছিল। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের ন্যায় তাহাদের সামরিক প্রস্তুতির ঢাক ঢোল পিটানোকে সংগত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিয়া বোধ করিতেছে। কম্যুনিস্ট দেশ সমূহের এই সামরিক রক্ষাজোট পশ্চিমী দেশগুলিকে স্বভাবতঃই ভাবাইয়া তুলিয়াছে এবং এই জন্যই তাহাদের অস্ত্র হ্রাসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, উহার ফলে সমগ্র ইউরোপ সোভিয়েট রাশিয়ার করতলগত হইয়া যাইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। এইভাবে উভয়পক্ষে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার অযুহাতে দিনের পর দিন যুদ্ধ আয়োজন বাড়াইয়াই চলিয়াছে এবং মারাত্মক মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও কম্যুনিস্ট চীন

এশীয় ভূখণ্ডে কম্যুনিস্ট প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। চীন উহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। জাতীয়তাবাদী চীনের দখলীভুক্ত ফরমোজা এবং মূলচীনের উপকূল সংলগ্ন কয়েকটি দ্বীপের উপর উহার শ্যেন দৃষ্টি রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কিমর ও তাচেনের উপর হামলা চালান হইয়াছে। ফরমোজার নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও জাতীয় চীনের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তির শর্তানুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি ৮৬টি আধুনিক জেট জংগী বিমান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই সংখ্যা এবং অন্যান্য সামরিক অস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইতেছে এবং বড়দিনের সওগাত হিসাবে দুইটি ডেষ্ট্রয়ার প্রেরণ করা হইতেছে। ফরমোজা ও পেসকাডোরেস দ্বীপ আক্রান্ত হইলে চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ চৌ এন লাই কোন ভয়েই ভীত নয় বলিয়া উহার জওয়াব দিয়াছেন। অপরদিকে চীনে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ১৩ জন মার্কিন বৈমানিকের শাস্তিদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে উহার প্রতিকার না হইলে নৌ-অবরোধের ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা কম্যুনিস্ট চীনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। শান্তিপূর্ণ ছমঝতার পথে উভয় রাষ্ট্র অগ্রসর না হইলে এই তিক্ততা এশিয়ার শান্তিকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

পশ্চিম নিউগিণির সমস্যা

পশ্চিম নিউগিণি লইয়া নেদারল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়ার যে বিরোধ দীর্ঘ দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার কোন সুমীমাংসা না হওয়ায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক গগনে কালো মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এ সম্পর্কে নেদারল্যাণ্ড কোন আলোচনা চালাইতেও প্রস্তুত নহে—কিন্তু ইন্দোনেশিয়া পশ্চিম নিউগিণির উপর তাহাদের ন্যায়সংগত দাবী পরিত্যাগ করিতে কিম্বা উক্ত দ্বীপপুঞ্জের উপর যুক্ত শাসন অথবা অছি ব্যবস্থা মানিয়া লইতেও রাযী নহে। ইন্দোনেশিয়া উহার দাবী আদায়ের জন্য জাতি সংঘের মারফত আলোচনা চালাইয়া যাইতেছে কিন্তু নেদারল্যাণ্ডের সমর্থক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং বিশেষ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় উক্ত আলোচনায় কোন সুফলই ফলিতেছেনা। এই সমস্যার অনিশ্চয়তা এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের কারসাজি ইন্দোনেশিয়াকে ক্রমেই কম্যুনিস্টক দেশ সমূহের প্রতি ঝুকাইয়া দিতেছে।

মধ্যপ্রাচ্য ও মগরিবে সাম্রাজ্যিক চক্রান্ত

বর্তমান শতাব্দীতে আরব রাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুছলিম দেশসমূহের মধ্যে নবজাগরণের যে সূত্রপাত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অধীনতা পাশ ছিন্ন এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিরূপে নিজেদিগকে গড়িয়া তোলার যে বাসনা তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তাহা দমাইয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি উক্ত দেশগুলিকে তাহাদের শাসন অথবা প্রভাবাধীন রাখার চক্রান্ত জাল বিস্তার করিতে থাকে। এই চক্রান্ত জাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এড়াইয়া কতিপয় রাষ্ট্র নামমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিলেও তাহাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। অপর দিকে মরক্কো, আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়া প্রভৃতি মগরিব রাজ্যগুলি আজও ফরাসীর অধীনতা-শিকল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিলনা। সাম্রাজ্যিক চক্রান্তের ফলেই ইরাণে মোসাদ্দিক ও হোছেন ফাতেমীর আজীবন সাধনা ও সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। সাম্রাজ্যিক শক্তি সমূহের ক্রীড়নক রেজা শাহ পাহলভী ও জাহেদী সরকার দেশপ্রেমিক ইরাণী নেতাদের খুনে ইরাণের ভূমিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। ঐ একই চক্রান্তে ইছলামের জন্য উৎসৃষ্ট-প্রাণ ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমূনের জাতীয় বীরদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইল। উহাদেরই ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ আরব আজও গৃহহারা এবং দুর্দশাগ্রস্ত দুঃস্থ পথিক। মগরিবের স্বাধীনতা-পাগল দেশপ্রেমিকের দল দিনের পর দিন ফরাসী চণ্ডনীতির কবলে তিলে তিলে জীবনাহুতি দিয়া চলিয়াছে অথবা অমানুষিক অত্যাচারের নিষ্ঠুর—নিষ্পেষণে দলিত মথিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বশান্তির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বাসনায় এশীয়-আফ্রিকা সম্মেলন আহবানের সম্ভাব্য পন্থা আলোচনা এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশে আগামী ২৮শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তার অদূরে এক পার্বত্য সহরের শান্ত পরিবেশে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, সিংহল, ভারত ও—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীগণ মিলিত হইতেছেন।

বর্মা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্মী ভাষায় কোরআন মজীদের অনুবাদ

বর্মী ভাষায় পবিত্র কোরআন মজীদের অনুবাদের জন্য বার্মা সরকার ২৫ হাজার কিয়াত (দুই হাজার ষ্টার্লিং) মনসুর করিয়াছেন। এই অর্থ মনসুর প্রসঙ্গে বর্মার প্রধান মন্ত্রী উনু বলেন, পবিত্র কোরআনের এই অনুবাদের ফলে শুধু মুছলমানগনই নহে, দেশের সমগ্র জনসাধারণেরও মহৎ উপকার সাধিত হইবে। কারণ উহা সচ্চরিত্রতা, উর্ধতন ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য এবং অন্যান্য মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দিয়া থাকে। একজন বিধর্মী ও বিজাতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উৎসাহব্যাঞ্জক উক্তি এবং স্বদেশবাসীর মধ্যে উক্ত পবিত্র গ্রন্থের বহুল প্রচারে তাঁহার—আন্তরিক আগ্রহ এবং অর্থব্যয়ের জন্য তিনি মুছলমান মাত্রের নিকট হইতেই অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

পাক সরকার কর্তৃক যাকাত আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ

যাকৎ আদা' এবং উহার বিতরণ ব্যবস্থার প্রতি পাক সরকার যে ক্রমেই আগ্রহশীল হইয়া উঠিতেছেন সাম্প্রতিক এক সংবাদে উহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। সরকার ইতিপূর্বেই একটি যাকাৎ কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটী যাকাত সম্বন্ধে সরকারের নিকট যে সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদনুসারে সরকার যাকাৎ গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরণের 'যাকাৎ কুপন' মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইত্যবসরে 'ডিপজিট অব যাকাৎ ফণ্ড' এই হেডে সরকারী যাকাৎ তহবিলে ট্রেজারী ও ডাকঘর গুলিতে এই টাকা জমা দেওয়া চলিবে।

জানা গিয়াছে যাকাৎ বাবৎ আদায়কৃত টাকা বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সমূহের দুঃস্থ-নিবাস, ইয়াতিমখানা, বিধবা আশ্রম, প্রভৃতি স্থাপন ও উহাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অডিট বোর্ড যাকাৎ তহবিলের নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

জঘন্য পাপ ব্যবসায়

পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য বস্তুতন্ত্রবাদী দেশের—নীতিহীনতা, অর্থলোলুপতা এবং ভোগপরায়ণতার মারাত্মক বিষ পাক-রাষ্ট্রের মুছলমানদের জাতীয়—জীবনকে কিরূপ সংক্রামিত, বিষদুষ্ট ও কলুষিত করিয়া তুলিতেছে তাহার অন্যতম নযির নিম্নলিখিত সংবাদ হইতে পাওয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে অল্প বয়স্ক বালক বালিকার অপহরণ, অসহায় অবস্থায় দেশ বিদেশে চালান ও বিক্রয় এবং বিভিন্ন হাত বদলের দ্বারা উহাদের সীমাহীন দুর্দশায় নিক্ষেপ—করিয়া এক শ্রেণীর মানব দেহধারী ইবলীছ প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে। করাচী এই গোপন ব্যবসার কেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিতেছে—তথায় দৈনিক গড়ে অর্ধশতাধিক বালক বালিকা অপহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে ১২ বৎসরের উর্ধ বয়স্ক বালিদের সংখ্যাই অধিক। অস্বাভাবিক পরিবেশে বিরামহীন কষ্ট ও নিদারুণ লাঞ্ছনার ভিতর জীবন অতিবাহনের পর এই হতভাগ্য অবলা বালিকাগণ জীবনের সমস্ত মাধুর্য হারাইয়া এবং ভবিষ্যৎ আশা ভরসা খোয়াইয়া ঘৃণিত পতিতাবৃত্তির অভিশাপ চিরদিনের জন্য মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ খুঁজিয়া পায় না!

পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এইঘৃণিত ব্যবসায়টিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত ছিল। এই গোপন চক্র এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া জটিল ও শক্তিশালী আকার ধারণ করে নাই। সরকার কঠোরতম—পদ্ধতিতে আমাদের জাতীয় জীবনের এই জঘন্যতম অভিশাপটিকে নির্মূল করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন কি?

কাশ্মীর পরিস্থিতি

কাশ্মীরে বখশী সরকারের চণ্ডনীতি বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহা হিন্দু নেতা মিঃ অশোক মেহ্তার বিবরণ হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। মিঃ মেহ্তা ভারত অধিকৃত—কাশ্মীরে প্রজা সোসিয়ালিস্ট পার্টির এক সভায় যোগদান করিতে গিয়া যে বিরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহা দিল্লীর এক জনসভায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন অধিকৃত কাশ্মীরে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর বে-পরোয়া হামলা, বাক-স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ, গুণ্ডাদের আধিপত্য, স্বৈরাচারী শাসন এবং পরিকল্পনা অনুসারে সরকার কর্তৃক জনগণের উপর মনস্তাত্ত্বিক—সন্ত্রাসবাদের যুল্‌ম আজ চরমে উঠিয়াছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম অবনতি দৃষ্টে বিভিন্ন ভারতীয় নেতা বখ্‌শী সরকারের পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। "কাশ্মীর বিরোধ কমিটীর চেয়ারম্যান" মিঃ পি, এল লক্ষ্মণপাল ছদরে-রিয়াছতের নিকট—এক তারবার্তায় গুণ্ডাদের সহিত বখ্‌শী সরকারের যোগসাজসের অভিযোগ আনিয়া এবং উক্ত সরকারের অস্তিত্বকে গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনকরূপে অভিহিত করিয়া উহার পদত্যাগ দাবী করিয়াছেন। মুছলমানদের জমি জমা 'বাস্তুত্যাগী' হিন্দুদের মধ্যে নির্বিচারে বিলি ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়াও মাঝে মাঝে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই ভয়াবহ অবস্থা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে কোন কালে গণভোট গৃহীত হইলেও তাহার ফলাফল যে কী দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা মোটেই কঠিন নহে।

পাক-ভারত সরাসরি আলোচনা

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর এবং অন্যান্য বিরোধ মীমাংসার জন্য বর্তমানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি আলোচনার আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার জন্য পণ্ডিত নেহ্‌রু পাক প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বর্তমানে করাচী আগমনে অসামর্থ জ্ঞাপন করিলেও বিনাশর্তে আলোচনা শুরু করিতে তিনি রাযী হইয়াছেন। বর্তমান মাসের শেষের দিকে ইন্দো নেশিয়ার বোগোরে এ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে প্রাথমিক এবং পরে লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। অতীতে আরও কয়েকবারের সরাসরি আলোচনা পণ্ডিত নেহ্‌রুর অযৌক্তিক—মনোভাব এবং অন্যায় যেদের পাহাড়ে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নেহরুর এই অযৌক্তিক মনোবৃত্তির পরিবর্তনের কোন সংবাদ দেশবাসী অবগত হইতে না পারিলেও তাহারা আর একবার এই আলোচনার ফলাফলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন

[উদ্দেশ্য ও প্রোগ্রাম, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, প্রগতি ও বর্তমান পরিণতি]

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-, বি-টি।

মিছরের ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন বিশ্বের বর্তমান ইছলামী আন্দোলন সমূহের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। মিছরের ইছলামপন্থী শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই ইহার পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক। রয়টারের সংবাদ মতেই ইহার সাধারণ সদস্য সংখ্যা ৫০ লক্ষ। কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা ৮৫ জন এই ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের সমর্থক অথবা ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

প্রতিষ্ঠানের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা সত্বেও আজ উহার উপর শাসক গোষ্ঠির পক্ষ হইতে অত্যাচারের নিষ্ঠুরতম খড়্গ হানা হইয়াছে, উহাকে ন্যেস্ত নাবুদ এবং মিছরের বুক হইতে উহার নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার জন্য উহার প্রিয়তম নেতাদের বিশিষ্ট ৬ জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হইয়াছে, কতককে যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য কারা প্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়া তিলে তিলে মৃত্যুর বিভীষিকাময় আস্বাদন গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। বিচারের নামে প্রহসন এখনও বন্ধ হয় নাই, মিছরের প্রতিটি প্রান্ত খুঁজিয়া বিশিষ্ট ইখ্‌ওয়ান কর্ম্মী-দিগকে বাছিয়া বাছিয়া ধরিয়া আনা হইতেছে।— অসংখ্য ইছলাম সেবক আজ সমারিক বিচার-প্রতীক্ষায় উর্দ্ধশ্বাসে দিনগনিতে রত। প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দফ্‌তর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, মিছরবাসীর দিগ্‌ দিশারী ইখওয়ানুল মুছলেমুন আজ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত।

মুছলিম জগতের আশা ভরসার অন্যতম কেন্দ্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের বক্ষদেশ মিছরের ইতিহাসে এই ফেরআউনী যুল্‌মের পুনরাবৃত্তি ও মিছরবাসীর আশা আকাঙ্খার মূর্তপ্রতীক ইখ্‌ওয়ান নেতৃবৃন্দের এই— নিষ্ঠুরতম পরিণতিতে সমগ্র ইছলাম-জগৎ আজ স্বভাবতঃই এক মর্ম্মভেদী শোকে মুহ্যমান, — ইন্দোনেশীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মগরিব পর্যন্ত সমস্ত মুছলমান তাই আজ উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ এবং এই অন্যায় লোমহর্ষক খেলা বন্ধ করার জন্য বিশ্ব মুছলিম জনমত মিছরের নাছের সরকারের নিকট দাবী ও অনুরোধ জ্ঞাপনে তৎপর ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

অন্য দিকে পর্দার অন্তরালে অবস্থিত পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলির চোখে মুখে আনন্দের ঝলক, দন্তপাটে স্মিতহাসির দুষ্ট অভিব্যক্তি!— পশ্চিমের দীর্ঘদিনের দুরাকাঙ্খা আজ নাছের সরকার পরিপূরণে রত, তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ক্ষুধার দুরন্ত নেশায় ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত!

দুঃখের বিষয় মুছলিম ইতিহাসের এই ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ মর্ম্মান্তিক ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের অন্তরাত্মা আকুল আর্তনাদে ফুকারিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ ইছলামী জাতীয়তা-বোধ এবং— বিশ্ব মুছলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনায় তাহাদের অনুভূতি-শীলতার অভাব নয়, অভাব ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুনের ইছলামী ভূমিকা সম্বন্ধে তাহাদের সীমাহীন অজ্ঞতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকা সমূহে ইখওয়ান সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশনে বেদনাদায়ক কৃপণতা!

তাই এই প্রয়োজন মুহূর্তে ইখ্‌ওয়ান সম্বন্ধে তর্জুমানের সীমাবদ্ধ কলেবরে সংক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহে ও উহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা!

১৩৪৭ হিজরী সনে মিছরের অন্যতম প্রধান সহর ইছমাঈলিয়ায় ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুনের প্রথম গোড়া পত্তন হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা শহীদ শেইখ হাসান আলবান্না স্বীয় জ্ঞান গরিমা, বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষা এবং মন-নশীলতা ও ধর্মীয় অনুরাগের জন্য স্বীয় পরিবেষ্টনের মধ্যে একজন সম্মানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে পরিগণিত ছিলেন। জনগণ সহজেই তাঁহার প্রশংসিত আচরণ এবং ধর্মপ্রীতি দ্বারা আকর্ষিত হইতে থাকে,—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইখ্‌ওয়ানের প্রতিষ্ঠা মুহূর্তেই উহার লক্ষ্য রূপে স্থীরিকৃত হয় যে, মিছর এবং সমগ্র মুসলিম জগতে ইছলামী জীবন পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইবে। দ্বীনের সেই আসল এবং সত্য সনাতন চিত্রই তাঁহাদের আদর্শরূপে গৃহীত হয় যাহা মানবত্রাণ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) দুনিয়ার ছামনে ১৪ শত বৎসর পূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন দ্বীন ও দুনিয়াকে পৃথক ও অবিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে দেখেন নাই, তাঁহারা ধর্ম ও রাজনীতির পৃথক অস্তিত্বও কস্মিনকালে স্বীকার করেন নাই। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিকই উভয়বিধ উন্নতি তাঁহারা মুসলমানদের জন্য কামনা করিয়াছিলেন এবং এই—সমস্ত ক্ষেত্রেই—অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক সংগঠন, প্রার্থনা ও ধর্ম কর্মে এবং যিন্দেগীর অন্যান্য স্তরে এবং ক্ষেত্রে ইছলামকেই আলোকস্তম্ভ রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইছলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদীছ হইতে পথের সন্ধান লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইখ্‌ওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শেইখ হাসান আল-বান্না তাঁহার এক মূল্যবান ভাষণে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, ইছলামের শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের সহিত সম্পর্কিত। যাহারা মনে করে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং উপাসনাগত কার্যকলাপের মধ্যেই ইছলাম সীমাবদ্ধ, জীবনের অন্যকোন দিকের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই তাহারা মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। প্রকৃত কথা এইযে, ইছলাম যেমন আকীদার সুস্থতার উপর যোর দিয়াছে, তেমনি ইবাদতের সনিষ্ঠ প্রতিপালনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, উহা যেমন দেশ-প্রেম শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি বিশিষ্ট জাতীয়তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিরও চেষ্টা করিয়াছে, ইছলামে যেমন দেশ শাসনের মূলনীতি নির্দেশিত হইয়াছে, তেমনি আধ্যাত্মিক তরক্কীর পন্থাও বর্ণিত হইয়াছে, উহা শুধু কর্মের প্রেরণা দিয়াই ক্ষান্ত হয়নাই, প্রয়োজন ক্ষেত্রে তল্‌ওয়ার ধারণেও প্রোৎসাহিত করিয়াছে।"

ইখওয়ানুল মুছলেমুনের চিন্তাধারা ও কর্মব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) মুছলমানদের প্রতি ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুনের আহবান একটি সনাতন আহবান, উহা—ইছলামের নিষ্কলুষ প্রারম্ভিক অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার খোলা দাওয়াত। ইখ্‌ওয়ান মুছলমানদিগকে আল্লাহর শাশ্বত কোরআন আর—রছুলুল্লাহর (দঃ) অবিমিশ্র ছুন্নতের পানে আহবান জানায়।

(২) ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন একটি ছুন্নত পন্থা অনুসরণ সংস্থা। উহার প্রোগ্রাম রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্ধারিত ও অনুসৃত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা যিন্দেগীর সমস্ত কার্যকলাপে, জীবনের প্রত্যেক বিভাগ ও স্তরে এবং বিশেষ করিয়া বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ধর্মক্রিয়ায় যতদূর সম্ভব রছুলুল্লাহর—(দঃ) পবিত্র রীতি নীতির সনিষ্ঠ অনুসরনে মুছলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকে।

(৩) ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন একটি আধ্যাত্মিক সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অন্তরের পবিত্রতা, হৃদয়ের স্বচ্ছতা, আমলের নিষ্কলুষতা, সৃষ্ট জীবের উপর অমুখাপেক্ষিতা, আল্লাহর উপর অটল নির্ভরশীলতা এবং তদীয় নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য অকৃত্রিম অনুরাগের উপর সৎকর্মশীলতার বুনয়াদ—প্রতিষ্ঠিত।

(৪) ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুন একটি রাজনৈতিক সংঘ। উহা একদিকে দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিকট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীছের নির্দেশ অনুসারে সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন করিয়া থাকে, অন্যদিকে পররাষ্ট্র ব্যাপারে অন্যান্য রাষ্ট্রাপেক্ষা মুছলিম দেশগুলির সহিত অধিকতর সৌহার্দ ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। দেশবাসীর চারিত্রিক উন্নয়ন এবং জাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টির জন্যও ইখ্‌ওয়ান প্রয়াস পাইয়া থাকে।

(৫) ইখওয়ানুল মুছলেমুন একটি সামরিক সংগঠন। শক্তিশালী জাতিগঠনে শারীর চর্চা এবং বিশুদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

ব্যায়মের প্রয়োজনীতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। কারণ তাঁহারা এই পবিত্র বাণী অন্তর দিয়া বিশ্বাস করে যে, المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف একজন বলিষ্ঠ মুছলমান একজন দুর্বল মুছলমান অপেক্ষা শ্রেয়। এই জন্যই তাঁহারা নিজেদের সাংগঠনিক প্রোগ্রামে সামরিক কুচকাওয়াজ এবং ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

(৬) ইখওয়ানুল মুছলেমুন একটি শিক্ষা-প্রচার ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। উহা ইছলামের বিশিষ্ট দৃষ্টি কোণ হইতে জীবনের প্রতিটি বিভাগের সমস্যাদির আলোচনা এবং উহারই ভিত্তিতে জাতীয় তমদ্দুনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাইয়া থাকে এবং অনুমোদিত পথে অর্থ উপার্জনের দিকে উৎসাহ দিয়া থাকে।

(৭) ইখওয়ানুল মুছলেমুন সমষ্টিগত চিন্তার কেন্দ্রস্থল। মুছলিম সমাজের সর্ববিধ রোগের দিকে উহার দৃষ্টি প্রসারিত। যে সব ক্ষয় রোগ মুছলিম সমাজ ও জাতিকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া তুলিতেছে উহার মৌলিক প্রতিষেধ ও প্রতিকারে চিন্তায় এই প্রতিষ্ঠান আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে এবং জাতি যাহাতে রোগের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহার জন্য কার্যকরী চেষ্টা চালাইয়া থাকে।

ইখওয়ানুল মুছলেমুন যে মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহা কার্যকরীকরণের মানসে সর্বপ্রথম সদস্য ও কর্মীদিগকে প্রস্তুত করার কাজে মনোনিবেশ করে। এ জন্য যে সব পন্থা—অনুসৃত ও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লিখিত হইল :

(১) মিলন কেন্দ্রে সমাবেশ : ইহার উদ্দেশ্য পারস্পরিক পরিচয় লাভ ও যোগসূত্র স্থাপন, আত্মিক সংযম, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সহিত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি এবং এবং উহা দ্বারা নিজেদিগকে প্রস্তুত করার চেষ্টা। এ জন্য ইখওয়ান সদস্যগণ একত্রে রাত্রি যাপনের জন মিলন কেন্দ্র সমবেত হন,—সেখানে কোরআন ও হাদীছের পঠন ও পাঠন, যিকর ও তেলাওয়াত এবং রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে সদস্যবৃন্দের আত্মিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(২) ব্যায়ামাগার : এখানে স্কাউটিং এবং নির্দোষ খেলাধূলার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য : ভ্রাতৃবৃন্দের শারীর চর্চা, নিয়ম শৃঙ্খলার শিক্ষালাভ এবং আনুগত্যের পাঠ গ্রহণ এবং সামরিক স্পিরিট অর্জন।

(৩) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান : এখানে ইখওয়ান সদস্যদিগকে এমন সব শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে যাহার ফলে প্রতিটি সদস্য দ্বীন এবং দুনয়ার সেই সমস্ত বিষয় বস্তুর সহিত ওয়াকেফহাল হওয়ার—সুযোগ পায়, যে সব বিষয় অবগত হওয়া একজন খাঁটি মুছলমানের জন্য অপরিহার্য।

এই ধরণের শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইখওয়ান সদস্যদের সেই সব কার্যের জন্য মানসিক, চারিত্রিক এবং শারীরিক প্রস্তুতিলাভ সম্ভবপর হয় যে জন্য তাঁহারা স্বীয় জীবনকে ওয়াক্‌ফ করিয়া দিয়াছে। এই সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতির জন্যই তাহাদের উপর বিভিন্ন তরফ হইতে বারম্বার যে বিপদাপদ নিপতিত এবং দুর্যোগপূর্ণ পরীক্ষার সঙ্কট চাপান হইয়াছে, তাহা পূর্ণ ধৈর্য এবং অটল স্থৈর্যের সঙ্গে তাঁহারা বরদাশত করিয়া খাঁটি স্বর্ণ রূপে আবির্ভূত হইতে পারিয়াছে।

ইছমাঈলিয়ার সামান্য শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকিলেও কোরআন, হাদীছ, ইছলাম ও আধুনিক জগতের ইতিহাস, মিছরের গণজীবনের খুঁটিনাটি ও সমস্যাদি সম্বন্ধে ইখওয়ানুল মুছলেমুনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হাছান আল-বান্নার জ্ঞান ছিল প্রচুর। তাঁহার আহ্বানে প্রথমে দরিদ্র শ্রেণীর লোকে সাড়া দিলেও ধীরে ধীরে শিক্ষিত এবং ইছলাম-অনুরাগী দেশপ্রেমিক ও ধনী শ্রেণীর লোকও সাড়া দিতে থাকে। কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র কায়রোতে স্থানান্তরিত করণের পর তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি ইনটেলিজেনসিয়া শ্রেণীর লোকও আকৃষ্ট হইতে থাকে।

শাহ ফারুক ও বিভিন্ন মযহবী ও রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম এবং কর্তৃপক্ষের বিষ নযর উপেক্ষা করিয়া তিনি মিছরের ধর্ম ও রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল ভাস্কররূপে প্রতিভাত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বলিষ্ঠ ও সফল নেতৃত্বে অচিরেই প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রভাব মিছরের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

শাহ ফারুকের অনৈছলামিক আচরণ এবং গণদাবী ও রাষ্ট্র স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদ করায় তাঁহাকে ফারুকের বিষ নযরে পতিত হইয়া অবশেষে শাহী চক্রান্তে প্রকাশ্য রাস্তার চৌমাথায় শাহাদতের অমৃত পান করিতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ্রেষ্ঠতম নেতা ও মুর্শেদে আ'লা হাছান আল-বান্নাকে নিহত করিয়া ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলার যে হীন ষড়যন্ত্র আঁটা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিশিষ্ট আইনবিশারদ ও প্রাক্তন জজ, দেশ ও মিল্লতের নিরবচ্ছিন্ন খেদমতে ব্যথিত, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, বিদূষী ও অভিজ্ঞ হোছেন আল হোযায়বী মুর্শেদে আ'লা নির্বাচিত হইয়া সাফল্যের সঙ্গে এবং দৃঢ় হস্তে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার—বিরুদ্ধ ইখ্‌ওয়ান তরণীকে পরিচালিত করেন।

১৯৫০ খৃঃ মননশীল লেখক ও প্রতিভাশীল সাংগঠনিক আবদুল কাদের উদা' জজপদ পরিত্যাগ করিয়া ইখওয়ান পার্টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করেন এবং পরে উহার জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। জজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত পুস্তকে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে মিছরের প্রচলিত আইনের দোষ ত্রুটির উদ্ঘাটন এবং শাসক গোষ্ঠি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা পূর্বক তাঁহাদের ইছলাম-অজ্ঞতা এবং ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। অতঃপর যে সব প্রতিভাদীপ্ত করিতকর্মা এবং আত্মত্যাগী বীর পুরুষ ইখ্‌ওয়ানুল মুছলেমুনের বিপ্লবী প্রোগ্রাম কার্যকরীকরণের উদ্দেশ্যে উহার আদর্শ প্রতীক—ঝাণ্ডার তলে সমবেত হইয়াছিলেন তর্জুমানের বর্তমান সংখ্যায় উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করারও একান্তই স্থানাভাব।

চুম্বক কথা এইযে ত্যাগী, কর্মঠ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও ফেদায়ানে-ইছলাম নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সুশৃংখল কর্মপদ্ধতিতে মিছরের শিক্ষিত সমাজ ও—বৃহত্তর জনগণের ইছলামানুরাগ বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং শাহী স্বৈরাচারের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পাশ্চাত্যের লাদ্বীনী তহযীব ও ভোগসর্বস্ব তমদ্দুনের প্রভাবশূন্য এবং রাজনৈতিক ও সামরিক অধীনতার অভিশাপমুক্ত স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র এবং খাঁটি ইছলামী শাসনের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠে। ভ্রাতৃসঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যেই সুয়েজ ইলাকা হইতে ইংরাজকে যথার্থ অর্থে চিরবিদায় দানের আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়, ইয়াহুদের মুকাবেলায় ফেলস্তিন যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক ও অস্ত্রাদি প্রেরণ করে এবং ফারুকের সিংহাসনচ্যুতিতে সামরিক বাহিনীকে কার্যকরী—সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করে। পরাধীন মুছলিম দেশ সমূহের আযাদী লাভ এবং ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমর্থন জ্ঞাপনেও তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত ছিলনা। পাকিস্তান আন্দোলনকে তাঁহারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

১৯৪৬ সালে এটলী সরকারের নিমন্ত্রণে লণ্ডন যাত্রার পথে কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লতকে—পাশ কাটাইয়া যখন নাহাছ পাশার সরকার পণ্ডিত নেহরুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তখন মিছরী জনগণের পক্ষ হইতে মুছলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘই তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনায় সম্বর্ধিত করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কায়রোর ভারতীয় দূতাবাস হইতে যখম দিনের পর দিন বিষোদ্গার এবং মিছরী জনমতকে বিভ্রান্ত করার বিরামহীন অপচেষ্টা চলিতে থাকে তখন এই দলের অক্লান্ত প্রচার ব্যবস্থাতেই মিছরী জনগণ পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠে।

সামরিক সরকারের সহিত প্রথম দিকে ইখ্‌ওয়ানের সৌহার্দ সম্পর্ক বজায় থাকিলেও বিপ্লবী পরিষদের একমাত্র ইছলামানুগ এবং গণতন্ত্রবাদী নেতা জেনারেল নজীবের ভাগ্য বিপর্যয় ও নাছের কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর পরই ভ্রাতৃসঙ্ঘের উপর আবার যুলুম ও নিপীড়ণের নব অভিযান শুরু হইয়া যায়। ক্ষমতাশীল কোটারীর রক্তচক্ষু এবং শাস্তির হুমকি উপেক্ষা করিয়াই অকম্পিত হৃদয়ে, অটল ধৈর্য ও অবিচলিত আস্থায় তাঁহারা শাসক গোষ্ঠির ইছলাম বিরোধী আচরণ এবং দেশ ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কার্যকলাপের প্রতিরোধ আন্দোলন যোরদার করিয়া তোলেন। উহারই সর্বশেষ পরিণতিতে ইখ্‌ওয়ানের প্রিয়তম নেতা, দ্বীনের শ্রেষ্ঠতম সৈনিক, ছুন্নতে-রছুলের পুনর্জাগরণকারী মিছর তথা মিল্লতে ইছলামীয়ার আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক আল্লাহর ৬ জন খাছ বান্দা নাছেরের রক্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং পশ্চিমের শোষণ পিপাসা চরিতার্থতার জন্য রব্বুল আ'লামীন ও আহ্‌কামুল হাকেমীনের পবিত্র নাম হাসিমুখে উচ্চারণ করিতে করিতে শাহাদতের পুণ্য গৌরব অর্জন করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

কিন্তু এ শাহাদৎ ইনশাআল্লাহ বৃথা যাবে না। যে আদর্শের জন্য তাঁহারা আত্মবলিদান করিয়াছেন উহারই প্রেরণা লক্ষ কোটি অন্তরে নব উদ্যমের অনির্বাণ বহ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত করিবে। মনে রাখা প্রয়োজনঃ— "ইছলাম যেন্দা হোতা হায় হর কারবালা কে বা'দ!"

www.ahlehadeethbd.org

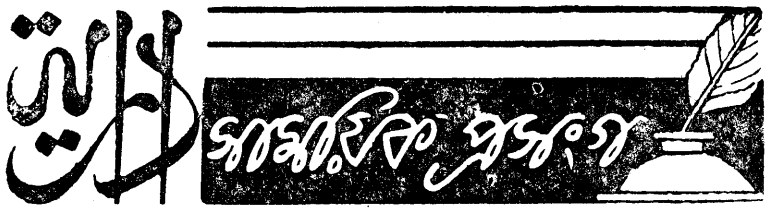

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের সাহায্য ভাণ্ডার

পুনঃ পুনঃ বন্যার প্রকোপে পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব বাংলার নূন্যাধিক সাতটী যিলা যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ যেরূপ হৃদয়বিদারক তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। পাক-সরকার জনগণের দুঃখ বিদূরিত করার এবং তাহাদিগকে মৃত্যু ও ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা অবগত নই। কারণ সরকার তাঁহাদের সেবাকার্য পরিচালনার জন্য জনগণ ও জন প্রতিনিধিগণের সহিত কোনরূপ সহযোগ করা সংগত বিবেচনা করেন নাই। বন্যার করালগ্রাসে পতিত হইয়া যেরূপ জনগণ সর্বস্বান্ত হইয়াছে—তেমনি বহুস্থানে তাহাদের মছ্‌জিদ ও দ্বীনী শিক্ষাগারগুলিরও অপূরণীয় ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে। আমরা আমাদের অন্তরের আকুল আগ্রহ ও ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও নানারূপ অনিবার্য কারণে ব্যাপক রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারি নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মছ্‌জিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাগারগুলির যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য আমরা একটি ক্ষুদ্র সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছি। পশ্চিম পাকিস্তানের বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চল সমূহের মছ্‌জিদ ও দ্বীনী পাঠাগারগুলির নাম মাত্র সাহায্যের জন্য আমরা এ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি জনাব মওলানা ছৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গজনভী ছাহেবের নিকট মবলগ এক হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন যিলায় এপর্যন্ত নূন্যাধিক ১৫০০ শত টাকা প্রেরিত হইতেছে। সাহায্যের পরিমাণ এতই অকিঞ্চিৎকর যে, আমরা ইহা উল্লেখ করিতেও অতিশয় লজ্জা ও সংকোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু আমরা এই কার্যের জন্য প্রপাগাণ্ডার আশ্রয় লইয়া নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করার কার্যকে অতিশয় ঘৃণা করি বলিয়া আমরা আমাদের ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারি নাই। যদি সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাদের এই কার্যকে সমর্থনের উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমরা আমাদের ভাণ্ডারের মুখ খুলিয়া রাখিতে পারিব বলিয়াই আশা করিতেছি। যে অকিঞ্চিৎকর সাহায্য এ পর্যন্ত বিতরিত হইয়াছে পাঠক পাঠিকাগণ তর্জুমানের পৃষ্ঠায় অন্যত্র তাহার বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

কায়েদে আ'যমের জন্মবার্ষিকী

পাকিস্তানের রচয়িতা কায়েদে আ'যম মরহুম ও মগফুর আলী জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাহেব যে দিবস ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই পঁচিশে ডিসেম্বর আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। জন্ম মৃত্যুর এই লীলাক্ষেত্রে দৈনন্দিন লক্ষ লক্ষ মানবের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে কিন্তু যাঁহারা স্বকীয় কর্ম-সাধনা ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে দশ কোটী মুছলিম অধিবাসীর ভবিষ্যৎ—ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া এবং ইছলামী সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার সংরক্ষণ কল্পে যিনি পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে যিনি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বীয় অদ্ভুত কর্মশক্তি দ্বারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুছলিম অধ্যুষিত একটি নবরাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা ভুলিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। চিরাচরিত প্রথা মত একটি জন্ম-দিবস পালন করিলে পৃথিবীর এই অন্যতম মহামনীষী ও অদ্ভুত কর্মা নেতার পক্ষে জনগণের কর্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে নীতি ও দৃষ্টিভংগীর মর্যাদা—রক্ষা করার জন্য মরহুম কায়েদে আযম প্রাণপাত করিয়াছিলেন এবং যে নীতি ও আদর্শের রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই ইছলামী গণতন্ত্র ও ইছলামী সাম্য ও ইছলামী ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তাঁহার জন্ম স্মৃতিকে সম্মানিত করা যাইতে পারে। কিন্তু আজ পাকিস্তান যে আদর্শের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে, ঐছলামিকতা ও গণতান্ত্রিকতার এই রাষ্ট্রে যে ভাবে মুণ্ডপাত হইতে বসিয়াছে তাহা লক্ষ করিলে মরহুম কায়েদে আ'যমের স্মৃতি বাসরে, আমাদের মন দুঃখে ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট কোন দিন ও ক্ষণের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল্যই নাই, কায়েদে আ'যম আজীবন ইউরোপীয় সভ্যতার অনুগামী ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই উপমহাদেশে ইছলাম ও মুছলিম জাতিকে চির বিধ্বস্তির হস্ত হইতে রক্ষা করার সাধনায় আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের অসাড় ও লক্ষভ্রষ্ট জীবনে যদি এই আদর্শ কিঞ্চিৎ মাত্রও—প্রেরণা জোগাইতে সক্ষম হয়, তবেই তাঁহার জন্মস্মৃতির উৎসব সার্থক ও অর্থ ব্যঞ্জক হইবে। তাঁহার পবিত্র জন্ম দিনের আওতায় প্রবৃত্তিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ আর্টের নামে ইছলাম-বিরোধী নাচ গানের নৈবেদ্য এবং দেশব্যাপী ধর্মীয় আরজকতার উপহার তাঁহার অমর আত্মাকে যে কিছুতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেনা আমরা এই আশংকাই পোষণ করিতেছি। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল এই বলিয়া জাতিকে সতর্ক করিয়াছিলেন,

آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے ؟
شمشیر وسناں اول' طاؤس ورباب آخر!

জাতির অদৃষ্টের গুপ্ত রহস্য আমি তোমাদের বল তোমরা শুন,

"জাতীয় গৌরবের সূচনায় থাকে তরবারী ও খঞ্জর আর জাতীয় ভাগ্যের সন্ধায় হয় বাঁশী ও মৃদংগের সুললিত তান!"

পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতৃগণের কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে তাঁহারা জাতির সৌভাগ্যের প্রভাতকেই মৃদংগের সুরলহরীর সাহায্যে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন!

গণ-পরিষদের অপমৃত্যু

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল—জনাব গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পাকিস্তান গণপরিষদ ভাংগিয়া দিয়াছেন।-গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার আইনসংগত অধিকার আযাদ পাকিস্তানের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলের রহিয়াছে কিনা, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিবনা। কারণ সিন্ধুর হাইকোর্টে এই অধিকারের বৈধতার প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। গোলাম মোহাম্মদ ছাহেব যে বহুদিন হইতেই গণপরিষদ—ভাংগিয়া দিয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) প্রবর্তিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন সেকথা আমরা উত্তম রূপেই অবগত আছি। আমরা শুধু এই কথা বুঝিতে পারিতেছিনা যে, খওয়াজা নাযিমুদ্দিনের বলপূর্বক অপসারণের সময়েই তাঁহার অভিশপ্ত গণপরিষদ তিনি ভাংগিয়া দিলেন না কেন? কারণ ইহাতে তাঁহার ইচ্ছামত শাসন-সৌকর্যের যেরূপ সুবিধা ঘটিত গণপরিষদের জন্য তেমনি সরকারী তহবিলের অনেক কোটী টাকাও বাঁচিয়া যাইত। অন্যান্য নবীন রাষ্ট্রের মত পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যগণও যে সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই একথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু বর্তমানে যে মন্ত্রীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া পাকিস্তানের বর্তমান অধিনায়ক দেশ শাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা কিভাবে জনগণের—প্রতিনিধি হইলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেকথা হৃদয়ংগম করিতে সক্ষম হইনাই। আরও দুর্ভাগ্য

www.ahlehadeethbd.org

এইযে, মরহুম কায়েদে আযমের দক্ষিণে ও বামে দাঁড়াইয়া যাঁহারা পাকিস্তানের লড়াই লড়িয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধ জিতিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই বীর যোদ্ধাগণের কেহ কেহ অনন্ত যাত্রার পথ অবলম্বন করিলেও যাঁহারা অবশিষ্ট রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও পাকিস্তানের অধিপতির—পার্শ্বে আমরা বিরাজমান দেখিতে পাইতেছিনা। তবে একথাও সত্য যে প্রত্যেক বীর যোদ্ধা বুদ্ধিমান শাসকের আসন অধিকার—করিতে পারেনা কিন্তু যেকথা বুঝা আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মুশ্‌কিল হইয়াছে—তাহা এইযে, পাকিস্তান একটি আদর্শমূলক রাষ্ট্র, নির্দিষ্ট কতিপয় আদর্শ ও লক্ষকে—ভিত্তি করিয়া পাকিস্তানের সংগ্রাম আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং আল্লাহর অসীম —অনুগ্রহে এই সংগ্রামে মুছলমানগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের লক্ষ ও আদর্শের মর্যাদা রক্ষা কল্পেও লক্ষ লক্ষ মুছলিম নরনারী আত্মদান করিয়াছিলেন এবং এই আদর্শের যুপকাষ্ঠেই মুছলমানগণের কোটী কোটী টাকা মূল্যের সম্পদ ও বিত্ত কুরবানী দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহারা পাকিস্তানের এই লক্ষ ও আদর্শকে সেদিন স্বীকার করেন নাই এবং আজও যে তাঁহারা উহা মান্য করিয়া লইয়াছেন এরূপ স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই, তাঁহারাই যদি পাকিস্তানের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রার আসন অলংকৃত করেন তাহাতে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি কিরূপ ঘটিবে? পাকিস্তানের পশ্চিম প্রদেশগুলিকে একটি অখণ্ড ইউনিটে পরিণত করা হইল কেন? পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ইহাতে কতদূর সুরক্ষিত হইল সে কথা আমাদের প্রদেশের নূতন নেতার দল আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন কি? যে অরাজকতার নিরসন কল্পে গণপরিষদ ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের একদল রাজনৈতিক উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কছীদা ও অভিনন্দনের—হাট বসাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা এই হতভাগ্য প্রদেশের ভাগ্যে কোন্ শিকা ছিঁড়িয়া আনিলেন—তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? —ব্যক্তি বিশেষের —মন্ত্রিত্ব ও প্রাধান্য অথবা মুষ্টিমেয় —লোকের সুখ সুবিধা জাতির সমষ্টিগত—দুর্ভাগ্যকে যে কিছুতেই পরিবর্তিত—করিতে পারে না একথা যাহাদের—জানা নাই, তাহাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ও—বিড়ম্বনা ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারেনা ইহা সকলেই অবগত আছে। সকল অমংগল ও অকল্যাণের ভিতর দিয়া আল্লাহ পাক আমাদের জন্য—কল্যাণ ও মংগল বিকীর্ণ করুন—এই প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের আর কোন বক্তব্য নাই।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বন্যার সাহায্য বাবৎ পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতির নিকট মঃ দুইহাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিবেচনা মত উহা ব্যয় করার অধিকার দিয়াছেন। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা উচিত যে, পশ্চিম পাঞ্জাব স্বয়ং বন্যার প্রকোপে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থার ভিতর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তাঁহারা সাহায্য ও সহানুভূতির যে হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাহার মূল্য সাহায্যের পরিমাণ অপেক্ষা অনেকগুণে—বর্ধিত হইয়াছে।

فجزاهم الله عن سائر المرحومين من بلادنا

جزاء موفورا وجعل سعيهم مشكورا -

ইছলাম পন্থীগণের মস্তকে আস্তিক দলের নিক্ষাশিত তরবারি

পৃথিবীর সর্বত্র ইছলামী আন্দোলনের স্পন্দন

www.ahlehadeethbd.org

ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে আর সংগে সংগে ইউরোপীয় জড়োপাসক দলের চেলা চামুণ্ডারাও এই ইছলামী আন্দোলনকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মার-মুখী হইয়া উঠিয়াছেন। ইরাণের পর এইবার মিছরের পালা শুরু হইয়াছে। বিশ্ব বিশ্রুত মুছলিম ভ্রাতৃ-সংঘের নেতৃবর্গকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত করিয়া তাঁহাদের অনেককেই মিছরের নব পর্যায়ের ফির-আউনী শাসক গোষ্ঠি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছেন—"শইখ ওয়াগুল মুছলেমুনে"র মুর্শেদে আ'লা আলী জনাব আল্লামা শয়খ হোছায়ন আল হোযায়বীকেও মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে যাবজ্জীবন নির্জন কারাবাসের দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। ইছলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন মুছলিম নামধারী রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহ—ইছলাম বিরোধী অত্যাচারের নযীর অত্যন্ত বিরল। যাঁহারা ফিরআউনের রাজ্যে হযরত মুছার আদর্শে জীবন্ত ইছলামকে প্রতিষ্ঠা করার সাধনায় অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং কায়মনোবাক্যে—প্রার্থনা করিতেছি—হে اللهم لاتحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم — আল্লাহ, হে আমাদের প্রভু, তাঁহাদের সাধনার ফল হইতে তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিওনা এবং তাঁহাদের মহাপ্রয়াণের পর আমাদিগকে পরীক্ষা দ্বারা বিপন্ন করিও না।

জনাব ইছকান্দর মীর্যা ছাহেবের প্রগল্‌ভতা

যে বিষয়ে যাহার কোন অধিকার নাই সে সম্পর্কে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করেন এবং এইরূপ আলোচনাকে তাঁহারা অনধিকার চর্চা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন কিন্তু সম্প্রতি রাজনীতিকে ধর্মের আওতা হইতে মুক্ত রাখা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব লাটবাহাদুর এবং বর্তমানে গভর্ণর জেনারেল ছাহেবের নবনিযুক্ত মন্ত্রী সভার অন্যতম—সদস্য জনাব ইছকান্দর মীর্যা ছাহেব যে সদুপদেশ জাতিকে বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিভিন্ন সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান গরিমা সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ ভাবে সন্দেহ উদিত হইয়াছে। ইছলামী জীবন দর্শন ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনুশীলনে তিনি তাঁহার বহু মূল্য জীবনের কতটা অংশ ক্ষয় করিয়াছেন সে কথা না জানিলেও যদি তিনি রাজনীতির প্রভাব হইতে—মুক্ত কোন ধর্মের সন্ধান লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা নিঃসংশয়ে একথা বলিব যে, লুথারের প্রচারিত Religion এর ব্যাখ্যা হয়ত তিনি গ্রন্থের—পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত ইছলাম সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই অর্জন করার সৌভাগ্য তিনি—লাভ করেন নাই কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মারাত্মক কথা এই যে, ধর্মের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও উহার মর্যাদার কি মূল্য তাঁহার নিকট অবশিষ্ট রহিবে! কতিপয় ব্যক্তির সুখ সুবিধার জন্যই যে পাকিস্তান অর্জিত হয় নাই এ কথা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার পক্ষেই ভাল ভাবে হৃদয়ংগম করা উচিত। যদি পাকিস্তানকে ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করার পূর্বাভাষ স্বরূপ—এই সকল মূল্যবান উপদেশ তাঁহার দলের পক্ষ—হইতে তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত রহিব যে, যে বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তাহার অবতারণা না করিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে পাকিস্তানকে ইছলামের প্রভাব হইতে মুক্ত করার পবিত্র সাধনায় লাগিয়া যাইতে পারেন।

ইমামত ও জাহেলী মওত

আমরা শুনিতে পাইলাম যে, দিল্লীর সদর—বাজার নিবাসী মওলানা আবদুল ওয়াহ্‌হাব ছাহেবের পুত্র মওলানা আবদুছ ছাত্তার ছাহেব যিনি বর্তমানে করাচীতে বাস করিতেছেন তাঁহার কতকগুলি এজেণ্ট উক্ত মওলানা ছাহেবকে আমীরুল মুমেনীন রূপে প্রকাশ করিয়া তাঁহার নামে বিভিন্ন স্থানে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরও দুঃখের বিষয় যে, তর্জুমানের দীন সম্পাদক সম্পর্কে তাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, তিনিও এই ইমামতকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মওলবী আবদুছ ছাত্তার ছাহেবকে যদি করাচীর কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের সামাজিক সুশৃংখলা রক্ষার জন্য নেতা মান্য করিয়া থাকেন তাহাতে কোন দোষ নাই। আমাদের দেশেও এই রূপ দলীয়—বিভিন্ন নেতার অভাব নাই, কিন্তু মওলবী আবদুছ ছাত্তার অথবা অন্য কাহারও পক্ষে আমীরুল মুমেনীন হইবার দাবী উপস্থিত করা শুধু যে শরীঅত বিগর্হিত তাহা নয় বরং উহা বাতুলতার নামান্তর মাত্র। পাকিস্তান কায়েম হইবার পর কোন—নেতার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বে-আইনী। তর্জুমান-সম্পাদকের সহিত এই শরীঅত বিগর্হিত ও বেআইনী বাতুলতার কোনই সম্পর্ক নাই। আমরা আহ্‌লে-হাদীছ ভ্রাতৃবর্গকে এ বিষয়ে সাবধান হইবার জন্য সতর্কতার বাণী উচ্চারণকরিতেছি।

শোক প্রকাশ

বিগত মাস পর্যন্ত যে সকল বন্ধু-বান্ধব ও তর্জুমানের হিতৈষী আমাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল। আল্লাহ্‌পাক তাঁহাদের আত্মার প্রতি সদয় হউন এবং পারলৌকিক জীবনে তাঁহাদের স্থান সমুন্নত হউক, আমীন! (১) ২৯শে কার্তিক টাংগাইলের অন্তর্গত কালীয়ান নিবাসী মওলানা কাজী মোঃ ইছমাঈল ছাহেব, (২) রাজসাহী যিলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মোল্লাটোলা নিবাসী মওলানা মোঃ আবদুল হক ছাহেব (৩) ৩০শে কার্তিক শরিষাবাড়ীর অন্তর্গত বয়ড়া গ্রামের অধিবাসী মওলবী আবদুল হাই ছাহেব (৪) এবং উক্ত অঞ্চলের পাটাবুগানিবাসী মোঃ জছীমুদ্দীন ছাহেবের মাতাছাহেবা।

এতদ্ব্যতীত ভারতীয় রাজনীতি ও বাংলা সাহিত্যের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিগত মাসে চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। ভারতের খাদ্য-মন্ত্রী বহুগুণে গুণান্বিত জনাব রফি আহমদ কিদোয়াই ছাহেব বিগত ২৪শে অক্টোবর তারীখে এবং বাংলার প্রবীণ ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক জনাব মওলবী ওয়াজেদ আলী ছাহেব বিগত ৮ই নভেম্বর তারীখে ইন্‌তেকাল করিয়াছেন…ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আমরা মরহুমগণের আত্মীয় স্বজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ সাহায্য ভাণ্ডার

জমার বিবরণঃ—

আলহাজ্ব শেইখ মুজীবর রহমান ছাহেব, রাঘবপুর পাবনা ১০০৲, কৃষ্ণপুর জামাআতের পক্ষে জাবেদ আলী মিস্ত্রী ১০৲, রাঘবপুর জামাআতের পক্ষে মোঃ তোরাব আলী ছরদার ছাহেব ১০০৲, স্বয়ং তোরাব আলী ছরদার ৩০৲। মৌঃ আবদুল মজীদ বিএ, বিটি ১০৲। হাজী আযমত আলী, কৃষ্ণপুর ৫৲। নুরমোহাম্মদ মিয়া, আটুয়া ২৲। কুদরত আলী খাঁ, আটুয়া ১৲। হারুণ রশীদ, আটুয়া, ১৲। জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের কর্মীবৃন্দ: মওঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি ১২৷৷০। মওঃ আবদুল হক ৫৲। মোঃ আবুল বারাকাত ৪৷৵০। মওঃ জিল্লুর রহমান আন্‌ছারী ৩৵০। মোঃ ইয়াছিন মিয়া ২৷০। মোঃ আবদুল হামিদ খাঁ ১৷৷০। মোঃ তাহের, প্রেসম্যান ১৵০। জনাব আহমদ আলী মিয়া, কেশিয়ার ২০০৲। মওঃ মোহম্মদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়েশী ২০৲। হাজী কিয়ামুদ্দিন, পাবনা রাঘবপুর, ২০৲। বিলায়েত—আলী বিশ্বাস, পাবনা কুঠিবারী ৫৲। মোঃ আব্বাছ আলী জোয়ার্দ্দার, পাবনা কুঠিবাড়ী ৫৲। মোঃ সেকেন্দার আলী ঐ ১৲। ছিরাজুল হক মিয়া, রাঘবপুর ১০৲। হাজী শেইখ ছুলায়মান, আটুয়া ৫০৲। হাজী আখ্‌তারুয্‌যামান, আটুয়া ১০০৲। হাজী শেইখ আছিরুদ্দীন, রাঘবপুর ১০০৲। সাহেদ আলী মিয়া, কৃষ্ণপুর ১৫৲। শালগাড়ীয়া গ্রামের পক্ষে মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ১৫০৲। মোঃ ইউছুফ মিয়া, চক ছাত্তিয়ান ১৫৲। মোঃ ফখরুল ইসলাম, রাধানগর ৫৲। হাজী আফযল হুছাইন, পাবনা বাজার ৫৲। হাজী আবুছিদ্দীক, পাবনা বাজার ৫৲। হাজী শাকুরুল্লাহ, রাঘবপুর ২০৲। হাজী আবদুছ ছুবহান ছাহেব, আটুয়া ১২৫৲। ইউছুফ আলী মিয়া, ঐ ৩৲। আবদুর রাযযাক খাঁ, ঐ ২৲। আবু মিয়া, ঐ ১৲। মধু মিয়া, ঐ—৷৷০। হোছাইন আলী, ঐ ৷৷০। ফয়েযুদ্দিন, ঐ ১৲। আহিযুদ্দিন, ঐ ৷৷০। হাজী আবদুল কাদের, ঐ ২৲ মাঃ হাজী আলীমুদ্দীন মুন্সি ছাহেব, কুঠিবারী ৭।০। হাজী বিলায়েত আলী খাঁ, আটুয়া ৫৲। ভুরভুরিয়া জামাআত পক্ষে মাঃ মওঃ আবদুল হক ১৩৲। মাঃ মওঃ যিল্লুর রহমান ৫৲। ওয়াজেদ আলী মিয়া, রাধানগর ৫৲। রাঘবপুর জামাআতের পক্ষে হাজী অবদুল জলিল ছাহেব, ৩০৲। গয়েশপুরের পক্ষে হাজী রহিমুদ্দিন, ৫৷৷০। মুনশী করম আলী, রাধানগর ৫৲। (ক্রমশঃ)

বিতরণ

যিলা পাবনা ঃ

সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ১। বোয়ালকান্দী মক্তব—২৬৲ ২। চর-মৈশা মছজিদ—১৩৲ ৩। ইছপাশা মছজিদ ও মক্তব—২৬৲ ৪। কাকুয়া মছজিদ ও মক্তব—১৯৷৷০ ৫। খাস ওমরপুর মছজিদ—১৩৲ ৬। দেলদার মছজিদ—১৩৲ ৭। নরসিংহপুর মছজিদ ও মক্তব—১৯৷৷০ ৮। স্থলচর মছজিদ ও মক্তব—১৯৷৷০ ৯। আটবরুহা মছজিদ ও মক্তব—১৯৷৷০ ১০। কুকুরিয়া মছজিদ ও মক্তব—১৯৷৷০ ১১। রেহাই আটাপাড়া মছজিদ—১৩৲ ১২। ওছমান গণি মোল্লা, স্থলচর—১৩৲ ১৩। শানিলা মছজিদ—২৬৲ ১৪। ধানগড়া মছজিদ—২৬৲ ১৫। নিশিন ধারা মসজিদ—১৯৷৷০ ১৬। গোবিন্দপুর মছজিদ—৩২৷৷০ ১৭। ধুকুরিয়া মছজিদ—৩২৷৷০ ১৮। চর নূরনগর মছজিদ—৩২৷৷০ ১৯। মৌলবী কেফায়েতুল্লাহ—১৩৲ ২০। চকশাহাবাজপুর মছজিদ—২৬৲ ২১। কামারখন্দ মাদ্রাসা—৭৮৲।

যিলা ময়মনসিংহ

২২। আরামনগর মাদ্রাছা মছজিদ—৩৯৲ ২৩। সিঙ্গুয়া মাদ্রাছা—৩৯৲ ২৪। চর হরিপুর মছজিদ—২৬৲ ২৫। করগ্রাম পশ্চিম পাড়া মছজিদ—২৬৲ ২৬। মোনার পাড়া মছজিদ—২৬৲ ২৭। ধারাবর্ষা মছজিদ—২৬৲ ২৮। চর নোটাবর মছজিদ—২৬৲ ২৯। জাঙ্গালিয়া মছজিদ—২৬৲ ৩০। গাবের গ্রাম খাঁ বাড়ী মছজিদ—২৬৲ ৩১। গোয়াডাঙ্গা মাদ্রাছা—৩৯৲ ৩২। দধিয়ার চর মছজিদ—২৬৲।

যিলা রংপুর

৩৩। ধনারুহা ফোরকানিয়া মাদ্রাছা—২৬৲ ৩৪। ধনারুহা জুনিয়ার মাদ্রাছা—৩২৷৷০ ৩৫। চাপাদহ জামে মছজিদ—৬৫৲ ৩৬। খোলাহাটি মাদ্রাছা—২৬৲ ৩৭। কিসামত বালুয়া মক্তব—২৬৲ ৩৮। কচুয়া মছজিদ—২৬৲ ৩৯। বোনার পাড়া ইছলামিয়া মাদ্রাছা—২৬৲ ৪০। যাদুর তাইর ইছলামিয়া মাদ্রাছা—২৬৲ ৪১। বসন্তের পাড়া জামে মছজিদ—২৬৲ ৪২। জুমারবাড়ী মাদ্রাছা—২০৲ ৪৩। চর হলদিয়া জামে মছজিদ—২৬৲ ৪৪। নলছিয়া মছজিদ—২৬৲ ৪৫। পাঁচপুর মছজিদ—২৬৲ ৪৬। দহিচরা মছজিদ—২৬৲ ৪৭। কুন্দপাড়া জামে মছজিদ—২৬৲

যিলা বগুড়া

৪৮। চুকাইনগর মছজিদ—২৬৲ ৪৯। চর মধুপুর মছজিদ—২৬৲ ৫০। ঠিকনের পাড়া মছজিদ—২৬৲ ৫১। রংরার পাড়া মছজিদ—২৬৲ ৫২। উঞ্চরকী মছজিদ—১৯৷৷০ ৫৩। তরফ সরতাজ মাদ্রাছা—৩৯৲

যিলা রাজসাহী

৫৪। মশিন্দা মাদ্রাছা—৫২৲ ৫৫। মশিন্দা মছজিদ—৩২৷৷০।

যিলা ঢাকা

৫৬। আগুলিয়া মছজিদ—৫২৲। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

যিলা রাজসাহী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মাঃ মওলানা আযীমুদ্দীন আযহারী ছাহেব

২৪। হাজী মোঃ নাজীরুদ্দীন, জামীরা, বাণেশ্বর, ফিতরা ১৲ ২৫। মোঃ আবদুল আযীয, ঐ ফিতরা ২৲ ২৬। মোঃ আবদুল হাফিয, পাঁশুরিয়া, ফিতরা ॥০ ২৭। মওলানা আযীমুদ্দীন আযহারী, বাদুড়িয়া, বাণেশ্বর, ফিতরা ৩৲ ২৮। মারফত মোঃ উমর ফারুক, ঐ ফিতরা ॥০ ২৯। মোঃ আফছরুদ্দীন সরকার, চক কাপাশীয়া, কাজলা, ফিতরা ১৲।

সদর দফতরে মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্তঃ

৩০। মোল্লা আহমদ আলী ছরদার, নুতন খামার, চৌহদ্দীটোলা, জামাআতী ওশর ৯৲কোরবানী ৭৲ ৩১। মোঃ রহীমুদ্দীন মণ্ডল, মশিন্দা চরপাড়া, কাছিকাটা, ফিতরা ২০৲ ৩২। মোঃ আলতাফুদ্দীন, নামোশংকরবাটী, রাজারামপুর, ফিতরা ২৲ ৩৩। মওলানা সুজাউদ্দীন, বাসুদেবপুর (চাপাইনবাবগঞ্জ) ফিতরা ২৲ ৩৪। মাঃ মওঃ আবদুল কুদ্দুছ এম, এ, ছাতারভাগ, মণ্ডলপাড়া জামাআত, মাধনগর, ফিতরা ৬৲ ৩৫। মযেনুদ্দীন প্রাং, ধোপাপুকুর, পাটুল ফিতরা ১০৲ ৩৬। ডাঃ ওয়াহেদ বখশ, সেক্রেটারী ধোপাঘাটা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীছ, ফিতরা ১৬৲ ৩৭। খন্দকার মোঃ আবদুর রহমান, মুণ্ডুমালা, ওশর ১২৲ ৩৮। বাহার আলী মিয়া, আন্ধারিয়া পাড়া, পাঁজরভাংগা, ফিতরা ১০৲ ৩৯। আছমতুল্লাহ প্রাং, মশিন্দা, চাঁচকৈড়, ফিতরা ৪৬৷৵০ ৪০। আবদুল হামীদ মিয়া, মুহাজির বিস্কুট ফ্যাক্টরী, নাটোর, যাকাত ১০৲ ৪১। আলহাজ্ব মওলানা আব্বাছ আলী, হাঁসমারী, কাছিকাটা, ফিতরা ২৫৲ কোরবানী ৭৲ ওশর ২২॥০ ৪২। মোঃ আবদুল জব্বার, শ্রীরামপুর, জুনাইল, যাকাত ৪৲ ৪৩। মোঃ মোঃ ইদরীছ, বাসুদেবপুর (চাপাই নবাবগঞ্জ) ফিতরা ২৲ ৪৪। ছাবের আলী মিয়া, নলডাংগা, মাধনগর, ফিতরা ২৲ কোরবানী ২৲ ৪৫। মোঃ হাফিযুদ্দীন, হেডক্লার্ক রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, এককালীন ৩৲ ৪৬। শেইখ মোঃ ফজরউদ্দীন, সোনাপাতিল, মাধনগর, ফিতরা ৫৲ ৪৭। হাজী নেছারুদ্দীন মণ্ডল, কাকনদহ, কাকনহাট, ফিতরা ৫৲ কোরবানী ৫৲ ৪৮। মোঃ মোহছেন আলী, লস্করহাটী, বাসুদেবপুর ভায়া চাপাইনবাবগঞ্জ, কোরবানী ৩॥০ ৪৯। মোঃ মোঃ ছাঈদ, পরাণপুর, মান্দা, কোরবানী ৯৸৵০ ৫০। মোঃ ছিরাজুল হক, শাঁখারীপাড়া, মাধনগর, এককালীন ৫৲ ৫১। মোঃ আছীরুদ্দীন মোল্লা, বালিঘাটা, চৌহদ্দিটোলা, অজ্ঞাত ১০৲ ৫২। মোঃ মুজীবর রহমান, দাউদপুর মাদরাছা, রঘুরামপুর, ফিতরা ১১৲ কোরবানী ২৲ ৫৩। মারফত ঐ কুশাই প্রাং, বছরা ৩৲ ৫৪। কালুমামুদ প্রাং, বিলবাড়ী, ফিতরা ২৲ ৫৫। মওলানা ইরশাদ আলী, জমালপুর, হুলিখালী, ফিতরা ৬৲ ৫৭। মোঃ ওছমান গণি মিয়া ও ডাঃ আহমদ আলী, মতিহার, ধোপাঘাটা, যাকাত ১৬৵০ ফিতরা ১৫৲ ৫৮। মোঃ শফীউদ্দীন প্রামাণিক, গণ্ডগোহালী, রঘুরামপুর, ফিৎরা ১০৲ ৫৯। মোঃ মোঃ আবদুর রহমান, আত্রাই, ফিৎরা ২০৲ ৬০। মওলানা তাবারকুল্লাহ, দস্তানাবাদ, পুঁঠিয়া, এককালীন ১০৲ ৬১। মুনশী অনুপউদ্দীন আহমদ, ঘানি, হাটরা, এককালীন ২০৲ ৬২। মোঃ শরীয়তুল্লাহ ছরদার, খোর্দঝিনা, বাগমারা, কোরবানী ৩৲ ৬৩। শবির মণ্ডল, সেন্দুকাই জামাআত, তানোর, ফিতরা ৬৲ কোরবানী ৪৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদায় মারফত মওলানা আবু ছাঈদ মোহাম্মদ ছাহেব ঃ—

৬৪। আনছার আলী মিয়া ও মফিযুদ্দীন মণ্ডল, কাজিভাতুরিয়া, মোহনপুর, যাকাত ২৲, ফিতরা ৪৲ ৬৫। হাছান আলী ও মুন্‌শী আছীরুদ্দীন, ভাতুরিয়া, মোহনপুর, যাকাত ৪৲ ফিতরা ৪৲ ৬৬। নছীরুদ্দীন মণ্ডল ও মুছলেম আলী, সিন্দুরী, মোহনপুর, যাকাত ১৲ ফিতরা ১৩৲ ৬৭। রমযান আলী ও হাজী শহরজান, বাকশৈল, হাটরা, যাকাত ৩৲ ফিতরা ৪৲ ৬৮। নইমুদ্দীন মিয়া ও হাজী আলীমুদ্দীন, সাঁকোয়া, হাটরা, ফিতরা ২১৲ কোরবানী ১৲ ৬৯। ইছমাঈল মোল্লা, চকরুফপুর, মোহনপুর, ফিতরা ১৲ ৭০। দিয়ানতুল্লাহ খাঁ, হলদি, হাটরা, ফিতরা ২৲ ৭১। আবদুর রহমান মিয়া, হাটবৈড়, হাটরা, ফিতরা ২৲ ৭২। হাজী দানেশ মোহাম্মদ ও চান্দ মোহাম্মদ, নারায়ণপুর, হাটরা, যাকাত ১৲ ফিতরা ৩৲ ৭৩। কেফায়েতুল্লাহ মিয়া ও মুন্‌শী কাদীর বখশ, গোছা, হাটরা, ফিতরা ৮৲ ৭৪। মানিকুল্লাহ শাহ, আতাপুর, হাটরা, ফিতরা ১৸০ ৭৫। ইলাহী বখশ সরকার, রুফপুর, মোহনপুর, ফিতরা ৩ ৭৬। আবদুল হামীদ মিয়া, শিংমারা, হাটরা, ফিতরা ২৲ ৭৭। যিল্লুর রহমান, শিবপুর, মোহনপুর, ফিতরা ৫৲ ৭৮। শহরুল্লাহ শাহ, পত্রপুর, মোহনপুর, ফিতরা ৪৲ ৭৯। হাজী লবু মোল্লা, করিশা, ধোপাঘাটা, ফিতরা ২৲ ৮০। ছোলায়মান মিয়া, চক্ আলম, হাটরা, ফিতরা ১৲ ৮১। মানিকুল্লাহ দেওয়ান, সইপাড়া, মোহনপুর, যাকাত ২৷৷০ ৮২। বরকতুল্লাহ মণ্ডল, বরিঠা, হাটরা, ফিতরা ১০৲।

আদায় মারফত মৌঃ রহীম বখশ ছাহেব ঃ—

৮৩। মোঃ আয়েজুদ্দীন মণ্ডল, রানীগ্রাম জামাআত, চাঁচকৈড়, ওশর ১২৲ কোরবানী ৮৲ ৮৪। মোঃ ময়েজুদ্দীন মিয়া, মশিন্দা শিকারপুর জামাআত, চাঁচকৈড়, ওশর ৩০৲ ফিতরা ৫০৲, কোরবানী ১২৲ ৮৫। মোঃ রায়হানুদ্দীন মিয়া, চাঁচকৈড়, যাকাত ৫৲ ৮৬। মোঃ রেফায়েতুল্লাহ মিয়া, ঐ, ফিতরা ১৫৲ ৮৭। মোঃ সাহেবুল্লাহ মুছল্লী, মশিন্দা শিকারপুর, চাঁচকৈড়, যাকাত ৩৲ ৮৮। মোঃ ইছহাক সরকার, মশিন্দা মাঝপাড়া, কাছিকাটা, ফিতরা ৫৲ ৮৯। মওঃ আব্বাছ আলী ছাহেব, হাঁসমারী জামা'ত, কাছিকাটা, ওশর ২৲৷৷০।

আদায় মারফত মৌঃ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ ছাহেব ঃ—

৯০। রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ৭৲ ৯১। ইদরীছ আহমদ ১০৲ ৯২। রহীম পাইকার আমীর হোছাইন ২৲ ৯৩। জহীর ছরদার ৩৲ ৯৪। মোঃ আহবার আলী ২৲ ৯৫। ইয়াকুব আলী ১৲ ৯৬। আমজাদ আলী ১৲ (সর্বসাকিন নামোশংকরবাটী মাউরী, পোঃ রাজারামপুর)

মারফত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব ঃ—

৯৭। তছীরুদ্দীন প্রাং, হলুদঘর জামাআত, ব্রহ্মপুর, ফিতরা ১০৲ এককালীন ৫৲।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মৌঃ রহীম বখশ ছাহেব ঃ—

৯৯। মোঃ আবদুর রাযযাক মুনশী, চর-ধামাইচ জামাআত, কাছিকাটা, ফিতরা ৫৲ ১০০। মোঃ আযীতুল্লাহ প্রাং, হাসুপুর জামাআত, হাণ্ডিয়াল, ফিতরা ৫৲।

যিলা বগুড়া

মণি অর্ডারযোগে সদর দফতরে প্রাপ্ত ঃ—

৪। মোঃ মতীয়ুর রহমান, চাঁদনীবাজার, যাকাত ৬৲ ৫। ডাঃ আয়েযুদ্দীন আহমদ, ছিদ্দীক মেডি-

www.ahlehadeethbd.org

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। ভিটাকম ঃ দুর্বলতা, রক্তহীনতা এবং ভিটামিন এর অভাব সংক্রান্ত যাবতীয় রোগে অব্যর্থ উপকারী। ইহাতে অন্যান্য শক্তিশালী ও তেজস্কর জিনিষের সাথে ভিটামিন বি কম্-প্লেক্স্ আছে। ডাক্তারগণ ইহার প্রভূত প্রশংসা করিতেছেন এবং প্রেসক্রিপ্সন দিতেছেন।

২। হেপাটোন— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। অশোক কর্ডিয়াল— (এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আশার আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। কুইনোভিনা— নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

৫। সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড (কোডিন-সহ)

সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধি মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার সুর আনয়ন করে।

প্রস্তুত কারক—এড্রুক লেবরেটরী, পাবনা। (ই, পি)

আসুন! হতাশ হবেন না ও দ্বিধা সঙ্কোচে স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না, একবার পরীক্ষা করুন।

মাজুন মোগাল্লেজ (জওয়াহেরী) ধাতু দৌর্ব্বল্যের ও পুরুষত্বহানির মহৌষধ। ইহা নিয়মিত সেবনে তরল শুক্র গাঢ় করিয়া অল্প সময়ে রেতঃপাত বন্ধ করিয়া মেহ দোষ নাশ করিয়া লুপ্ত শক্তি ফিরাইয়া আনিতে শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। মূল্য ছোট ফাইল ৩৲ টাকা, বড় ফাইল ৭৲ সাত টাকা।

এজেণ্ট হইয়া ২৫৲ টাকার ঔষধ লইলে ৫০৲ টাকার ঔষধ পাবেন।

ঠিকানা ঃ—**হাকিম আবুল বশার**

পাবনা বাজার (পাবনা)

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাকিস্তানে খাঁটি ইছলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত

সৎ গ্রন্থরাজী

১। কলেমায় তৈয়েবা—মূল্য—১৷৷০ মাত্র।

(ইছলামের মূলমন্ত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর (দঃ) কোর্‌আনী ব্যাখ্যা)

২। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান—মূল্য—২।০ মাত্র।

(ইছলামের শাস্ত্র ও স্বর্ণযুগের ইতিহাস মন্থিত ইছলামী শাসন-নীতির সুবিস্তৃত অভিনব আলোচনা)

৩। ছিয়ামে রামাযান—মূল্য—।৵০ মাত্র। (রোযার দার্শনিক তাৎপর্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য)

৪। ঈদে কোরবান—মূল্য—৵০ মাত্র। (কোরবানীর মছ্‌আলা ও অন্যান্য তথ্য)

৫। যউউল্ লামে (উর্দু) মূল্য—১৲ মাত্র। (মছজিদ সম্পর্কীয় মছ্‌আলা সম্বলিত)

৬। তারাবীহর নামায ও জামাআত (যন্ত্রস্থ) মূল্য—১৲

রামাযানে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার অকাট্য দলীল এবং ৮ রাকাআতের ছহীহ প্রমাণ।

অন্যান্য লেখকের পুস্তক

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ প্রণীত—

১। গোর যিয়ারত মূল্য—।৵০

মরহুম মওলবী মুজীবর রহমান প্রণীত—

২। আদর্শ দিনীয়াত বা হুযূরতের (দঃ) নামায মূল্য—১।০

মওলানা আবুসাঈদ আবদুল্লাহ প্রণীত—

৩। নামাজ শিক্ষা মূল্য—৷৷০

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী প্রণীত—

৪। রামাযানের সাধনা মূল্য—১।

প্রাপ্তিস্থান ঃ আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)

www.ahlehadeethbd.org